উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৬,৭২৪.০৮ (+২২৪.৪৫)
নিফটি : ২৩,২১৩.২০ (+৩৭.১৫)

রাজ্যপালের বাজেট ভাষণ অনিশ্চিত
বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে পারে। তবে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। অধিবেশনে রাজ্যপালের উপস্থিতি নিশ্চিত নয়। » ৫

বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মেয়ে
পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু তার পরিণতি হল মারাত্মক। জেদের কারণে নিজের মেয়েকে গুলি করল বাবা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৬°	২৬°	২৭°	২৭°
সর্বনিম্ন	১৩°	১২°	১৩°	১৪°

মাঠেই মরকেলকে ধমক গম্ভীরের » ১১

২ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 16 January 2025 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 238

পথে পুলিশকে গুলি, পালাল বন্দি

ইসলামপুর আদালত থেকে রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বন্দিদের। অভিযুক্ত শৌচকর্মের আবেদন জানালে পুলিশ প্রিজন ভ্যান থামায়। সেই সময়ই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে অভিযুক্ত। বন্দুক হাতেই তাকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়।

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

পাঞ্জিপাড়া ও ইসলামপুর, ১৫ জানুয়ারি : ঠিক যেন থ্রিলার ওয়েব সিরিজের কোনও দৃশ্য। প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দুই পুলিশকর্মীকে গুলিবিদ্ধ করে পালাল করণদিঘি হত্যাকাণ্ডে বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক আলম। ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ফাঁড়ি থাকলেও অঘটন এড়ানো যায়নি। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপোখর থানার ইকরচালায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে।

ঘটনায় দেবেন বৈশ্য ও নীলকান্ত সরকার নামে দুই পুলিশকর্মীর মোট তিন রাউন্ড গুলি লেগেছে। ঘটনার পর স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সন্ধ্যায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

রক্তাক্ত দুই পুলিশকর্মী। ইসলামপুর হাসপাতালে। -সংবাদচিত্র

বিচারাধীন বন্দির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তা নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুলিশকর্তারা। ঘটনার পিছনে বড় পরিকল্পনা ছিল বলে পুলিশের অন্দরমহলে চর্চা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার সানা আখতার, ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস এবং রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি সুধীরকুমার নীলকান্তম রাতে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়িতে পৌঁছান। জবি থমাস বলছেন, 'ঘটনাস্থলে স্নিফার ডগ আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিহার এবং পার্শ্ববর্তী জেলার পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে পেল? পুলিশের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে কি ঘটনা ঘটিয়েছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে তিনি 'সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে' বলে জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বহিরাগত দুষ্কৃতীর মদতেই অভিযুক্ত এই ঘটনা ঘটায়। একাংশের দাবি, একটি বাইক সম্ভবত প্রিজন ভ্যানটির পিছু নিয়েছিল। পুলিশ এই তত্ত্বে অবশ্য এখনই সিলমোহর দিচ্ছে না। তবে, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে সাজ্জাককে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাঞ্জিপাড়ার দিকে দৌড়াতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় সড়কের পাশে থাকা রেললাইন টপকে সাজ্জাক বিহারে পালিয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাজ্জাককে এদিন প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে ইসলামপুর মহকুমা

এরপর দশের পাতায়

কুয়াশামাখা ভোরে উটের পিঠে চেপে প্যারেডের প্রস্তুতি। নয়াদিল্লিতে বুধবার।

ইউনূসের হাতে নথি তুলে দিচ্ছেন সংবিধান কমিশনের সদস্যরা। বুধবার।

বাংলাদেশের নাম বদলের সুপারিশ

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : চরম বিশৃঙ্খলার বাংলাদেশ আরও বদলের অপেক্ষায়।

বুধবার দেশের সংবিধান সংস্কার কমিশনের তরফে ইউনূস সরকারের কাছে এমন কিছু প্রস্তাব পেশ করা হল, যা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। তার মধ্যে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' পালটে 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' নাম করার সুপারিশ এল বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার কমিশনের তরফে। আর প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' করার প্রস্তাবও দিল তারা।

দুই, আর বাঙালি নয়, সে দেশের মানুষকে 'বাংলাদেশি' হিসেবে বলার প্রস্তাব দেওয়া হল। বাঙালি নামটি নতুন কমিশনের পছন্দ নয়। নতুন বাংলাদেশ তা মুছে যেতে চলেছে। কমিশন 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি...' এই নির্দেশ পছন্দ নয় বলে জানিয়েছে। তারা বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) এ ''বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন'' বলে সুপারিশ হল। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালি' বলে বহু গান ও কবিতা হয়েছে। সব অর্থহীন হতে চলেছে।

তিন, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ গঠনের সময় চারটি মূলনীতি রাখা ছিল দেশের সামনে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু এদিন গণতন্ত্র ছাড়া বাকি তিনটি নীতি বাদ দেওয়ার সুপারিশ হল। নতুন পাঁচটি মূলনীতি হল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র।

যা দাঁড়াল, তাতে ১৯৭১ সালে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে বিশ্বের দরবারে একটি নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই নামটিও ইউনূস জমানায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। এমন প্রস্তাব অনুমোদন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

বুধবার প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের কাছে অধ্যাপক আলি রিয়াজের

বাঙালি নয়, বাংলাদেশি

নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। তা ঘিরে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে।

এদিন আরও তিনটি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেওয়া হল। নির্বাচনব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশ সংস্কার কমিশন। 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দের পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দ ব্যবহার করা হলেও ইংরেজিতে 'রিপাবলিক' ও 'পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' শব্দগুলো থাকছে। কমিশনের সুপারিশে সংবিধানের প্রস্তাব হিসেবে বলা হয়েছে, 'জনগণের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।'

লড়াই ছাড়ছেন স্বপন, জল্পনা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে কি পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হবে? নাকি তাঁর অনুগত কাউকে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ দিয়ে কিছুটা ভারসাম্যের পথে হাঁটবে দল? আপাতত এই প্রশ্নে মশগুল মাল শহরের বাসিন্দারা থেকে শুরু করে তৃণমূলের সাধারণ কর্মীরাও। কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে হয়নি তা বোঝা যাচ্ছে জেলা নেতৃত্বের পদক্ষেপ থেকেই। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের লাটাগুড়ির বাসভবনে মালের কাউন্সিলারদের আবার বৈঠকে ডেকেছেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। তবে সেই বৈঠকে ডাক পাননি চেয়ারম্যান।

জেলা সভানেত্রী অবশ্য বলছেন, 'কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসছি। নাগরিক পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনার বিষয়বস্তু রাজ্য নেতৃত্বকে জানাব।' তৃণমূলেরই একটি অংশ জানাচ্ছে, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে থাকেন পারেন বিধায়ক তথা দলের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় এবং মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকও।

আজ বৈঠক

- বৃহস্পতিবার লাটাগুড়িতে নিজের বাড়িতে মাল পুরসভার কাউন্সিলারদের বৈঠকে ডাকলেন মহুয়া গোপ
- স্বপন সাহা বাদে বাকি সব কাউন্সিলারকে হাজির থাকতে কড়া নির্দেশ
- বৈঠকে থাকতে পারেন জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় ও মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক
- ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে বৈঠক উত্তপ্ত হতে পারে

বুধবার সকালের প্রথম উড়ানে কলকাতা চলে যান স্বপন। দলে জল্পনা শুরু হয়, শেষ চেষ্টা করতে ঝাঁপালেন চেয়ারম্যান। তবে, সন্ধ্যায় টেলিফোনে স্বপন নিজেই বুঝিয়ে দেন, তিনি হাল ছেড়েছেন। তিনি বলেন, 'চিকিৎসার জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম, অন্য কোনও কাজে নয়। দল এবং নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন চেয়ারম্যান ঘোষণা করতে চাইলে আমি তখনই পদত্যাগ করব।'

গত ১০ জানুয়ারি লাটাগুড়িতে নিজের বাড়িতে ডাকা বৈঠকের পর তিনদিনের মধ্যে মাল পুরসভার জট কাটার আশ্বাস দিয়েছিলেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী। কিন্তু পাঁচদিন পরেও সেই জট কাটেনি। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার আবার মহুয়া বৈঠক ডেকেছেন। 'সাসপেন্ড' স্বপন বাদে দলের সব কাউন্সিলারকে সেখানে হাজির থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কাউন্সিলারদের সঙ্গে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের নাম নিয়ে আরেক দফা কথা হতে পারে। চেয়ারম্যান পদে দলের অনেকেই ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িকে এগিয়ে রাখছেন। পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে মহুয়ার নিজেরও তাতে আপত্তি নেই বলেই দলে খবর। তবে তর্জা হতে পারে ভাইস চেয়ারম্যান পদ নিয়ে।

এরপর দশের পাতায়

সরস্বতীপুজোর চাঁদা তুলছে কচিকাঁচারা। বুধবার টুনবাড়িতে। ছবি : অ্যানি মিত্র

ওষুধ অমিল, ভুগছেন রোগীরা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : সরকার থেকে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির স্যালাইন সহ ১৪টি পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমস্ত মেডিকেল কলেজে এবং হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে ওই কোম্পানির ওই ১৪টি ওষুধ সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য মেডিকেলের পাশাপাশি সেই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে জলপাইগুড়িতেও। কিন্তু তার জায়গায় রাতারাতি অন্য কোম্পানির একই ওষুধের জোগান দেওয়া কার্যত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছে। রোগীর পরিবারকে হাতে চিরকুট ধরিয়ে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে কেনার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও নেই অধিকাংশ ওষুধ।

অন্যদিকে যেহেতু এই ওষুধগুলো আগাগোড়াই সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে পেয়ে যেতেই রোগীরা সেকারণে বাইরের দোকানগুলির অধিকাংশ এই ওষুধগুলি রাখত না। ফলে এই পরিস্থিতিতে ওষুধ কিনতে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মেনে আমরা ১৪টি ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছি। চেষ্টা করছি সেই জায়গায় স্থানীয়ভাবে অন্য কোম্পানির একই ওষুধ কিনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, যে ওষুধগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে অন্য কোম্পানির সেই ওষুধ দ্রুত তাদের কাছে রাখতে। ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না, এমন অভিযোগ আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত নেই।'

স্বাস্থ্যকর্তারা যাই বলুন, বাস্তব চিত্রটা অবশ্য কিছুটা অন্য। বুধবার দুপুরে মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে এসেছেন একজন। তাঁর হাতে একটি চিরকুট। যেখানে দুটি ওষুধের নাম লেখা। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের জানলা দিয়ে প্রেসক্রিপশন ঢোকাতেই ভিতর থেকে এক কর্মী জানিয়ে দিলেন, দুটি ওষুধ তাঁদের কাছে নেই। জানা গেল, ওই ক্রেতার নাম দীনেশ বর্মন। বাড়ি ময়নাগুড়ি সাপ্টিবাড়ি এলাকায়। তাঁর মামা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে ওষুধের নাম লেখা কাগজ দিয়ে তাঁকে বলা হয়েছিল ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে কিনে আনতে। দীনেশ বলেন, 'গত তিনদিন ধরে ভর্তি রয়েছেন আমার মামা। এই ক'দিন কোনও ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয়নি। এদিন যখন মামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন আমাকে এই কাগজটা দিয়ে বলা হয় নীচে দোকান থেকে কিনতে হবে। কিন্তু এখান থেকে বলা হল ওঁদের কাছেও এই ওষুধ নেই। অগত্যা বাইরে থেকে এখন কিনতে হবে।'

এরপর দশের পাতায়

বেগরবাই করলে শাস্তি, বার্তা অভিষেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দূর করার কোনও জাদুকাঠি তৃণমূলে নেই। প্রকারান্তরে স্বীকারই করে নিলেন দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে মালদার মতো দলীয় নেতা, কর্মী খুন যে এড়ানো কঠিন, তাও যেন বুঝিয়ে দিলেন। যদিও তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যদি কেউ নিজেকে কেউকেটা ভাবেন, তাঁর জন্য তৃণমূলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা ভাবছেন মৌরসিপাট্টা গেড়ে দল চালাবেন, তাঁদের কপালে বিপদ আছে। দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন।'

> পরিবার বড় হলে মতবিরোধ হয়। দল বড় হলেও হয়। একটা বাড়িতে ৬ জন থাকলে চারজনের ঝগড়া হয়। সেখানে একটি দলে যেখানে লক্ষের ওপর পদাধিকারী, সেখানে মতভেদ, মনোমালিন্য থাকতেই পারে। এটা স্বাভাবিক।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

বেগরবাই করলে দলের যিনিই হোন, তাঁকে রেয়াত করা হবে না বলে কড়া বার্তা শোনা গেল অভিষেকের মুখে। তাঁর কথায়, 'মালদার ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূলেরই এক নেতা। বাম আমলে এমন একটি উদাহরণও নেই। কিন্তু এ রাজ্যের বর্তমান সরকার দোষীদের আড়াল করে না। তিনি যেই হোন না কেন। আরাবুল ইসলামকে তো এই সরকারই গ্রেপ্তার করেছে।'

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এখন ব্যস্ত নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার সেবাশ্রম কর্মসূচি নিয়ে। বুধবার ওই কর্মসূচি দেখতে ফলতায় গিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি পালটা প্রশ্ন তোলেন, 'কখনও দেখাতে পারবেন, উত্তরপ্রদেশে কোনও অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন কোনও বিজেপি নেতা? আমরা তদন্তের মতো তদন্ত করি। অপরাধীর কোনও জাতি, ধর্ম হয় না। আমরা ব্যবস্থা নেব, অপরাধীদের কেউ পার পাবে না।'

একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোন দলে নেই? বিজেপিতে নেই? সিপিএমে ছিল না? পরিবার বড় হলে মতবিরোধ হয়। দল বড় হলেও হয়। একটা বাড়িতে ৬ জন থাকলে চারজনের ঝগড়া হয়। সেখানে একটি দলে যেখানে লক্ষের ওপর পদাধিকারী, সেখানে মতভেদ, মনোমালিন্য থাকতেই পারে। এটা স্বাভাবিক।' মালদায় বাবলা সরকার ও কালিয়াচকে এক তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় বুধবারই প্রথম অভিষেকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের ও মান-অভিমানের যেসব কাহিনী মাঝে মাঝে উসকে ওঠে, তাতেও যেন জল ঢাললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। *এরপর দশের পাতায়*

১৪ মাস পর জ্যোতিপ্রিয় জামিনে মুক্ত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বাইরে অনুগামীদের ভিড়। ১৪ মাস পর জেল থেকে বেরোলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পরনে সবুজ জামা, মাথায় টুপি। গাড়িতে পাশে তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় বুধবারই জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র। জামিনে ২৫ হাজার টাকার দুটি সিকিউরিটি বন্ড এবং ৫০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডের শর্ত দিয়েছেন বিচারক।

র‍্যাশন দুর্নীতি ছাড়া অন্য কোনও মামলা না থাকায় এদিনই জেলমুক্তি হল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর। ইডি তাঁকে আদালতে 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর' আখ্যা দিলেও আটকে রাখতে পারল না। কলকাতার ব্যাংকশাল আদালতের বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘদিন জ্যোতিপ্রিয় জেলে রয়েছেন। এই মামলায় অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। এ কারণে তাঁকে হেপাজতে রাখার আর প্রয়োজনীয়তা নেই।

এই জামিনের নির্দেশ সম্পর্কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জামিন বিচারপ্রক্রিয়ার অঙ্গ। আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে এই দুর্নীতি যে হয়েছে, তা সবাই জানে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ছাড়া পেয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছে, সেটিং রয়েছে।' কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেন, *এরপর দশের পাতায়*

ফি বাড়িয়েছে স্কুল, ড্রপআউট বাড়ছে চা বলয়ে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : ফি বাড়িয়ে দেওয়ায় চা বাগানের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন অভিভাবকরা। তাঁদের অনেকেই বিঘাশ্রমিক। শীতের মরশুমে কাজ নেই। সবমিলিয়ে হতাশার পাশাপাশি ক্ষোভও দানা বাঁধছে ডুয়ার্সে। জলপাইগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে অবশ্য বলছেন, 'কোনও অবস্থাতেই সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ ফি ২৪০ টাকার বেশি কোনও স্কুল নিতে পারবে না। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বড়জোর সরস্বতীপুজো বাবদ সীমিত পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।' সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক সঞ্জীব বিশ্বাস বলেন, 'খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

রিয়াবাড়ি চা বাগানের এক নম্বর লাইনের বাসিন্দা জিৎবাহন মাহালি এখনও ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে পারেননি। তিনি বলেন, 'কাছেপিঠের স্কুল ভর্তি বাবদ ৪০০ টাকা নিচ্ছে। যাঁদের বাড়িতে দু'-তিনজন সন্তান রয়েছে তাঁরা অথই জলে পড়েছেন।' ওই বাগানেরই চার নম্বর লাইনের সুমিত্রা ওরাওঁয়ের অবস্থা ঠিক এরকমই। সুমিত্রা বলেন, 'আমার তিন সন্তান। স্বামীর কাজ নেই। আমি বাগানের বিঘাশ্রমিক। এখন রোজগার বন্ধ। অতিকষ্টে একজনকে স্থানীয় স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করালেও বাকি দুজনকে স্কুলে দিতে পারিনি। নবম শ্রেণিতে উঠে যাওয়ায় ওদের বানারহাটের স্কুলে ভর্তি করানো ছাড়া উপায় নেই। সেখানে আবার ফি ৭০০-৭৫০ টাকা। এক সন্তানকে টাকার অভাবে গত বছরও ভর্তি করাতে পারিনি।'

স্কুলগুলি বেশি টাকা দাবি করায় ডুয়ার্সে এখন স্কুলছুটের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। চ্যাংমারি চা বাগানের মহাবীর লাইনের রুমা ভগৎ জানালেন, তাঁর দুই সন্তান। বড় মেয়ে মাধ্যমিক দেবে। তার টিউশন, কম্পিউটার শেখা বাবদ মাসে ৮০০ টাকা করে লাগে। তাই আরেক সন্তানকে এখনও নতুন ক্লাসে ভর্তি করাতে পারেননি। তাঁর কথায়, 'স্কুলে ভর্তি করাতে ৫০০ টাকা করে লাগছে। খাব নাকি পড়াব?'

চা বাগানে শিক্ষা নিয়ে কাজ করা ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'এর ফলে চা বাগান এলাকায় স্কুলছুটের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। অনেক অভিভাবকই আমাদের কাছে এসে সমস্যার কথা বলছেন।' পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, 'সরস্বতীপুজোর চাঁদা বাদ দিয়ে যারা ২৪০ টাকার বেশি নিচ্ছে তারা দ্রুত বাড়তি টাকা অভিভাবকদের ফিরিয়ে দিক। বেশি ফি নিতে সরকার কখনোই কাউকে বলেনি। আমরাও সংগঠনগতভাবে বিষয়টি দেখছি।'

স্কুলের আনন্দ ফিকে হচ্ছে চা বলয়ের অনেক পড়ুয়ার।

স্কুলগুলিও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরছে। যেমন নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিআইসি মনোহর সুরি বলেন, 'কম্পোজিট গ্র্যান্ট বাবদ এবছর মাত্র ২৫ শতাংশ টাকা পাওয়া গিয়েছে। যারা প্রকৃতই দুঃস্থ পরিবারের তাদের কাছ থেকে ভর্তি বাবদ কোনও টাকাপয়সা নেওয়া হচ্ছে না। অর্ধেক টাকাতে ভর্তি হচ্ছে এমন পড়ুয়াও বহু।' বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'সরস্বতীপুজো, জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া, আইডেন্টিটি কার্ড বানানোর জন্য সরকার নির্ধারিত ফি'র বাইরে বাড়তি কিছু নিতেই হয়। এটা বাস্তব চিত্র।' বানারহাটের বক্সা পরিমল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দ্রশেখর প্রসাদ বলেন, '২৪০ টাকার বেশি নেওয়ার কোনও নিয়ম নেই। তবুও স্কুল চালাতে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি নিতে হয়।'

স্কুলগুলি একসুরেই জানাচ্ছে, শিক্ষক ঘাটতি থাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা অতিথি শিক্ষক, নৈশপ্রহরী, সাফাইকর্মীদের বেতন দিতে বাড়তি ফি না নেওয়া ছাড়া তহবিল জোগাড়ের অন্য কোনও সংস্থান তাঁদের কাছে নেই। কম্পোজিট গ্র্যান্টের সিংহভাগ না মেলা সমস্যা আরও বাড়িয়েছে।

শীতের মরশুমে এখন চারদিকে কুয়াশা। আর সেই কুয়াশার আড়ালেই চলছে অপরাধ। কখনও পাচার হচ্ছে গোরু, কখনও জাল টাকা। প্রশাসনের তৎপরতায় দুষ্কৃতীরা ছাড় না পেলেও থামছে না চোরাচালান। উত্তরবঙ্গে হওয়া দুটি ঘটনা নিয়ে জোড়া প্রতিবেদন।

ধৃত ২ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

হলদিবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি : দুই বাংলাদেশি গোরু পাচারকারীকে বুধবার গ্রেপ্তার করল হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। এদিন সকালে নদীর ধারে দুজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পুলিশে খবর দেন তাঁরা। তারপর পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তিস্তা নদীর ৪ নম্বর স্পার এলাকা থেকে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর,

ধৃত দুই বাংলাদেশি পাচারকারী।

ধৃতরা হল মোহাম্মদ রিপন ইসলাম ও মহম্মদ তফিরুল ইসলাম। উভয়ের বাড়ি বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার কালীগঞ্জে। ওই অনুপ্রবেশকারীদের কাছে কোনও বৈধ নথি না থাকলেও দশ হাজার বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ধৃত সেই দুজনই গোরু পাচারকারী। যদিও পুলিশ এব্যাপারে কিছু বলছে না।

হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই বলেন, 'ধৃতদের বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তবে তারা কেন অনুপ্রবেশ করেছিল, সেবিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।'

বেলতলির বাসিন্দারা জানান, তিস্তার নদীপথ বাংলাদেশে গোরু পাচারের করিডরে পরিণত হয়েছে। বর্ষায় তিস্তা নদীর জলস্তর বাড়তেই থার্মোকল বা কলার ভেলায় করে, কখনও নৌকায় করে রাতের অন্ধকারে এপার থেকে গোরু ওপারে পাঠানো হয়। আবার শীতে ঘন কুয়াশার আড়ালে তিস্তা নদীর বালুচর হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে বাংলাদেশি পাচারকারীরা। তারপর ভারতীয় পাচারকারীদের আগে থেকে মজুত করা গোরু নিয়ে ফিরে যায় তারা। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, জয়ী সেতুর একটা অংশের পথবাতি প্রায় সবসময় খারাপ থাকে। সারাই করা হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই আবার খারাপ হয়ে যায়। সেই অন্ধকারের সুযোগ নেয় পাচারকারীরা। তবে পুলিশের দাবি, জয়ী সেতু সহ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের টহলদারি চালানো হয়। তেমনি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর তরফে নৌকা সহযোগে নদীপথেও নজরদারি চলে।

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের মাঝবরাবর তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এইখানে নদীটি উন্মুক্ত হওয়ায় এই নদীর প্রবাহ ধরে পুলিশ ও বিএসএফের নজর এড়িয়ে চলে চোরাচালানের মতো ঘটনা। তারা তৎপর থাকলেও পাচার রুখতে স্থানীয়দের সহযোগিতা কাম্য বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পাচারকারীদের থেকে বাজেয়াপ্ত ৫০০ ও ২০০ টাকার নোট।

কুয়াশার সুযোগে অবাধে পাচার

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৫ জানুয়ারি : কুয়াশা ও শীতের সুযোগে কাঁটাতারের ওপার থেকে এপারে ছোড়া হচ্ছে প্যাকেট। গুগল লোকেশন দেখে আগেই হাজির থাকছে এপারের পাচারকারীরা। প্যাকেট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষেই সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছে সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামে। পরে সেই প্যাকেটবন্দি জাল নোট ছড়িয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে। বৈষ্ণবনগরে ৫০০ ও ২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধারে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে গোয়েন্দারা।

কিন্তু এত জাল নোট আসছে কীভাবে? গোয়েন্দাদের উত্তর, মাথা আছে সীমান্তের ওপারে। এপার-ওপারের দুষ্কৃতীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চোরাকারবার করছে। বিএসএফ জওয়ানরাও বিপদের মুখে পড়ছে।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ওপার বাংলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোনাকসা বাজার এলাকার বাসিন্দা ফারুক শেখ মূল জাল নোটের কারবারি। ফারুকের ডান হাত বাংলাদেশের রফিকুল শেখ। সেও মোনাকসার বাসিন্দা। এছাড়াও শিবপুরের আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে, যারা সরাসরি জাল নোট পাচারে যুক্ত। তারা ওই পাড়ে বসে জাল নোট ছাপিয়ে এপারে পাচার করছে। ফারুক রফিকুলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও বেশ কিছু এপারের জাল টাকা পাচার কারবারি। যদিও তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম জানাতে চাননি আধিকারিকরা।

কিন্তু কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে চোরাকারবারিরা? স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, চোরাকারবারিরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো কলে নিয়মিত কথা বলে। এরপরে তারা নিজেদের মধ্যে গুগল লোকেশন শেয়ার করে। লোকেশন অনুযায়ী, একে অপরের দিকে এগিয়ে এসে রাতের অন্ধকার এবং কুয়াশার সুযোগে ওপার থেকে এপারে জাল টাকা ছুড়ে দিচ্ছে। এপারের চোরাকারবারিরা তা তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মূলত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বাখরাবাদ ও পারদেওনাপুর,শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপছাড়া গ্রাম, হঠাৎপাড়ার কিছু জাল নোট কারবারি সরাসরি জাল নোট পাচারে যুক্ত বলে সূত্রের দাবি।

প্রত্যেক জাল নোট উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের যোগ খুঁজে পেয়েছে পুলিশ।

আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে স্কুলছুট কিশোরী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : মা অসুস্থ। বাবা খোঁজই রাখেন না। আর্থিক অনটনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় লেখাপড়া। পেটের দায়ে কাজেও যোগ দিতে হয় বানারহাটের এক কিশোরীকে। গত নভেম্বরের ১৬ তারিখে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাসকে নিজের করুণ অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে এবার মিশন বাৎসল্যের আওতায় এসেছে। ফের ভর্তি হয়েছে স্কুলে। ২০২৬ সালে সে মাধ্যমিক দেবে। দেবপাড়া চা বাগান এলাকায় ওই কিশোরীর বাস। ইতিমধ্যেই তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪ হাজার টাকা ঢুকেছে। সে এখন ফের স্কুলে। বানারহাটে নিজের পুরোনো স্কুলেই দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তার চোখে কান্নার জল মুছে দেখা দিয়েছে খুশির ঝিলিক। মেয়েটি বলল, 'এই টাকায় আমার পাশাপাশি আমার বোনেরও পড়াশোনার খরচ উঠবে। আমি তুলিকা ম্যাডাম ও সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।'

আর্থিক কারণে ওই কিশোরী স্কুলে পড়া ছেড়ে দেয়। এবছর মাধ্যমিকের টেস্টেও বসেনি। প্রথম মাসে যে ৪ হাজার টাকা পেয়েছে তা দিয়ে সে নিজের পুরোনো স্কুলেই দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি বইও কিনেছে। তার স্কুলে যাতায়াত ও টিফিন খরচের

> শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব নেওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের যে সমস্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে সেগুলি বঞ্চিত শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় আমরা কেউই খামতি রাখতে চাই না। বানারহাটের মেয়েটি আবার স্কুলে যাচ্ছে এই খবরে আমাদের সকলেরই খুশি হওয়া উচিত।
>
> **-তুলিকা দাস** *চেয়ারপার্সন, রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন*

টাকা জোগাড়ে কোনও সমস্যা রইল না। তুলিকার বক্তব্য, 'শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব নেওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের যে সমস্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে সেগুলি বঞ্চিত শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় আমরা কেউই খামতি রাখতে চাই না। বানারহাটের মেয়েটি আবার স্কুলে যাচ্ছে এই খবরে আমাদের সকলেরই খুশি হওয়া উচিত।'

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, মিশন বাৎসল্যের আওতায় জলপাইগুড়ির ১৫৫ জন শিশু রয়েছে। জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র জানালেন, ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ওই শিশুদের প্রত্যেককে মাসে ৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সুদীপের কথায়, 'আমরা চাই বানারহাটের ওই মেয়েটিও পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। ১৬ নভেম্বর শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনের সঙ্গে ছিলেন চা বাগানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসু। শুক্রবার তিনি বলেন, 'মেয়েটির পাশে যেভাবে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন ও সরকার দাঁড়িয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে বাগান এলাকায় এরকম আরও অনেক শিশু রয়েছে যারা আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনা করতে পারছে না। ওদের আধার কার্ড না থাকায় সরকারি সহযোগিতার প্রকল্পেও আনা যাচ্ছে না। আধার কার্ডের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।'

কমিশনের চেয়ারপার্সন আধার কার্ডের সমস্যা কীভাবে দূর করা যায় তা নিয়েও পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। ওই কিশোরী স্কুলে ফেরায় দেবপাড়া চা বাগান এলাকায় এখন আনন্দের পরিবেশ।

ব্যবসা বাণিজ্য

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ - 94337 66101. (K)

হারানো প্রাপ্তি

ইং ৫ই জানুয়ারি ২০২৫ শিলিগুড়ি কোর্ট এলাকা থেকে আমার নামে নথিভুক্ত দুইটি দলিল যাহার নং - I-2899 dt. 16.09.2013 & I-3545 dt. 23.12.2013 হারিয়ে যায়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পান তাহা হইলে এই ফোন নম্বরে 94755-91269 যোগাযোগ করিবেন। (C/114477)

অ্যাফিডেভিট

আমি Shashidebi Dungarwal জন্ম তারিখ 06/03/1969, স্বামী Binod Dungarwal, মালবাজার রোড, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Dungarwala Shashidebi নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 846 তারিখ 13.1.25 Shashidebi Dungarwal, Dungarwala Shashidebi এবং Sashi Dungarwal একই ব্যক্তি। (S/C)

কর্মখালি

Vacancy Lab Chemist (B.Sc) & ISO coordinator for biscuit industry Ambari, Siliguri. Ph : 7384861950.

●

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 9832268306. (C/114345)

●

Wanted a pass Graduate Asst. Teacher in Bio-Science with B.Ed, reserved for Schedule Tribe in Short Term Vacancy (Maternity Leave) upto 17/05/2025. Apply to the Secretary, Kamakhyaguri High School, P.O- Kamakhyaguri, Dist- Alipurduar, 736202 with two sets of Self Attested Photo copies of all testimonials & a biodata within 10 days from the date of advertisement. (P/S)

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NIeQ No.-23-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for Supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Start date of submission of bid : 16.01.2025 from 12.00 noon.

Last date of submission of bid : 22.01.2025 up to 3.30 p.m.

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

e-TENDER

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIQ No-12/APD/WBSRDA/FUR/2024-25, Date- 14/01/2025. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer
& Head of PIU
WBSRDA Alipurduar Division

Tender Notice

Prodhan Akcha Gram Panchayat are invited e-Tender vide memo no-10/AGP & 11/AGP (1st Call), date-15.01.2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in and office notice board. The last date of submission of online bid 24.01.2025 up to13:00 Hrs.

Sd/
Prodhan
Akcha Gram Panchayat

OFFICE OF THE ADDITIONAL LABOUR COMMISSIONER
NORTH BENGAL ZONE
Shramik Bhaban, Dagapur Complex, P.O. & P.S.
Pradhannagar, Siliguri, Dist.- Darjeeling, PIN- 734003

e-Tender Notice

The undersigned is directed to invite e-Tender for engagement of housekeeping and security personnel agency for supply of Manpower for housekeeping and security personnel services at Shramik Bhaban, Dagapur Complex, P.O. & P.S. Pradhannagar, Siliguri, PIN- 734003, Dist. Darjeeling for a period of 01 (one) year vide e-Tender No. WB/Addl.LC/SLG/NIT-01/2024-25 dated : 07.01.2025. Intending bidders may access detailed information and respond through the e-Procurement portal of Government of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in** on or from 16.01.2025 at 3:00 P.M. to 31.01.2025 at 6:50 P.M.

Sd/-
Additional Labour Commissioner
North Bengal Zone, Siliguri

Tender Notice

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 13/e-Chl-l/B/2024-25 Dated- 15.01.2025 Memo No. 117/Chl-l/B/2024-25 Dated- 15.01.2025 for various types of civil/ Electrical works/Item procurement. The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO
Chanchal-l Development Block

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.- 19 (2024-25) Memo No- 32/PS, Dated-14.01.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 22.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of west Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
E.O
Blg. P.S

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- কোচবিহার, থানা- কোতয়ালি, জে.এল নং ১৩০, মৌজা- শহর কোচবিহার, মধ্যে এল আর ১৯৪১৪ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৯৫০০ দাগের মধ্যে ০.০১৭ একর ভূমি যাহা শচীন্দ্র কুমার সরকার নামে রেকর্ডভুক্ত আছে তাহা আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা সাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি উক্ত জমি বিক্রয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি বা অভিযোগ বা দাবি থাকে তাহলে অদ্য হইতে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল ও ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

বিপ্লব রায় (আইনজীবী, কোচবিহার)
Ph: 9832096112
খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার

অ্যালেনের স্কলারশিপ

নিউজ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : দেশজুড়ে অ্যালেন স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট (এএসএটি) আয়োজিত হবে ১৯ জানুয়ারি। দেশের সেরা প্রতিভাদের তুলে ধরতে এই পরীক্ষার আয়োজন করছে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট। এএসএটিতে সফল শিক্ষার্থীরা অ্যালেনের কোর্সে ভর্তি ফি-এর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বৃত্তি পেতে পারবেন। পাশাপাশি ২০২৫ সালের একাধিক ব্যাচে ২০ জানুয়ারির মধ্যে যাঁরা ভর্তি হবেন তাঁরা ফিজে বিশেষ ছাড় পাবেন। বৃত্তি ও ভর্তি ফিজে ছাড়, দুটি সুবিধাই একত্রে মিলবে। জেইই অ্যাডভান্সডের প্রস্তুতির জন্য অ্যালেনের এনথুস ব্যাচ ও নিট প্রস্তুতির জন্য এনথুস অ্যাডভান্স ব্যাচ দুটো শুরু হচ্ছে যথাক্রমে ২০ জানুয়ারি ও ৩ ফেব্রুয়ারি।

২০২৪ সালে জেইই, নিট ও অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় অ্যালেনের পড়ুয়ারা ভালো ফল করেছেন। এএসএটি'র মাধ্যমে, প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মূল্যায়ন করে সফল জীবনের দিকে পা বাড়াতে পারবেন।

আজ টিভিতে

পরিবারের সকলকে নিয়ে হই-হুল্লোড়ের মাঝে কি জোনাকির জন্য অপেক্ষা করছে চরম বিপদ? **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বদলা, দুপুর ১.০০ হীরক জয়ন্তী, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.৩০ ইডিয়ট, ১.০০ দ্বিরাগমন
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ কমলার বনবাস, বিকেল ৩.০০ মেমসাহেব, ৫.৩০ মায়া মমতা, রাত ৯.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, ১২.০০ সাঁঝবাতি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.১০ সংঘর্ষ, রাত ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারমূর্তি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৪ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৫ সিটি মার, ৫.৩৭ নাইট কারফিউ, সন্ধে ৭.৫৫ বেদা, রাত ১০.৩৮ তিস মার খান
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, বিকেল ৩.৪৫ মুবারকা, সন্ধে ৬.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ৯.৩০ নয়া নটওরলাল
মুভিজ নাও : দুপুর ১.৫৫ আইস এজ-কলিশন কোর্স, সন্ধে ৬.৪০ গোল্ডেন আই, রাত ৮.৪৫ রকি-ফোর, ১০.১৫ আইস এজ-টু, ১১.০০ আনসেন

চারমূর্তি দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

লভ ম্যারেজ বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

আনসেন রাত ১১.৪০
মুভিজ নাও

স্পাই ইন দ্য ওয়াইল্ড রাত ৯.০০
সোনি **বিবিসি আর্থ এইচডি**

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে- **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Tender Notice

Prodhan Akcha Gram Panchayat are invited Tender vide memo no-12/AGP to 48/AGP, date-15.01.2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from AKCHA G.P Office. Sale of Tender Form:- 15.01.2025 to 22.01.2025, Last Date of Dropping:- 24.01.2025, Date of Opening:-27.01.2025

Sd/
Prodhan
Akcha Gram Panchayat

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের উদ্দেশে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে যে, আয়ুষ মন্ত্রণালয় ভারত সরকার কোনওপ্রকার মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ / হেম্পবৈদ্য / মাদক জাতীয় দ্রব্যের চিকিৎসক বিশেষীকরণের অনুমোদন করে না এবং মাদক জাতীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ যেগুলি আইনগত প্রবিধানের দ্বারা শংসা প্রাপ্তি করে না সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে না। আয়ুষ মন্ত্রণালয় এই ধরনের ভুল তথ্যগুলিকে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে স্পষ্টীকরণ বার্তা প্রেরণ করছে এবং জনসাধারণের কাছে সঠিক তথ্যটি প্রদান করছে।

২. সেইহেতু আয়ুষ মন্ত্রণালয় জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :-

১. **আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেমে কোনও মাদকজাতীয় দ্রব্যের প্রতি বিশেষজ্ঞ নেই :** আয়ুষ সিস্টেমের স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ যেমন : মাদক দ্রব্য বিশেষজ্ঞ / হেম্পবৈদ্য / মাদক দ্রব্যের চিকিৎসক নেই।
২. **জনসাধারণের প্রতি সতর্কীকরণ :** জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে আয়ুষ সিস্টেমের স্বাস্থ্য পরিষেবার নাম করে তার অন্তর্ভুক্ত কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন তবে তাদের থেকে নির্দেশিকা অথবা চিকিৎসা করানো থেকে বিরত থাকুন।
৩. **আইনি বিবেচনা :** এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মাদক জাতীয় দ্রব্যের চাষাবাদ, অধিকার এবং বিক্রয় সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত ভারতের আইনব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৪. **সঠিক তথ্য অনুধাবন করুন :** আয়ুষের সমস্ত অনুশীলন, চিকিৎসা এবং থেরাপিগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য নিবন্ধিত আয়ুষ অনুশীলনকারী এবং স্বীকৃত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।
৫. **ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করুন :** যদি কোনও নাগরিক বিভ্রান্তিকর তথ্য অথবা আয়ুষ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত মাদক জাতীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে যেকোনও চর্চার শিকার হয়ে থাকেন তবে সেই নির্দিষ্ট রাজ্যের অনুজ্ঞাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং / অথবা আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের ayush.medicine@gov.in-এ পরবর্তী তদন্ত এবং পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে অভিযোগ দায়ের করুন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের ক্রিয়াকলাপের স্পষ্টতাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং আয়ুষ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত অনুশীলন এবং বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে জনসাধারণ যাতে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি করে।

আয়ুষ মন্ত্রণালয়

CBC/17201/11/0019/2425

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কেরিয়ারের দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাতে সাফল্যও পাবেন। পড়ুয়াদের বিদ্যায় বাধা কাটবে। বৃষ : কাউকে কোনও কাজে সাহায্য করে প্রশংসিত হবেন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় কাটবে। মিথুন : আত্মবিশ্বাসের জোরে আজ কোনও নতুন কাজে হাত দিয়ে সফল হবেন। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় মীমাংসা হতে পারে। কর্কট : বাড়তি কোনও আয়ের সুযোগ পেলে সবদিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। পারিবারিক ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য মিলবে। সিংহ : স্ত্রীর সহযোগিতায় কোনও কাজে জটিলতা কেটে যাবে। আজ বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দের পরিবেশ। কন্যা : উচ্চশিক্ষায় সাময়িক বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। নতুন কোনও ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ না করাই ভালো হবে। তুলা : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। পুরোনো সম্পত্তি কেনার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। বৃশ্চিক : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের আশানুরূপ লাভের সম্ভাবনা আছে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় বিশেষ সুফল পেতে পারেন। ধনু : কোনও বহুজাতিক কোম্পানি থেকে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। মকর : অংশীদারি সম্পত্তিতে শরিকের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হবে। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশির কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কুম্ভ : কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হলেও আলোচনার মাধ্যমে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। মীন : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ পৌষ, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫, ২ মাঘ, সংবৎ ৩ মাঘ বদি, ১৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। বৃহস্পতিবার, তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।৩৩। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ১২।১৩। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ২।২১। বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৩ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১২।১৩ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।২৮ গতে ৫।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৭ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।১৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১২। ১৩ গতে ২।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কৃষ্ণের আধিপত্য খোয়া গেল

সুভাষচন্দ্র বসু ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : রানিনগর শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের এসসি-এসটি-ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের আধিপত্য কার্যত মুছে দিল দলীয় নেতৃত্ব। এখন থেকে আইএনটিটিইউসি স্বীকৃত তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ঝান্ডার তলাতেই শ্রমিকদের থাকতে হবে, একথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য নেতৃত্ব। কৃষ্ণ দাসের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন শিল্প ইউনিটের নেতা-কর্মীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে যোগদান করানো হয় এদিন। পাশাপাশি রানিনগর শিল্পাঞ্চলে কৃষ্ণের অনুগামীদের দখলে থাকা আইএনটিটিইউসি'র শিল্পাঞ্চল ইউনিট অফিস নিজেদের দখলে নিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

বুধবার কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে রানিনগর শিল্পাঞ্চলে ইউনিয়নের সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব থেকে আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পাঞ্চল ইউনিট অফিসে দলের এবং আইএনটিটিইউসি'র পতাকা উত্তোলন করেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ও তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। সভামঞ্চ থেকে কৃষ্ণ দাসের নাম না করে তাঁকে তুলোধোনা করেন জেলা ও শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে কৃষ্ণের দখলে থাকা অফিস নিজেদের দখলে নিল আইএনটিটিইউসি।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আইএনটিটিইউসি'র ঝান্ডা আছে বলেই আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে। যেদিন ঝান্ডা থাকবে না সেদিন কোনও গুরুত্ব থাকবে না। তাছাড়া রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন না থাকলে সেই ইউনিয়নের কোনও দাম নেই। সাদা কাগজে লিখে শিল্পকারখানায় যা খুশি তাই করা হত বলেও শুনেছি। আগে যাঁরা ইউনিয়নের নাম করে কাজ করতেন তাঁদের রেজিস্ট্রেশন ছিল না। তাই এখনকার রেজিস্টার্ড ইউনিয়নকে সামনে রেখেই সকলকে চলতে হবে।' এনিয়ে একাধিকবার কৃষ্ণকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বুধবার রানিনগরে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শিল্পকারখানাগুলির শ্রমিক, কর্মচারী ও নেতারা, যাঁরা এতদিন কৃষ্ণের নেতৃত্বে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে ছিলেন। কোকা-কোলার পুরোনো কর্মী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ষষ্ঠী দে, সভাপতি নিতাই বর্মন, কাঞ্চনকন্যা শিল্প ইউনিটের সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা রায়, সভাপতি মেহবুব আলম থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান অয়েল ওয়ার্কার্স ইউনিটের সভাপতি অমূল্য রায়, ইন্ডিয়ান অয়েল ড্রাইভার ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক সমীরণ ঘোষরা ইতিমধ্যেই তৃণমূলের স্বীকৃত সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। এদিন তাঁরা সমাবেশে হাজির ছিলেন। দলবদলু নেতাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন তাঁরা কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে সংগঠন করে এসেছেন। কিন্তু শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। বারবার জানানোর পরেও তাঁদের পিএফ, ইএসআই চালু হয়নি। বেতনের চুক্তি সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ শেষ হওয়ার পরে হয়নি নতুন চুক্তি। নেতারা বলেন, যখন আমরা জানতে পেরেছি কৃষ্ণ দাসের শ্রমিক সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শ্রম দপ্তরের মান্যতা কিছুই নেই, বালুর ঢিপিতে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন করছি, তখনই সিদ্ধান্ত নিই। এরপর আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে'র নেতৃত্বে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে যোগদান করেছি। ইন্ডিয়ান অয়েল ড্রাইভার ইউনিটে সভাপতি রামকুমার রায় বলেন, 'ড্রাইভারদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিনিয়ারদের গুরুত্ব না দিয়ে জুনিয়ারদের উন্নীত করা হয়েছে। এই অবিচারের জন্য নেতৃত্ব বদল করতে বাধ্য হয়েছি।' তৃণমূল জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'শিল্পাঞ্চলে কোনও ব্যক্তি রাজনীতি চলবে না। আইএনটিটিইউসি-কেই প্রতিষ্ঠিত করে এগোতে হবে।'

> আইএনটিটিইউসি'র ঝান্ডা আছে বলেই আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে। যেদিন ঝান্ডা থাকবে না সেদিন কোনও গুরুত্ব থাকবে না। আগে যাঁরা ইউনিয়নের নাম করে কাজ করতেন তাঁদের রেজিস্ট্রেশন ছিল না। তাই এখনকার রেজিস্টার্ড ইউনিয়নকে সামনে রেখেই সকলকে চলতে হবে।
>
> **ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

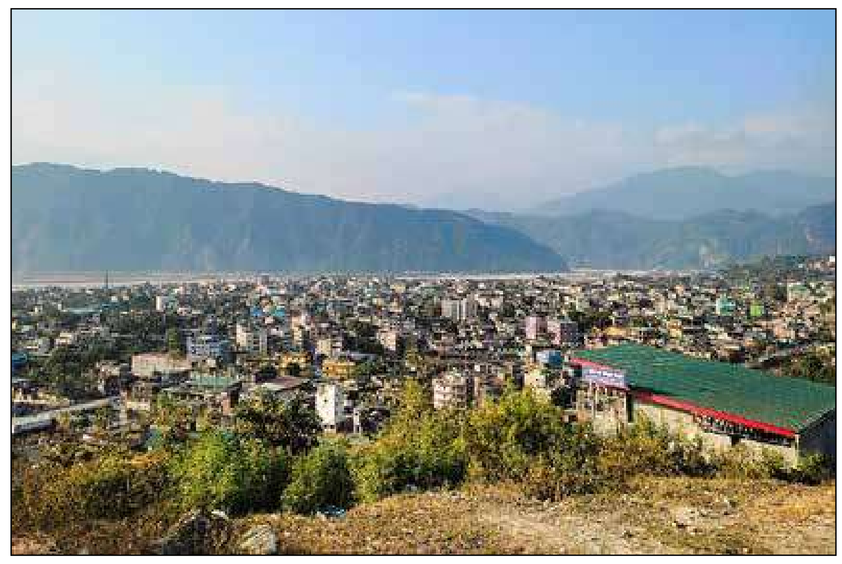

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পাখির চোখ।। জয়গাঁ ভিউপয়েন্ট থেকে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুকান্ত রায়।

বাড়িতে আগুন

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়ার বাসিন্দা সুনন্দা রায়ের বাড়িতে আগুন লাগে বুধবার দুপুরে। আগুনে সর্বস্ব খুইয়েছে সুনন্দার পরিবার। যাবতীয় নথি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকল, পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন।

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নম্বর : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর : এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৪ ২৫_২৪_৩টি। কাজের নামঃ** নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজঃ (ক) জামালপুর ডিজেল শেডে ইলেক্ট্রিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার জন্য ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণ, (খ) মালদা রেলওয়ে হসপিটালে মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট, ইমারজেন্সি ব্লক ও ওপিডি-এর ব্যবস্থা ও মানোন্নয়ন, (গ) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য টিকিট ও ইনকোয়ারি কাউন্টার, পার্কিং-এর স্থান, ট্যাকটাইল গাইডেড ব্লক, হ্যান্ড রেল-এর ব্যবস্থা, (ঘ) মালদা টাউন-এ বিভিন্ন ইউনিটের ৫টি অফিস, মালখানা ও সেন্ট্রাল কোট ব্যারাক সহ ৪০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ কোট ব্যারাক নির্মাণ, (ঙ) মালদা টাউন-এ ৬টি টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (চ) ভাগলপুর-টিকানী রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে রেলওয়ে কিমি. ৪-এ বিজি লাইন বরাবর ৪/৩ ও ৪/৪ এবং ওএইচই পোস্ট ৪/৭ থেকে ৪/৮-এর মাঝে এনএইচ-৮০-এর উপর প্রস্তাবিত রোড ওভারব্রিজ-এর জন্য ৬-কোয়াড কেবল ও ২৪ ফাইবার কেবল-এর বাইপাস। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬০,২২,৩০৮.৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য :** ১,২০,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ১৭.০১.২০২৫ থেকে ৩১.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ** ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-195/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

নিরাপত্তার সাইনবোর্ড নেই, বিক্ষোভে বাসিন্দারা

অর্ধসমাপ্ত কালভার্টে পড়ে মৃত্যু

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৫ জানুয়ারি : অর্ধসমাপ্ত কালভার্টে পড়ে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। বুধবার সকালে ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব দোলাইগাঁও এলাকার বাসিন্দারা কালভার্টের সামনে বাইক নিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন এক ব্যক্তিকে। তারপর খবর দেওয়া হয় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশকে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কেশব রায় (৩৭) নামে এক ব্যক্তি কাজ করে ফেরার পথে বাইক নিয়ে কালভার্টের সামনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শীতের রাত হওয়ায় এলাকায় তেমন লোকজন ছিল না। স্থানীয়দের অনুমান, সম্ভবত সারারাত জখম অবস্থায় থাকার ফলে তিনি মারা যান।

কালভার্টের সামনে সেরকম কোনও নিরাপত্তা বিষয়ক পোস্টার বা সাইনবোর্ড না থাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়েছে বাইক আরোহীকে। এমনই অনুমান স্থানীয় বাসিন্দাদের। বুধবার কেশবের মৃতদেহ ঘিরে বিক্ষোভে শামিল হন এলাকাবাসীরা। এরপর ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষের আশ্বাসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

পূর্ব দোলাইগাঁও এলাকায় ঘটনাস্থলে ভিড়। বুধবার।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল সামাদ সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এমন কেন হল সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জানা গিয়েছে, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির অর্থে রাস্তায় মাঝে একটি ঝোরার ওপর গতবছরের ডিসেম্বর মাসে কালভার্টের কাজটি শুরু হয়। এখনও সেই কাজ চলছে। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মজিবুল ইসলাম বলেন, 'দুর্ঘটনা কেন ঘটল, তা তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে। এমন ঘটনা অনভিপ্রেত। কেউ যদি দোষী প্রমাণিত হয়, সে যেন ছাড় না পায়।'

বুধবার কেশবের দেহ ঘিরেই উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের অভিযোগ, কালভার্টটি যে অসমাপ্ত, তার কোনও সতর্কতামূলক পোস্টার ছিল না।

ঠিকাদার সংস্থার তরফে জানানো হয়, এমন ঘটনায় তারা ভীষণভাবে মর্মাহত। তবে সংস্থার দাবি, যেখানে কাজ চলছিল, সেই জায়গাটি বাঁশ দিয়ে ঘেরা ছিল। কিন্তু কীভাবে সেটা খুলে দেওয়া হল, তা বোঝা যাচ্ছে না।

মৃত কেশব রায়ের স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তান রয়েছে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে আকুল সমুদ্রে পড়েছেন তাঁরা।

ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ বলেন, 'তদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

বাঁদরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ

নিস্তার পেতে কার্বাইড গান

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বাড়ির কার্নিশ বা ছাদ কিংবা পাড়ায় প্রায়ই দেখা মেলে এই প্রাণীর। আপাত নিরীহ প্রাণীটি রেগে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়ে। রামায়ণের কাল থেকে সবাই এর সঙ্গে পরিচিত। সেই বাঁদরের বাঁদরামির সঙ্গে সবাই কমবেশি পরিচিত। এদের আঁচড় বা কামড়ে ভ্যাকসিন নিতে হয়। এমন বন্যপ্রাণের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে কীভাবে তাকে কবজা করা যায় তা নিয়ে অনেকেই ভাবিত। আর সেই ভাবনা থেকেই জলপাইগুড়ি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বামনপাড়ার কুন্তল ঘোষ সমস্যা সমাধানের পথ হাতড়াতে শুরু করেন। ভাবনায় খোরাক জোগায় বছর বারোর ছেলে প্রায়ণ। কারণ, সেই শিকার হয়েছিল বাঁদরের হিংস্রতার। তিনি ইন্টারনেট ঘেঁটে তৈরি করে ফেললেন কার্বাইড গান। যার সাহায্যে শুধু বাঁদর নয়, যে কোনও বন্যপ্রাণকে কোনওরকম ক্ষতি না করেই তাড়ানো সম্ভব।

কার্বাইড গান কী? কীভাবে তৈরি হল এই অস্ত্র? এ প্রসঙ্গে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত কুন্তল ঘোষ বলেন, 'ব্যবহৃত বাতিল রেইন ওয়াটার পাইপ ও রিডিউসার দিয়ে এটি বানানো হয়েছে। এরসঙ্গে দরকার কার্বাইড, গ্যাস লাইটার আর আঠা। তিন ও চার ইঞ্চি মাপের দুটি রেইন ওয়াটার পাইপকে রিডিউসার দিয়ে জুড়ে শেষ প্রান্তে ক্যাপ লাগানো হয়েছে। ক্যাপের দিকে আঠা দিয়ে গ্যাস লাইটারের উর্ধ্বাংশ পাইপের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়। নিম্নাংশ বাইরে থেকে চাপ দিয়ে লাইটারটিকে পাইপের ভিতরে জ্বালানো হয়। অন্য প্রান্তে কার্বাইড প্রবেশের ছিদ্র রাখা হয়েছে। কার্বাইড-এ সামান্য জল দিলে দহনশীল ঝাঁঝালো গ্যাস তৈরি হয়। পরবর্তীতে ওই কার্বাইড ফেলে দিয়ে উর্ধ্বমুখ করে গ্যাস লাইটারটি টানলে ওই গ্যাস শব্দ করে জ্বলতে থাকে। যা কোনওভাবেই বন্যপ্রাণের ক্ষতি করবে না।'

তাঁকে একাজে সাহায্য করতে পেরে খুশি ছেলে প্রায়ণ। সে জানায়, 'বাবার সঙ্গে এমন একটা বন্দুক তৈরি করে তার প্রথম পরীক্ষা আমিই করেছি। এটা করতে পেরে বেশ আনন্দ পেয়েছি। এটি তৈরি করতে গিয়ে মোবাইল আসক্তি অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাবা হাতে-কলমে অনেক কিছু শেখানোর পাশাপাশি পড়াশোনায় ফাঁকি অবশ্য বরদাস্ত করেননি। এসব আমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে।'

পিঠে খেতে আচমকা হাজির 'সেনাদল'

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তিতে পিঠে না খেলে চলে। তাই নিমন্ত্রণ ছাড়াই সদলবলে হাজির তারা। কারও হাতে পিঠেপুলি, কারও হাতে চালের গুঁড়োর প্যাকেট। কেউ আবার সাপ্লাই লাইনের মুখ্য ভূমিকায় বসে রয়েছে টিনের চালের উপর। কিছু খাবার এলেই পাস করে দেবে অন্য সঙ্গীকে। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর পাতকাটা কলোনিতে বাঁদরের দলের এরকম তাণ্ডব চোখে পড়ল।

তবে শুধু পিঠের উপর নজর ছিল বাঁদরদের তা নয়, ঘরের ভেতরের কলার ছড়ি কিংবা বিস্কুটের কৌটা বগলদাবা করে ছুট দেয় সৈনিকরা।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রতিটি বাড়িতেই পিঠে, পায়েস বানানো ছিল। সকালে হঠাৎ ওই এলাকায় গিয়ে কারও ঘরে ঢুকে পিঠে, চালের গুঁড়ো সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী খেতে শুরু করে। কেউ বাধা দিতে এলে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে বাঁদরের দল। এলাকার বাসিন্দা বীরেন রায় বলেন, 'পিঠে বানানোর জন্য চালের গুঁড়ো এনেছিলাম। প্যাকেট নিয়ে চলে গিয়েছে। শুধু আমার বাড়ি নয় এলাকার অন্যান্য বাড়িতেও এমনই অত্যাচার চালায় বাঁদরের দল।'

এলাকার মানুষ তাদের তাড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলেও সফল হননি। কোনও উপায় না পেয়ে বন দপ্তরের কাছে খবর দেওয়া হলে বনকর্মীরা আসার আগেই বাঁদরের দল এলাকা ছাড়ে বলে জানা গিয়েছে।

বিগত কয়েকদিন ধরে বাঁদরের দল উপদ্রব চালাচ্ছে ওই এলাকায়। তবে এত বড় সেনাবাহিনীর আচমকা হামলায় অবাক সকলেই।

এরকম আচমকা আক্রমণে অনেকেই বছরখানেক আগে করলা ব্রিজে এক বাঁদরের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা মনে করে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন।

তখনও শতাধিক বাঁদরের দল এভাবেই রাস্তা আটকে তাণ্ডব চালিয়েছিল। কিন্তু খাবারের জন্য একটি এলাকায় এত বড় বাঁদরের দল খুব একটা চোখে পড়েনি আগে।

ত্রস্ত এলাকাবাসী

- মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রতিটি বাড়িতেই পিঠে, পায়েস বানানো ছিল
- কারও ঘরে ঢুকে পিঠে, চালের গুঁড়ো সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী খেতে শুরু করে বাঁদরের দল
- বাধা দিতে এলে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে

পাহাড়পুর পাতকাটা কলোনিতে চালের উপর বাঁদরের দল।

উৎসবের প্রচার

বানারহাট, ১৫ জানুয়ারি : এবার প্রথম জলপাইগুড়ি উৎসব হতে চলেছে। ২২ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। ওই উৎসবকে সফল করতে জেলাজুড়ে প্রচারের পাশাপাশি বানারহাট চা অধ্যুষিত এলাকায় প্রচার চালাচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

বুধবার সকালে ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসন লেপচা বানারহাট তরুণ সংঘ ক্লাবের মাঠে জলপাইগুড়ি উৎসবে সাধারণ মানুষকে আমন্ত্রণ জানান। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা বলেন।

ধূপগুড়ির জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর রাস্তা সংস্কার চলছে।

নতুন করে সাজছে ডাকবাংলো

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ধূপগুড়ির জেলা পরিষদের ডাকবাংলো। ইতিমধ্যে শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে কাজ। নতুনভাবে তৈরি করা হচ্ছে পেভার্স ব্লকের রাস্তা। মূলত ধূপগুড়ির জেলা পরিষদের ডাকবাংলো বিয়ে সহ নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়াও দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বাংলোর একটি অংশের ভগ্নদশা হয়ে থাকায় ভাড়া দিতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই নতুন বোর্ড গঠনের পর জেলা পরিষদের বাংলোগুলি সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। অভিযোগ উঠছিল, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল জেলা পরিষদের ডাকবাংলো। দিনের পর দিন সংস্কারের অভাবে বেহাল দশাতে পরিণত হয়েছিল। যে কোনও অনুষ্ঠানে বাংলো ভাড়া দিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। বেহালের কারণে ভাড়া দেওয়া প্রায় বন্ধ ছিল। দীর্ঘদিন পর সংস্কারের কাজ শুরু করে জেলা পরিষদ। ইতিমধ্যে বাংলোর ভিতরে বাইরে সংস্কারের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি বাংলোতে ঢোকার রাস্তা পেভার্স ব্লকের করা হচ্ছে। শীঘ্রই কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পর ভাড়া আদায় এবং ভাড়া বৃদ্ধি করার কাজটাও সুবিধা হবে।'

> দ্রুত কাজ শেষের চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পর ভাড়া আদায় এবং ভাড়া বৃদ্ধি করার কাজটাও সুবিধা হবে।
>
> **কৃষ্ণা রায় বর্মন**
> সভাধিপতি, জেলা পরিষদ

স্থানীয় বাসিন্দা তাপস চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলো বেহাল থাকার কারণে ভাড়া চেয়েও পাইনি। বাধ্য হয়ে বেশি টাকাতে বেসরকারি হোটেল ভাড়া করে অনুষ্ঠান করতে হয়েছে। শুনলাম সংস্কার হচ্ছে তা এটা ভালো উদ্যোগ।' জেলা পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে শীঘ্রই নতুনভাবে সাজানো বাংলোকে সকলে দেখতে পাবেন।

ঝুলন্ত দেহ

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে বুধবার সকালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত মলিন রায় (৫২) কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ধাপগঞ্জ বামনপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এদিন সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০-২৫০ মিটার দূরের একটি নদীর ধারে থাকা কুল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। মৃতের ভাই বুলু জানান, তাঁর দাদা বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন। এমনকি বুলুর মেয়ের কাছ থেকেও ৫০০ টাকা নিয়েছিলেন।

বুলুর কথায়, 'কী কারণে দাদা ধার নিয়েছিল তা বলতে পারব না। তবে যাঁদের কাছ থেকে নিয়েছিল তাঁরা টাকা ফেরত দিতে চাপ দেননি। আমার মনে হয় কোনও মানসিক সমস্যা হয়েছিল। তাই এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।'

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : নস্যশেখদের ভূমিপুত্ররূপে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া, ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবিতে বুধবার জেলা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি। মোট ছয় দফা দাবির ওই স্মারকলিপি জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর কথা জানান তাঁরা। এদিন স্থানীয় রাজবাড়িপাড়া থেকে মিছিল করে জেলা শাসক দপ্তরে পৌঁছান সংগঠনের প্রায় এক হাজারেরও বেশি সমর্থক। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদল জেলা শাসক দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করে। নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান বলেন, 'আমাদের সংখ্যালঘুদের ভূমিপুত্র স্বীকৃতি দিতে হবে। পাশাপাশি উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুল তৈরি এবং ওয়াকফ সম্পত্তি বিল খারিজ করতে হবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএইচ-পার্সেল-৩৮। **অকশন শুরু (সকল লট):** ২৯.০১.২০২৫, সকাল ১১টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ২৯.০১.২০২৫, দুপুর ১.১০মিনিট। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রারম্ভিক বিরাম কালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ :** ১০.০১.২০২৫, দুপুর ১.৪০ মিনিট। **সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াঃ** অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-এর নীচে পারমিট বিড - হ্যাঁ। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; ট্রিপ/দিন** এবং **লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-এমএলডিটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৩০ মিনিট। ২; এএ/২; **১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪০ মিনিট। ৩; এএ/৩; **২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৫০ মিনিট। ৪; এএ/৪; **১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-এসসিএল-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২টা। ৫; এএ/৫; **১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.১০ মিনিট। ৬; এএ/৬; **১৯৪১৪- এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.২০ মিনিট। ৭; এএ/৭; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ৮; এএ/৮; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। ৯; এএ/৯; **১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। ১০; এএ/১০; **১৩১৬৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএমআই-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১টা। ১১; এবি/১; **১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১** (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); ২০৮ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য) ও পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১১-এর জন্য)। **রেট ইউনিট :** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য) ও প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (ক্র.নং. ১১-এর জন্য)। **লট শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১টা (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%):** ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস :** ড্রাফ্ট ক্যাটালগে নতুন (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। (SDAH-319/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পড়ুয়াদের নিয়ে ছিনিমিনি

নথিবিহীন স্কুলবাসে বাড়ছে চিন্তা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যে চলা স্কুলবাসগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এগুলির অধিকাংশের প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই। এব্যাপারে বহুদিন ধরে নজরদারি বন্ধ। অথচ দুর্ঘটনার পর কিছুদিন হইচই চলে। তারপর 'যথা পূর্বং তথা পরং'। এমনই ছবি দেখা যাচ্ছে জলপাইগুড়িতে। প্রায় ন'বছর আগে বাসের রাস্তায় চলার ফিটনেসের মেয়াদ ফুরিয়েছে। নবীকরণ হয়নি বিমাও। দীর্ঘদিন ধরে জমা পড়েনি পথকরও। অথচ দৈনিক প্রশাসনের নাকের ডগায় ছুটছে এমন বহু বিপজ্জনক বাস। এদের অধিকাংশের নিয়মিত যাত্রী স্কুল পড়ুয়া। জলপাইগুড়ি শহর থেকে ডুয়ার্সের চা বাগান, দৈনিক এমনই বহু স্কুলবাস চলছে। বিষয়টি নিয়ে নির্বিকার জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্ত্রী সোনম লেপচা থেকে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। অভিভাবকরা এনিয়ে অন্ধকারে।

খোঁজখবরে প্রকাশ, জলপাইগুড়ির রাস্তায় চলা বেশ কিছু স্কুলবাসের নম্বর প্লেট নেই। অথচ সেগুলি নিয়মিত পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে চলছে। পথে নেমে একবারও সেগুলির নথি যাচাই করে না পুলিশ বা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর। এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরাই।

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সোনম লেপচার কথায়, 'বিষয়টি তদন্ত করে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আর জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'এবিষয়ে আঞ্চলিক পরিবহণ কার্যালয়ে জানাব। একইসঙ্গে স্কুলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সচেতন করা হবে।'

জলপাইগুড়িতে বেশ কিছু বেসরকারি স্কুল রয়েছে। সেগুলির পড়ুয়াদের যাতায়াতে নিজস্ব বাস রয়েছে। স্কুলগুলি সেই বাসগুলি বাস মালিকদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে চালায়। বেশ কিছু বাস মালিক পুরোনো বাসের নথিপত্র নবীকরণ করেননি। কেউ কেউ আবার পুরোনো বাসটি হলুদ রং করে স্কুলবাস বানিয়ে ভাড়া দিয়েছেন। এগুলি আদৌ রাস্তায় চলার যোগ্য কি না তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। শহরের পাহাড়পুর ও ৭৩ মোড় দিয়ে যেসব বেসরকারি স্কুলবাস চলে তার কয়েকটির এমন সমস্যা রয়েছে। ৭৩ মোড়ের এক স্কুলবাসের ফিটনেসের মেয়াদ ফুরিয়েছে ২০১৬ সালে। একই হাল পাহাড়পুর জমিদারপাড়ারও এক স্কুলবাসের। প্রশ্ন উঠেছে, ভাড়া নিলেও তাদের সুরক্ষায় স্কুল কর্তৃপক্ষ উদাসীন কেন?

অভিভাবক সুদীপ্ত কর বলেন, 'আমার মেয়ে রোজ স্কুলবাসে যাতায়াত করে। এজন্য আলাদা টাকা দিতে হয়। কিন্তু বাসের ফিটনেস নেই, বিমা নেই তা তো জানি না। এসব স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের দেখার কথা। সত্যিই যদি এভাবে রাস্তায় বাস চলে তাহলে বিষয়টি গভীর চিন্তার।' শুধু পাহাড়পুর বা ৭৩ মোড় নয়, মালবাজার, নাগরাকাটা, বিন্নাগুড়ি, ধূপগুড়িতেও একই হাল। বিশেষত, ডুয়ার্সের বহু চা বাগানের নিজস্ব স্কুলবাস আছে। সেগুলিতে বাগান শ্রমিকদের বাচ্চারা নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করে। বাগান কর্তৃপক্ষ সেগুলি ভাড়া নিয়ে চালায়। কিন্তু তাদের নথিপত্র খতিয়ে দেখা

নিয়ম ভেঙে

- অনেক বছর আগে ফুরিয়েছে একাধিক বাসের ফিটনেসের মেয়াদ
- এত বছরেও সেগুলির বিমা নবীকরণ হয়নি
- জমা পড়েনি পথকরও

নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

বাগানের স্কুলবাসগুলি এক সময় জেলার নানা রুটে চলত। ইতিমধ্যে বেশ কিছু বাস বাতিলের তালিকাভুক্ত। সেগুলিকে হলুদ রং করে স্কুলবাস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ডুয়ার্সের এক চা বাগানের শ্রমিক রমেশ ওরাওঁ বলেন, 'আগে বাগানের বাচ্চারা ট্র্যাক্টরে স্কুলে যেত। এখন বাসে যায়। কিন্তু সেটি প্রায়ই খারাপ হয়। বাসটি আদৌ রাস্তায় চলার যোগ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা দরকার।'

পাঙ্গা নদী পেরিয়ে ... *বুধবার মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

উচ্ছেদের আশঙ্কায় তটস্থ মৌলানি

শুভদীপ শর্মা

মৌলানি, ১৫ জানুয়ারি : রাস্তা চওড়া হওয়ার খবরে রাতের ঘুম উধাও মৌলানি বাজারে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা প্রায় কয়েকশো দোকানদারের। রাস্তা চওড়ার জন্য উচ্ছেদ হতে হলে রুটিরুজি কীভাবে জুটবে, তা নিয়ে এখন চিন্তায় সেই ব্যবসায়ীরা। জেলা পরিষদের তরফে অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাস মিলেছে।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই ময়নাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই জাতীয় সড়কটি সাত মিটার চওড়া। জানা গিয়েছে, রাস্তা সম্প্রসারণ হলে দু'পাশে আরও দেড় মিটার করে মোট তিন মিটার চওড়া হবে রাস্তা। আর এতেই আশঙ্কায় ভুগছেন ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকশো ব্যবসায়ী। মৌলানি বাজারেই জাতীয় সড়কের পাশে ছোট্ট দোকান ক্ষৌরকার অনন্ত শীলের। তিনি জানান, এই দোকানের ওপর ভরসা করেই চলে সংসার। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য দোকান ভাঙতে হলে বিকল্প কী হবে তা ভেবে উঠতে পারছেন না তিনি। একই পরিস্থিতি বাজারের আরেক ব্যবসায়ী অনন্ত বৈদ্যের। তিনিও জানান, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এখানে ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। হঠাৎ দোকান ভাঙা পড়লে কী করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

মৌলানি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা দে'র সাফ বক্তব্য, 'উন্নয়নমূলক কাজ হোক। এর একেবারেই বিপক্ষে আমরা নই। তবে আমরা কীভাবে জীবনজীবিকা চালাব, সেটিও প্রশাসনের ভাবা প্রয়োজন। বাজারে জেলা পরিষদের অব্যবহৃত অনেক জায়গা রয়েছে। রাস্তা চওড়ার জন্য জায়গা ছাড়তে হলে, সেখানে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় সেই দাবি জানানো হবে।'

মৌলানি বাজারের এই ব্যবসায়ীদেরই সরতে হবে রাস্তা চওড়ার জন্য।

বিকল্প ব্যবস্থার দাবি

- জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের খবরে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা
- বর্তমানে এই জাতীয় সড়কটি সাত মিটার চওড়া
- রাস্তা সম্প্রসারণ হলে দু'পাশে আরও দেড় মিটার করে মোট তিন মিটার চওড়া হবে
- ছোট-বড় কয়েকশো ব্যবসায়ী এখন সংসার চালানোর কথা ভেবে চিন্তায় পড়েছেন

তৃণমূল কংগ্রেসের ক্রান্তি ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়ের কথায়, 'রাজ্য সরকার মানুষের পাশে সব সময় থাকে। ব্যবসায়ীদের রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য জায়গা ছাড়তে হলে বিকল্প ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হবে।'

তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'এই রাস্তা চওড়া হওয়ার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানি না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে অবশ্যই দেখব। পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে সেই বিষয়টিও দেখা হবে।'

জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের আশ্বাস, 'প্রয়োজন হলে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি অবশ্যই দেখা হবে। তবে গোটা বিষয়টি খোঁজ নিয়েই এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা সম্ভব।'

ছোট্ট তারা

লাটাগুড়ির দিব্য দেব (৮) জলপাইগুড়ি আশালতা বসু বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় সে তৃতীয় হয়েছে।

এসডিপিও'র অভিযান

ধূপগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার বিকেলে ধূপগুড়ি হাসপাতাল গেটে ফুটপাথের ওপরে বসা দোকানিদের সরিয়ে দেন এসডিপিও গেইলসন লেপচা। পাশাপাশি মোড়ের ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে রাখা সাইকেল, বাইকও সরানোর কথা বলেন তিনি। পরপর দু'দিন এলাকায় দুটি পথ দুর্ঘটনার পর পুলিশের এই পদক্ষেপ বলে জানান আধিকারিকরা। এসডিপিও'র সঙ্গে এদিন ছিলেন ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা।

তিন বছর ধরে নেই সেচের জল

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৫ জানুয়ারি : ছিল সেচখাল, হয়ে গিয়েছে রাস্তা। সেখান দিয়ে চলাচল করছে গবাদিপশু থেকে এলাকার মানুষ। বুধবার সেই ক্যানালে জল ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি। গত তিন বছর ধরে সেচের জল থেকে বঞ্চিত আট হাজারেরও বেশি কৃষক। অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটছে শিকারপুর অঞ্চলের হাঁটুরবাড়ির ওই চাষিদের।

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ফকোটিয়া মোড় থেকে ধোপেরহাট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার সেচখালটি রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে সংস্কার না হওয়ায় বালি জমে যাতায়াতের রাস্তায় পরিণত হয়েছে।

সেচখালটি চালু থাকার সময় সংলগ্ন পানাসগুড়ি, আমেরবাড়ি, হাঁটুরবাড়ি, ধোপেরহাট, প্রধানপাড়া ইত্যাদি এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সেচের জল পেতেন। এখন সেইসব অতীত বলে অভিযোগ স্থানীয় কৃষক সুমন্ত রায়, রাহুল রায়, ভাগ্য অধিকারীদের।

কৃষকরা জানালেন, গত সাতদিন ধরে আর্থমুভার দিয়ে সেচখালটি পরিষ্কারের কাজ চলছিল। কাজের দায়িত্বে মহানন্দা ইউ ক্যানাল কর্তৃপক্ষ। কৃষকদের অভিযোগ, সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার সেচখাল পরিষ্কারের কাজ হচ্ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। হাঁটুরবাড়ির কৃষকরা তাই সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ করে দেন। কৃষক রাহুল রায় বলেন, 'কাজ নিম্নমানের হওয়ায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাস পেয়ে আশ্বাস পেয়ে পরে কাজ চালু হয়।'

মহানন্দা ইউ ক্যানালের এসডিও জানান, দেড় কিলোমিটার ড্রেজিংয়ের টেন্ডার ছিল। সেখানে দুই কিলোমিটারের মতো কাজ হয়েছে। ছোট-বড় একাধিক সেচনালা রয়েছে, সবদিকটাই দেখতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, বুধবার থেকে সেচখালে জল ছাড়ার কথা ছিল।

> সেচের জলের অভাবে তাঁরা চাষবাস করতে পারছেন না। ফলে ঠিকঠাক ফসলও তুলতে পারছেন না। কৃষকদের স্বার্থে সেচখালটি সংস্কার করে সেখানে জল ছাড়ার ব্যবস্থা করা হোক।
>
> **বিকি রায়,** সদস্য শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

সেচখালে জল ছাড়া হলে সমস্যা মিটে যেত। কিন্তু সে রকমটা হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিকি রায় বলেন, 'সেচখাল বুজে যাওয়ার জন্য কৃষকরা তিন বছর ধরে সমস্যায় রয়েছেন। সেচের জলের অভাবে তাঁরা চাষবাস করতে পারছেন না। ফলে ঠিকঠাক ফসলও তুলতে পারছেন না। কৃষকদের স্বার্থে সেচখালটি সংস্কার করে সেখানে জল ছাড়ার ব্যবস্থা করা হোক।' এদিন বিকি রায়ের স্বামী জয়ন্ত রায় অবশ্য জানান, কথা থাকলেও বুধবার সেচখালে জল ছাড়া হয়নি।

টুকরো খবর

শিবির

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কুষ্ঠ রোগীদের অস্ত্রোপচার শিবির শুরু হল। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার ৩০ জন রোগীর শরীরের অঙ্গ বিকৃতি হওয়ায় তাঁদের অস্ত্রোপচার হবে বলে জানা গিয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'প্রতি বছর কুষ্ঠ রোগীদের অস্ত্রপচারের জন্য এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এবারও কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করতে এসেছেন। এছাড়াও রয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরাও।'

ধৃত সাত

বেলাকোবা, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার ছিল শিকারপুরের বটতলাতে রেগুলেটেড মার্কেটের সাপ্তাহিক হাটবার। এদিন হাটের পাশে বেআইনি মদের আসরে অভিযান চালায় বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। এএসআই জয়ন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওসি কুশাং টি লেপচা জানিয়েছেন, এদিন ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি নো পার্কিং জোনে মোটরবাইক রাখার কারণে বেশ কয়েকজনকে জরিমানা করা হয়েছে। এমন অভিযান লাগাতার চলবে।

কনভেনশন

ময়নাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির উত্তরবঙ্গ বিভাগের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ধূপগুড়িতে। ২৫ জানুয়ারি এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। উপস্থিত থাকবেন উত্তরবঙ্গের প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ বিভাগের সম্পাদক দেবজিৎ ঘোষ জানান, অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন সংগঠনের সভাপতি জনাব গোলাম কুদ্দুস। জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ রাজীব সরকার বললেন, 'অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দাবিপূরণ না হলে আন্দোলনে নামার রূপরেখা তৈরি করা হবে।' সংগঠনের তরফে কনভেনশন সফল করতে জোরদার প্রচার শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গজুড়ে।

গাছে আগুন

মেটেলি, ১৫ জানুয়ারি : সকালবেলা রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বুধবার সকালে নাগেশ্বরী চা বাগানের গোপাল লাইন এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা একটি ময়না গাছে আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। দমকলে খবর দেওয়া হলে দমকলকর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা যায়।

আসবেন মন্ত্রী

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির বাংলাদেশ সীমান্তে সংবিধান গৌরব অভিযান করতে আসছেন সামাজিক ন্যায়, খাদ্য এবং উপভোক্তা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বিএল ভার্মা। ১৮ জানুয়ারি রাজগঞ্জ ব্লকে কুকুরজান পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ডাকুয়াপাড়ায় সংবিধান গৌরব অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মন্ত্রী। সীমান্তবর্তী এলাকার তপশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে ভারতের সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করবেন মন্ত্রী বলে বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী জানান।

মঙ্গলবার রাতে হাতির হানায় নষ্ট আলুখেত। জয়ন্তী ভিলেজে।

ধানের পর হাতির টার্গেট আলু

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৫ জানুয়ারি : একবার ধান চাষ করে লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছিল। হাতির উপদ্রবে ধান চাষ করার উপায় ছিল না। সেই ক্ষতি সামাল দিতে চাষ করা হয়েছে আলুর। আলুখেতকেও রেহাই দিচ্ছে না হাতি। এবার হাতির টার্গেট আলু। দিশাহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। মাটিয়ালি ব্লকে উত্তর ধূপঝোরায় জয়ন্তী ভিলেজে এমনই পরিস্থিতি।

স্থানীয় কৃষক রফিক আলম, পলাশ মহম্মদরা লাভের আশায় প্রায় ১২ বিঘা জমিতে আলু সহ অন্যান্য সবজি চাষ করেছিলেন। মঙ্গলবার রাতে পাশের গরুমারা জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে আসে জয়ন্তী ভিলেজ এলাকায়। হাতিটি তাঁদের প্রায় এক বিঘা আলুর খেত নষ্ট করে দিয়েছে। পরে স্থানীয়দের চিৎকারে হাতিটি ওই এলাকা থেকে চলে যায়। চলে যাওয়ার আগে ক্ষতি করে দিয়ে যায় স্থানীয় কৃষকদের।

রফিক বলেন, 'লাভের জন্য আলু চাষ করেছিলাম। হাতির হানার জন্য ধান ঘরে তুলতে পারিনি। এবার তাই আলু চাষ করি। হাতি এসে সেটাকেও ছাড়ল না। আরও লোকসানের মুখে পড়লাম।'

এলাকায় হাতির হানা রুখতে বনকর্মীদের নিয়মিত টহলদারির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে'র কথায়, 'খবর পেলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় হাতি বের হলে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয় না।' এখন সেই ক্ষতি কীভাবে মেটাবেন সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে কৃষকদের।

বর্জ্য ফেলার টোটো নষ্ট

গোপাল মণ্ডল

বিন্নাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় জেলা পরিষদ থেকে দেওয়া আবর্জনা বহনের দুটি টোটো পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। গত তিন বছর হতে চলল সেই টোটোগুলিকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। বাসিন্দাদের দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ওই টোটোগুলিতে করে গ্রামের ভেতরে পড়ে থাকা আবর্জনা অন্যত্র নিয়ে ফেললে এলাকার পরিবেশ কিছুটা দূষণমুক্ত থাকবে। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের মতে, এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হলে তবেই ওই টোটোগুলিকে আবর্জনা বহন করার কাজে লাগানো যেত। তবে এখন কী কাজে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি পঞ্চায়েত। বিন্নাগুড়ির বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করার উদ্যোগ নিক প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামসুন্দর সাহা জানান, বিন্নাগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের অভাবে গ্রামীণ রাস্তা সহ রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কের ধারগুলি অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। আলাদা ব্লক হলেও বিন্নাগুড়ির প্রধান সমস্যা ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এলাকার বাসিন্দা রাজেশ সোনি বলেন, 'বিন্নাগুড়ির যত্রতত্র এই আবর্জনায় নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। তার মধ্যে জেলা পরিষদ থেকে দেওয়া টোটোগুলি কয়েক বছর পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে সেগুলি কাজে লাগানো উচিত।'

> সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য উপযুক্ত জায়গা পেলে ওই টোটোগুলি ব্যবহার করা যেত। তবু গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে এই বিষয়টি তুলে ধরে টোটোগুলি কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।
>
> **গীতা মুন্ডা ওরাওঁ,** প্রধান বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা মুন্ডা ওরাওঁ বলেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য উপযুক্ত জায়গা পেলে ওই টোটোগুলি ব্যবহার করা যেত। তবু গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে এই বিষয়টি তুলে ধরে টোটোগুলি কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

আমাদের ছোট নদী

গতি হারিয়েছে বিগুলঝোরা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১৫ জানুয়ারি : গয়েরকাটার বিগুলঝোরাকে কেন্দ্র করে গয়েরকাটায় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছিল বসতি। ঝোরার পাশে বসবাসকারীদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাত এই ঝোরা। কিন্তু স্থানীয়দের একাংশের অসচেতনতায় এবং প্রশাসনিক অবহেলায় ধীরে ধীরে বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে ঝোরাটি।

গয়েরকাটা চা বাগানের স্থায়ী প্রস্রবণ থেকে বিগুলঝোরার উৎপত্তি। মিশেছে আংরাভাসা নদীতে। বিগুলঝোরা গয়েরকাটা চা বাগানের একটি বিস্তীর্ণ অংশের শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজ, যেমন স্নান সহ বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। যে প্রয়োজন মেটায়, মানুষ ক্রমশ তাকেই ধ্বংস করে চলেছে। আশপাশের বাড়ির আবর্জনা, মল, মূত্র, চা বাগানের রাসায়নিক, বিভিন্ন স্কুলের নর্দমার নোংরা জল, সবই মিশছে ঝোরায়।

আবর্জনায় অবরুদ্ধ বিগুলঝোরা।

একদিকে ঝোরার জল নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে আবর্জনায় ঝোরার গতিপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেখানকার দূষিত জল ব্যবহারে রোগব্যাধি বাড়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। গয়েরকাটা চা বাগানের শ্রমিক প্রিয়া ইন্দোয়ার জানালেন, বিগুলঝোরার জল দিয়েই তাঁরা নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় কাজ সারতেন। স্নানও করতেন ওই জলে। কিন্তু এখন ঝোরার জল এত নোংরা হয়ে গিয়েছে যে, তা আর ব্যবহারের যোগ্য নেই বলে তাঁর আক্ষেপ।

পাশাপাশি নোংরা ঝোরার জলে কমেছে নদীয়ালি মাছের সংখ্যা। এককালে এই নদীতে মিলত পুঁটি, ঝিলা, দাড়কিনা ইত্যাদি মাছ এবং কাঁকড়া। এখন সেসব নাকি অতীত।

বিপদের কারণ

- আশপাশের বাড়ির আবর্জনা
- গবাদিপশুর মল, মূত্র
- চা বাগানের রাসায়নিক
- বিভিন্ন স্কুলের নর্দমার নোংরা জল

নদীর এহেন দশা দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংস্থা আরণ্যকের সম্পাদক কৌশিক বাড়ুই বলেন, 'বিগুলঝোরায় মাছ পাওয়া এখন একপ্রকার অসম্ভব। ঝোরার নোংরা জল এর অন্যতম প্রধান কারণ। ঝোরার হাল ফেরাতে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা উচিত প্রশাসনের। পাশাপাশি স্থানীয়দেরও আবর্জনা ফেলার বিষয়ে সচেতন হতে হবে।' সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপাল চক্রবর্তী অবশ্য আশ্বাসের বাণী শোনালেন। তাঁর কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত ঝোরার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।'

মাত্র ৫ টাকা

মাত্র ৫ টাকায় মিলছে চাউমিন, পিঠে, ঘুগনি, চানামশলা সহ লোভনীয় খাবার। হাওড়ার রাজেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এইভাবেই ১৬ রকমের পসরা সাজিয়ে চলছে মেলা।

স্থিতিশীল নন

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ তিন প্রসূতির অবস্থা এখনও স্থিতিশীল নয়। এসএসকেএম হাসপাতালের সুপার জানান, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা চলছে।

বাবা-মা'র আর্জি

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। বুধবার শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা।

নাট্য উৎসব

এবছর ১৮ থেকে ২৬ জানুয়ারি কলকাতায় চলবে জাতীয় নাট্য উৎসব। বুধবার একথা জানিয়েছেন মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু।

মেলা সারা, ফেরার পালা...

মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নানের পরের দিন সাগরদ্বীপে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

দোষীদের শাস্তি দাবি

স্যালাইন কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ অভিষেকের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ড নিয়েও তীব্র ক্ষোভ জানালেন অভিষেক। বুধবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ফলতায় 'সেবাশ্রয়' শিবিরে গিয়েছিলেন অভিষেক। সেখানে তিনি বলেন,'স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে সার্বিক তদন্ত হওয়া উচিত। দোষীদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।' স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও মুখ খোলেননি। তবে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তদন্তের কথা জানিয়েছেন। এদিন অভিষেক বলেন,'রাজ্য সরকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছেও। মানুষের প্রাণ মণিমুক্তোর মতো। কারও গাফিলতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হবে।'

> রাজ্য সরকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছেও। মানুষের প্রাণ মণিমুক্তোর মতো। কারও গাফিলতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হবে।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন অভিষেক বলেন, 'কারও গাফিলতি হলে রাজ্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আগেও ব্যবস্থা নিয়েছে। দলমত নির্বিশেষে প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। এবারও তাই হবে।' আরজি কর কাণ্ড প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন,'আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করেছিল। সেই মামলার তদন্ত করতে সিবিআইয়ের পাঁচ মাস সময় লেগেছে। কেন এত সময় লাগল, সেই প্রশ্ন সকলের করা উচিত।' এর আগেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমালোচনা করে অভিষেক বলেছিলেন, সিবিআই আগে থেকে দোষী ঠিক করে নেয়। তারপর ভাবতে শুরু করে, কীভাবে তাঁকে ফাঁসাতে হবে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্তে বিশ্বাসী। দোষ যাঁরই হোক, গাফিলতি থাকলে শাস্তি নিশ্চয়ই পাবে।

অভিষেক বলেন, 'কেউ ভবিষ্যৎ দেখতে পারে না। আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয় যে, কী ঘটতে পারে। কোনও ঘটনা ঘটার পর সরকার, প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, পুলিশ কী তদন্ত করছে, সেটাই আসল বিষয়।'

রোগীমৃত্যুতে মমতার গ্রেপ্তার চান শুভেন্দু

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার আচমকাই বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে যান শুভেন্দু। স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব চৈতালি চক্রবর্তীর কাছে প্রসূতি মৃত্যু নিয়ে তাঁর অভিযোগের কথা জানান তিনি। পরে প্রসূতি মৃত্যুকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি সহ স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব ও মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালের সুপারকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি। মৃতার দুই সন্তানের দায়িত্ব, পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও তাঁর পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবিও জানান শুভেন্দু।

অভিযুক্ত স্যালাইন প্রস্তুতকারক সংস্থার পণ্য নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পদক্ষেপে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বলে মনে করে বিজেপি। এদিন স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে দপ্তরের যুগ্ম সচিবকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, '১১ ডিসেম্বর ব্লক থেকে শুরু করে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে সব হাসপাতালে নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন মঙ্গলবার ফের আপনাকে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বার্তা পাঠাতে হল? কেন বলতে হল এই স্যালাইন ও ওষুধ ব্যবহার করবেন না, স্টোরে রাখবেন না?' আধিকারিকের পাঠানো বার্তা দেখিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে আপনারা আরজি করের মতো সব তথ্য চেপে যেতে চাইছেন।'

এরই মধ্যে এক প্রসূতি মৃত্যু ও বাকি চারজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে এদিনও জানিয়েছে রাজ্য। তার পরিপ্রেক্ষিতেই শুভেন্দু বলেন, 'আপনার পাঠানো নির্দেশ থেকে স্পষ্ট যে, গত ১০ তারিখের পরেও এই নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু রাজ্য তা চেপে যেতে চাইছে। আমরা চাই, এই সময়ে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে কোথায় কত স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে, তার তালিকা প্রকাশ করুক রাজ্য।' সিআইডি তদন্তে অনাস্থা প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের মানুষের সিআইডি তদন্তে কোনও আস্থা নেই। আরজি করের মতো তথ্য লোপাট করতেই রাজ্য সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।'

শুভেন্দুর দাবি, সংবিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে সিটের আসন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই তদন্তে সিবিআইকে যুক্ত করার জন্য দাবি জানাক রাজ্য। তদন্ত নিরপেক্ষ করতে এই মামলায় কর্মরত বিচারপতি নিয়োগের দাবিও জানান তিনি।

এদিকে, এদিনই দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত দলের প্রতিবাদ মিছিলেও অংশ নেন শুভেন্দু।

ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভার অধিবেশন

রাজ্যপালের বাজেট ভাষণ অনিশ্চিতই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিধানসভা সচিবালয়। তবে অধিবেশন শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। এবারের বাজেট অধিবেশনেও রাজ্যপালের উপস্থিতি নিশ্চিত নয়।

বিধানসভার গত অধিবেশনের শেষে অধ্যক্ষ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা না করে কার্যত তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বা সাইন এ ডাই' ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বাজেট অধিবেশন বসাতে নতুন করে রাজ্যপালের অনুমোদন নেওয়ার দরকারও পড়বে না অধ্যক্ষ্যর। পরিষদীয় আইনের এই ফাঁক গলেই গত বছরের বাজেট অধিবেশনের মতো এবারেও রাজ্যপালকে ছাড়াই পেশ হতে পারে রাজ্য বাজেট। সিদ্ধান্ত না হলেও এমন সম্ভবনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিধানসভার আধিকারিকরা।

প্রথা অনুযায়ী বিধানসভায় বছরের প্রথম অধিবেশন বসে বাজেট অধিবেশনের মাধ্যমে। সেই অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় রাজ্যপালের বাজেট ভাষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে নবান্ন-রাজভবন সম্পর্কও তলানিতে পৌঁছেছে। তার জেরেই বাজেট অধিবেশনের প্রথা ভেঙেছে। তবে গত বছর অধিবেশন চলাকালীন নবাগত বিধায়কদের শপথগ্রহণ করাতে বিধানসভায় এসেছিলেন রাজ্যপাল। রাজভবন না বিধানসভা, এই প্রশ্নে শপথ ঘিরে জটিলতা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত বিধানসভায় এসেই শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল। সেই অনুষ্ঠান ঘিরে আশঙ্কা থাকলেও শেষপর্যন্ত সংঘাত এড়াতে পেরেছিল দু-পক্ষই। সেক্ষেত্রে রাজ্যের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালের উপস্থিতির সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

১ ফেব্রুয়ারি শুরু কেন্দ্রের বাজেট অধিবেশন। সাধারণত কেন্দ্রের বাজেট পেশের পরেই রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ হয়। বিধানসভার সচিবালয়ের মতে, কেন্দ্রীয় বাজেটের দিনক্ষণ ধরেই রাজ্যে বাজেট পেশের নির্ঘণ্ট তৈরি হবে।

'বয়কটে বিশ্বাসী নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'

নাম না করে কুণালকে কটাক্ষ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিল্পীদের বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কিন্তু কুণালের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বয়কটের রাজনীতি বিশ্বাস করেন না বলে জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'আমি যতদূর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি, তিনি বয়কট, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও এইসব রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যদি করতেন, তাহলে একসময় যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁরা দলে ফিরতে পারতেন না।'

অভিষেকের এই মন্তব্য পরোক্ষে কুণাল ঘোষকেই কটাক্ষ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, সারদা মামলায় জেলে থাকাকালীন কুণাল ঘোষের আক্রমণের শিকার ছিলেন মমতা। সারদার সবথেকে বড় সুবিধাভোগী মমতা একথা বলে একসময় কুণাল আক্রমণ করেছিলেন।

এদিন বয়কট প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'দলনেত্রী এই ব্যাপারে কিছু বলেছেন? সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি কিছু বলেছি? আপনারা কোনও নোটিশ দেখেছেন?' সরাসরি না হলেও কুণালের বয়কট তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। যদিও দু'জনই অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অভিষেক তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। কয়েকদিন আগেই অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শান্তনু সেনকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিন অভিষেক বলেন, 'দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নেত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ওপর আমার কী পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে? কিন্তু মনে রাখবেন, আরাবুল ইসলামকে আগেও সাসপেন্ড করা হয়েছিল।' শান্তনু সেন অভিষেকের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। অভিষেক বলেন, 'শান্তনু সেন একজন চিকিৎসক। তিনি কোন ক্যাম্পে থাকবেন, পাড়ায় কটা রোগী দেখবেন, সেটা তাঁর বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে তো তিনি আরও পাঁচটা কাজের সঙ্গে থাকতেই পারেন। শান্তনু সেন স্বাধীনচেতা মানুষ। এতে আমার কী বলার আছে?'

আপকেই সমর্থনের বার্তা তৃণমূলের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আপকেই সমর্থন করছে ইন্ডিয়া জোটের অধিকাংশ শরিকই। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়ও একই সুর। বিজেপিকে হারাতে আম আদমি পার্টিকে সমস্ত বিরোধী দলের সমর্থন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বুধবার ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট যখন তৈরি হয়েছিল, তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যে যেখানে শক্তিশালী, সমস্ত বিরোধী দল সেখানে তাকে সমর্থন করবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শক্তিশালী, তাই কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টিরও তৃণমূলকে সমর্থনের কথা হয়েছিল। যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী, সেখানে সব বিরোধী কংগ্রেসকেই সমর্থন করবে। যেখানে শারদ পাওয়ারের এনসিপি শক্তিশালী, সেখানে সবাই এনসিপিকে সমর্থন করবে। তেমনই দিল্লিতে আম আদমি পার্টি শক্তিশালী। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে তারা ৬৭টি আসন পেয়েছিল। তাই সেখানে বিজেপিকে হারাতে কে পারবে?'

এরপরই কংগ্রেসকে বার্তা দিয়ে অভিষেক বলেন, 'দিল্লিতে বিজেপিকে হারাতে আম আদমি পার্টি পারবে না কংগ্রেস পারবে? অবশ্যই সেখানে আম আদমি পার্টি বিজেপিকে হারাতে পারবে। তাই দিল্লিতে আম আদমি পার্টিকেই সব বিরোধী দলের সমর্থন করা উচিত। তাই আমরাও সমর্থন করছি।'

মেয়েদের সামনে স্ত্রীকে খুন

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : দুই শিশুকন্যার সামনে মাকে নৃশংসভাবে খুন করে ঘরের মেঝেতে পুঁতে দিল বাবা। তারপর সেই ঘরেই দুই মেয়েকে নিয়ে রাতের ঘুম সারে বাবা। বধূহত্যার এমন নৃশংস ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের যদুগড়িয়া গ্রামে। যদিও পার পায়নি মৃত বধূ লক্ষ্মী হাঁসদার স্বামী সোম হাঁসদা। আউশগ্রাম থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল লক্ষ্মীর। বছর সাতেক আগে তাঁরা বিয়ে করেন। দুই মেয়ে সোনিয়া ও রাখিকে নিয়ে দম্পতি দিব্যি কাটাচ্ছিলেন। ছয় বছর বয়সি সোনিয়া স্থানীয় স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। অন্যদিকে, রাখির বয়স তিন বছর।

এদিন অভিযুক্তের মা বলেন, 'আমার ছেলে মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। নেশা করা নিয়ে বৌমা আপত্তি করলে ছেলে অশান্তি করত। এরই মধ্যে হঠাৎ করে মঙ্গলবার সকাল থেকে বৌমাকে বাড়িতে আর দেখা যাচ্ছিল না। বৌমা কোথায় তা আমি আমার ছেলের কাছে জানতে চাই। তখন ছেলে জানায়, তার মার খেয়ে বৌমা পালিয়ে গিয়েছে। এরপর সন্ধ্যায় দেখি বাড়িতে পুলিশ এসে ছেলের ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ছে। বেশ খানিকটা মাটি খোঁড়া হতেই বেরিয়ে আসে বৌমার মৃতদেহ।'

তিনি আরও জানান, তাঁর বড় নাতনিই পুলিশের কাছে তাঁর বাবার সব কীর্তি ফাঁস করে দেয়। ছেলে শাবল দিয়ে বৌমার মাথায় আঘাত করেছিল বলে নাতনি জানিয়েছে। এই ঘটনা সোমবার রাতে ঘটেছে বলে সে-ই পুলিশকে জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, পারিবারিক বিবাদে স্ত্রী খুন হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। দুটি বাচ্চাকে উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলে শিশুকন্যাদের হোমে পাঠানো হবে কি না তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শোকাডাঙ্গার মদন সোরেনের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে রাজ্যপাল।

বোসকে নালিশ আদিবাসীদের

বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : গ্রামে রাস্তা নেই, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে বারেবারে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। এই অবস্থায় বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে কাছে পেয়ে জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরলেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম জঙ্গলমহল এলাকার আদিবাসী মানুষজন।

গ্রামের রাস্তার বাস্তব চেহারা বোঝাতে আদিবাসী বধূরা খানাখন্দভরা ধুলো-মাটির রাস্তা রাজ্যপালকে ঘুরিয়ে দেখান। তাঁরা এও জানান, এখন গ্রামের কী হাল! অথচ বাম আমলে ২০০১ সালে এই শোকাডাঙ্গা গ্রামকে আদর্শ গ্রামের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বাসিন্দাদের সমস্যা লিখিতভাবে রাজভবনে জমা দিতে বলেছেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁদের রাজভবনে যেতেও আমন্ত্রণ জানান। এদিন রাজ্যপাল আউশগ্রামের শোকাডাঙ্গা গ্রামে 'আমার গ্রাম' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরে তাঁর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন শোকাডাঙ্গার মদন সোরেনের পরিবার। মদন আউশগ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। খাওয়াদাওয়া সেরে মদনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আদিবাসীদের উন্নয়ন চান। তাই আমি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যাচ্ছি। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলছি। তাদের সমস্যা শুনছি। এখানেও অনেক সমস্যা আছে। রাজ্যপাল হিসাবে আমি চেষ্টা করব সেই সব সমস্যার সমাধান করার।' তবে গ্রামবাসীরা যতই অভিযোগ করুক, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাসের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যের সব জায়গায় উন্নয়ন হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

ভুল স্বীকার কমিশনের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বা টেট-এর সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নের মামলায় বুধবার হাইকোর্টে ভুল স্বীকার করে নিল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ফলে পরীক্ষার্থীদের ভুল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভিত্তিতে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সেই ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা এই বছরের ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এদিন কমিশন ২৭টি প্রশ্ন ভুল থাকার বিষয়টি স্বীকার করে।

আরজি কর কাণ্ডে মিছিলের অনুমতি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত বিচার এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে এক প্রতিবাদ মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওয়েলিংটন স্কোয়্যার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করে ধর্না অবস্থানের আবেদন জানায় 'রাতদখল ঐক্যমঞ্চ'।

পুলিশের তরফে অনুমতি না মেলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ওয়েলিংটন থেকে কলেজ স্কোয়্যার পর্যন্ত দুপুর দেড়টা থেকে মিছিল করতে পারবে ওই সংগঠন। তারপর ৫ জন সদস্য সচিবালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন।

এদিন রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, কতজন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তা উল্লেখ করা হয়নি। রানি রাসমণিতে কর্মসূচি করতে সেনার অনুমতি প্রয়োজন। নবান্নে স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে হাওড়া সিটি পুলিশকে মামলায় যুক্ত করতে হবে। তবে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, অন্য রুটেও কর্মসূচি করতে সমস্যা নেই। তারপর তাঁদের কর্মসূচিতে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় আদালত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর জানিয়ে দেন, আয়োজকদের আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কোনওরকম প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা যাবে না।

গাড়ি ঢেকেছে মাইকে। পিকনিকের পথে নদিয়ার তরুণরা। বুধবার। - পিটিআই

মাধ্যমিক চলাকালীন ছুটি নেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ছুটি পাবেন না। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই কথা জানিয়ে দিয়েছে। পর্ষদের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে স্কুলগুলিতে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উপযুক্ত কারণ ছাড়া ছুটি পাবেন না। কেবল মাত্র সন্তান মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিলে তাঁরা ছুটি পাবেন। সেক্ষেত্রে সন্তানের পরীক্ষার রুটিন, অ্যাডমিট কার্ড সহ যাবতীয় নথি প্রমাণ হিসেবে জমা দিতে হবে। মা এবং বাবার মধ্যে যদি দু'জনেই শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী হন, তাহলে একজন ছুটি নিতে পারবেন। পরীক্ষা শুরুর অন্তত তিন সপ্তাহ আগে তাঁদের ছুটির আবেদন করতে হবে। সন্তান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এমন কোনও শিক্ষক যদি ছুটি না নেন, তাহলে তাঁকে প্রশ্নপত্র খোলা, বিতরণ বা পরীক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তবে পর্ষদের এই নির্দেশিকা ঘিরে শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে নির্দেশ দিয়েছে, তা শুধুমাত্র সন্তান প্রতিপালনের জন্য ছুটি বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন, সেক্ষেত্রে কী হবে তা নির্দেশিকায় বলা নেই। এই ব্যাপারে পর্ষদ অবস্থান স্পষ্ট করলে ভালো হয়।

শিবরাজকে চিঠি রাজ্যের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : একশো দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে চিঠি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করতে চেয়েছেন। খুব শীঘ্রই তাঁদের বৈঠক হতে পারে বলে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সূত্রের খবর।

বাম সরকারকে দুষলেন পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বাঘা যতীনে চারতলা বাড়ি ভেঙে পড়ার দায়ে বাম সরকারকে দুষলেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার ফিরহাদ দাবি করেন, তাঁদের পুরোনো পাপের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। বাম সরকারের আমলে কোনওরকম প্ল্যানিং ছাড়াই বাড়ি তৈরি হত। অনলাইনে কোনও কাজ হত না। ফাইলে সব নথি জমা থাকত। এই পদ্ধতি এখনও বর্তমান সরকার পুরোপুরি আটকাতে পারেনি। এদিন একটি বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় প্রধান বিচারপতি প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা এখন সাধারণ হয়ে গিয়েছে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ মাঘ ১৪৩১

‘অমৃতে’ মোহন কাঁটা

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সহ আরএসএসের সমস্ত সমালোচক এবং বিরোধীদের অভিযোগ, স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস কখনও অংশ নেয়নি। এমনকি দীর্ঘদিন ভারতের সংবিধান, জাতীয় পতাকাকে মান্যতা না দেওয়ার অভিযোগও আরএসএসের বিরুদ্ধে আছে। নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরে দীর্ঘদিন ১৫ অগাস্ট কিংবা ২৬ জানুয়ারিতে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলা হয়নি।

এই ধরনের অভিযোগ উঠলে আরএসএস নেতারা সাধারণত মন্তব্য করেন না। নীরবে সকলের নজরের আড়ালে হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা পূরণে কাজ করে চলেন। কিন্তু সদ্য আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত যে মন্তব্য করেছেন, তা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস ও স্বীকৃতিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একটি অনুষ্ঠানে নিজের বক্তৃতায় সরসংঘচালক ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট নয়, ভারত প্রকৃত অর্থে গতবছর অযোধ্যায় রাম মন্দিরে দ্বারোদ্ঘাটন হওয়ার দিন স্বাধীনতা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

তাঁর যুক্তি, রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দ্বাদশীর দিনটিকেই ভারতের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে উদযাপন করা উচিত। ভাগবত কথায়, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত ব্রিটিশদের থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল মাত্র, ভারতবাসী প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর তৈরি সংবিধান সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে রচিত হয়নি। তাঁর মতে, ভারত বহু শতাব্দীর শোষণের শিকার ছিল। রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনই সেই শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরসংঘচালকের এমন কথায় বিতর্ক উসকে ওঠা খুব স্বাভাবিক। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ওই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। অন্য কোনও দেশ হলে এই মন্তব্যের জন্য ভাগবতকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে জেলবন্দি করা হত বলে মন্তব্য করেছেন। বুধবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের ফসল হল ভারতের সংবিধান।

মোহন ভাগবত প্রতি দু’-তিনদিন অন্তর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, সংবিধান সম্পর্কে কী ভাবেন তা বলার ঔদ্ধত্য দেখান বলে রাহুল মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, সরসংঘচালকের ওই উক্তি এক অর্থে রাজদ্রোহ। কারণ এভাবে উনি সংবিধানকে অবৈধ বলেছেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইকে অবৈধ বলেছেন। ভাগবতের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তিনি একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সংঘ প্রধান এই ধরনের কথা বলতে থাকলে তাঁর পক্ষে দেশে ঘুরে বেড়ানো কঠিন হবে।

শিবসেনাও (ইউবিটি) সংঘ প্রধানের বক্তব্যের সমালোচনা করেছে। স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে এমন স্পর্শকাতর বক্তব্য সম্পর্কে কিন্তু নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দল বিজেপি বিরোধিতা দূরে থাক, কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

সম্প্রতি ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছরও পালন করেছে কেন্দ্র। তা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে ব্যাপক আলোচনা, তর্কবিতর্ক হয়েছে। ফলে দেশের স্বাধীনতা দিবস, সংবিধান নিয়ে মোহন ভাগবতের মন্তব্য সম্পর্কে সবার আগে মোদি এবং তাঁর সরকারের প্রতিক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু বিজেপির তাত্ত্বিক সংগঠনের প্রধান নেতার মন্তব্য নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি কেন্দ্র।

আরএসএসের গর্ভে যে দলের জন্ম, তার পক্ষে সংঘ প্রধানের বিরোধিতা করা কার্যত অসম্ভব। ঠারেঠোরে প্রশ্ন তুললেও যে পরিণাম হয়, সেটা গত লোকসভা ভোটের ফলাফলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বিজেপি। আরএসএসের সাহায্যের প্রয়োজন নেই বলে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডার বক্তব্যের জেরে বিজেপি প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল ভোটের ফলাফলে। যদিও পরে হরিয়ানা থেকে মহারাষ্ট্র সর্বত্র, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্য এসেছে আরএসএসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ও সাংগঠনিক তৎপরতায়। দিল্লিতে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সংগতকারণে আরএসএস-কে চটাতে চাইবে না পদ্ম শিবির।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু অলস হলে কোনও কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। নিজের জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে আপনি অন্যদের সঠিক পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড়ো পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

একুশ শতকের নতুন সাম্রাজ্যবাদী ট্রাম্প

কানাডা-মেক্সিকোর ওপর শুল্ক চাপানোর হুমকি ট্রাম্পের। যা আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডার বাণিজ্য চুক্তির পরিপন্থী।

অতনু বিশ্বাস

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের জীবনযাত্রাকে। তার রূপচিত্র অবশ্য বদলায় সময়ের পথ বেয়ে। তেইশশো বছর আগে আলেকজান্ডার সুদূর গ্রিস থেকে পৌঁছেছিলেন ভারতবর্ষ পর্যন্ত। আটশো বছর আগে দুনিয়া দেখেছে এক দুর্দান্ত সাম্রাজ্য বিস্তারকারীকে- চেঙ্গিস খান। উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদও প্রবলভাবে বদলে দিয়েছে দুনিয়ার মানচিত্রকে। আর এখন সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে একুশ শতকের এক-চতুর্থাংশ পার করে।

প্রবল পরাক্রমশালী ডোনাল্ড ট্রাম্প চার বছর শাসন ক্ষমতার বাইরে থেকেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নিতে চলেছেন জানুয়ারির ২০ তারিখ। কিন্তু এ যেন এক অন্য ট্রাম্প, যিনি স্লোগান তুললেন ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন।’ আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে যার সংক্ষিপ্ত রূপ ‘মাগা’ (‘MAGA’)। এই অক্টোবরে মেরিয়ম-ওয়েবস্টার ডিকশনারি ‘মাগা’-কে নতুন শব্দ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের অভিধানে। ‘গ্রেট’ তো ভালোই, কিন্তু সেই মহানত্বর রূপরেখাটা কী? দেখা গেল, ‘মাগা’ কিন্তু প্রায় ‘মেগা’-র রূপ নিয়েছে। একদিকে দুনিয়ার দুই শক্তিধর শাসক ভৌগোলিক আয়তনে দেশের সীমা বাড়াতে মরিয়া। একজন ভ্লাদিমির পুতিন। যিনি পেশিশক্তির সাহায্যে দখল করে চলেছেন ক্রাইমিয়া, ডোনেটস্ক, খেরসন ইত্যাদি। অন্যজন শি জিনপিং। সকালে বিকেলে যিনি জপে চলেছেন ‘ওয়ান চায়না’-র মন্ত্র। ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের জন্য জিতেছেন ‘মাগা’-আমেরিকার শাসন-ক্ষমতা। তিনিই বা কম কীসে? তাঁরও হল খেয়াল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে এরিক পোস্ট করেছেন একটা মিম। সেখানে ট্রাম্প আমাজনের মাধ্যমে কিনছেন কানাডা, গ্রিনল্যান্ড আর পানামা খাল। আসলে আমেরিকাকে ‘গ্রেট’ করে তোলবার উপায় হিসেবে ট্রাম্প এই জায়গাগুলিকে আমেরিকার মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ই-কমার্স সংস্থাগুলি এখনও তাদের বিক্রির তালিকায় এসব রাখেনি। তাই ট্রাম্পকে অন্য পথ ধরতে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, তিনি প্রয়োজনে মিলিটারি শক্তি দিয়ে দখল করবেন গ্রিনল্যান্ড আর পানামা ক্যানাল-কে। আর কানাডার জন্য ‘অর্থনৈতিক শক্তি’-ই যথেষ্ট। ব্যাপারটা একটু বিশদে আলোচনা করা যাক।

কানাডার প্রতিরক্ষা খাতে বেশ খানিকটা খরচ হয় আমেরিকার। সে নিয়ে এবং কানাডা থেকে গাড়ি, কাঠ আর দুগ্ধজাত দ্রব্য আমাদানিতে আমেরিকার যে বাণিজ্য ঘাটতি হয় তাতে ট্রাম্প বেশ অসন্তুষ্ট কিছুদিন ধরেই। এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ট্রাম্প কানাডা আর মেক্সিকোর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিলেন। যা স্পষ্টতই আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডার বাণিজ্য চুক্তির পরিপন্থী। তবে তিনি চুক্তি মেনে কাজ করেন, এমন অপবাদ বোধকরি ট্রাম্পকে কেউই দিতে পারবে না। এই হুমকি কানাডার অর্থনীতিতে একটা বড়সড়ো আঘাত নিশ্চয়ই। বাধ্য হয়েই কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে যেতে হল ফ্লোরিডা-তে। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য। কিন্তু মার-আ-লাগো’তে ট্রুডোর সঙ্গে ডিনার করার পরেই ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখলেন, ‘গভর্নর জাস্টিন ট্রুডো অফ দ্য গ্রেট স্টেট অফ কানাডা’। অর্থাৎ কানাডা-কে আমেরিকার রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেছেন, কানাডা যদি আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে যোগ দেয় তবে রাশিয়ান আর চিনা জাহাজের বিপদ থেকে তাদের মুক্ত করবে আমেরিকা। সঙ্গে কর কমবে কানাডিয়ানদের, থাকবে না বাণিজ্য শুল্ক। অবাক বিষয় যে, কানাডিয়ানরা খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না এই ‘অফার’-এ। কানাডিয়ান মার্কেট রিসার্চ সংস্থা ‘লেজার’-এর ডিসেম্বরের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৩ শতাংশ আগ্রহ দেখিয়েছে কানাডায় যোগ দিতে, আর ৮২ শতাংশ আগ্রহী নয় ট্রাম্পের এই প্রস্তাবে। এমনকি অন্টারিও-র প্রধান ডগ ফোর্ড মজা করে বলেছেন, পরিবর্তে কানাডা ভাবতে পারে আলাস্কা, মিনেসোটা আর মিনিয়াপোলিস কেনার কথা।

বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পানামা ক্যানালের গুরুত্ব অসীম। ক্যানালটি যুক্ত করেছে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসমুদ্রকে। ১৯৭৭-এর টোরিয়স-কার্টার চুক্তি ১৯৯৯-এর মধ্যে পানামা ক্যানালের পরিচালন-ভার তুলে দিয়েছে পানামার হাতে। ট্রাম্প এখন ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ চান আমেরিকার হাতে। ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি কিংবা প্যারিস পরিবেশ চুক্তি নিয়ে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া তো আগেই দেখেছে দুনিয়া। পানামা খালের ক্ষেত্রে ট্রাম্প অবশ্য অভিযোগ করেছেন, এই জলপথ ব্যবহারের জন্য পানামা অতিরিক্ত মূল্য নিয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে, আর এই জলপথের বেশি সুবিধা নিয়ে চলেছে চিন।

এবার আসা যাক গ্রিনল্যান্ডের কথায়। ডেনমার্কের অধীনে এক স্বয়ংশাসিত ভূখণ্ড এই গ্রিনল্যান্ড। আমেরিকা গ্রিনল্যান্ড কিনতে চেয়েছে আগেও। ১৮৬৭-তে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসন যখন রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা কেনেন আমেরিকার জন্য, সে সময় তিনি নাকি গ্রিনল্যান্ড কেনার কথাও ভেবেছিলেন। তারপর ১৯৪৬-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েনের আবহে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য ডেনমার্ককে ১০০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সোনা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। ডেনমার্ক কিন্তু এই প্রস্তাবকে ভালো চোখে দেখেনি। ট্রাম্প ২০১৯ থেকেই বলে আসছেন, আমেরিকার পক্ষে গ্রিনল্যান্ডের দখল নেওয়া আর তার নিয়ন্ত্রণভার হাতে নেওয়া প্রয়োজনীয়। সেকথা এখন আবার বলছেন ট্রাম্প। বলছেন, যেভাবেই হোক, তাঁর গ্রিনল্যান্ড চাই। ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য ‘মেক গ্রিনল্যান্ড গ্রেট এগেন’। আদ্যাক্ষর নিয়ে ‘MGGA’ কি তাহলে মেরিয়ম-ওয়েবস্টারের নতুন শব্দ হতে চলেছে?

কিন্তু কেন? ডেনমার্ক তো আমেরিকার বন্ধু দেশ, ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলির অন্যতম। তাহলে তাদের চটিয়ে তাদের অংশ পেতে কেন মরিয়া ৭৮ বছরের মার্কিন ভাগ্যনিয়ন্তা? তবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, ট্রাম্পের সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটা কিন্তু উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের থেকে ভিন্ন। এ যেন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থায় কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন। তবে তা ট্রাম্পের নিজস্ব স্টাইলেই।

আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ও প্রধান পরিচয় এটাই যে, তিনি এক দুঁদে ব্যবসায়ী। তাঁর এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। অর্থনীতিতে। আন্তর্জাতিক সমীকরণে। কানাডাকে অধিগ্রহণ করতে চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সুমেরু বৃত্তের কাছে রাশিয়া আর চিনের অনুপ্রবেশ রুখবার প্রচেষ্টা। কিন্তু সেইসঙ্গে এই সুমেরু অঞ্চলে- গ্রিনল্যান্ড আর কানাডা যার অংশ- রয়েছে দুনিয়ার অনাবিষ্কৃত গ্যাসের ৩০ শতাংশ, অনাবিষ্কৃত তেলের ১৩ শতাংশ, আর আনুমানিক ১ ট্রিলিয়ন ডলারের দুষ্প্রাপ্য খনিজ ধাতু।

এ ছাড়াও ট্রাম্প গালফ অফ মেক্সিকোর নাম বদলে গালফ অফ আমেরিকা করে দিতে চাইছেন, ন্যাটোর সদস্য দেশগুলির অবদান ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করতে চেয়েছেন। আমেরিকা মহাদেশটা দু’দিকে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। তাই বোধকরি ট্রাম্পের সাম্রাজ্যবাদ আপাতত দুই মহাসমুদ্রের মধ্যেই আটকে রয়েছে।

ট্রাম্পের এই অধিগ্রহণের প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়েছে কানাডা, ডেনমার্ক বা পানামা। অবশ্য ট্রাম্প কানাডা অধিগ্রহণে সত্যিই কতটা আগ্রহী হবেন, বলা কঠিন। কানাডার জনসংখ্যা ক্যালিফোর্নিয়ার চাইতে সামান্য বেশি। তাই কানাডা যদি আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হয় তবে তা অন্তত ৫৪টা ইলেক্টোরাল ভোট দেবে মার্কিন নির্বাচনে। এবং ডেমোক্র্যাটদের। আমেরিকায় রাজ্যগুলির সব ভোট পায় সেই দল যারা রাজ্যটায় বেশি ভোট পায়। তাই কানাডা ৫৪টি ইলেক্টোরাল ভোটের জোগান দেবে ডেমোক্র্যাটদের, যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকা ঝুঁকে পড়বে ডেমোক্র্যাটদের দিকে। বদলে যাবে দেশটার রাজনীতির ভারসাম্য। তাই রিপাবলিকানরা কিছুতেই চাইবে না তা।

কানাডা, গ্রিনল্যান্ড বা পানামা ক্যানাল আমেরিকার আয়ত্তে না এলেও ট্রাম্পের হইচই-এর ফলে দরাদরিতে এই অঞ্চলগুলিতে আমেরিকার প্রভাব হয়তো খানিক বাড়বে। সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রাম্প পোস্ট করেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মিত ছবি। একটা ছবিতে পানামা ক্যানাল-এর ওপরে আমেরিকার পতাকা, সঙ্গে লেখা ‘ওয়েলকাম টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ক্যানাল’। আর একটি ছবিতে ট্রাম্প, আমেরিকার পতাকা, আর দূরে একটা পর্বত। সঙ্গে লেখা ‘ও কানাডা’। ঘটনা হল, ছবির পর্বতটা সুইস আল্পস। সাম্রাজ্যবাদের রঙেরসে চুবিয়ে ট্রাম্প যে স্বর্ণযুগ আনতে চাইছেন, আমেরিকার জন্য তা একই রকমের হাস্যকর হয়ে উঠবে?

(লেখক কলকাতা আইএসআইয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৯৩৮

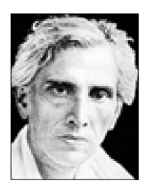

বাঙালির প্রাণের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৪০

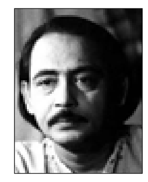

বিশিষ্ট অভিনেতা চিন্ময় রায় জন্মেছিলেন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি যত দূর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি, তিনি বয়কট, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাওয়ের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যদি করতেন, তা হলে এক সময়ে যাঁরা তাঁকে বারবার আক্রমণ করেছেন, তাহলে তাঁরা কিছুতেই দলে ফিরতে পারতেন না।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

মহাকুম্ভে এক তরুণ বিক্রি করছেন নিমের দাঁতন। দাম ১ টাকা। তরুণ বিক্রির পাশাপাশি বলছেন, কীভাবে এই ব্যবসা বিশাল আয়ের সন্ধান দিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা দারুণ আলোচনা করছেন নিমের দাঁতন নিয়ে। একদল বলছেন, এতে প্রচুর লাভ। অন্যরা মানছে না।

ভাইরাল/২

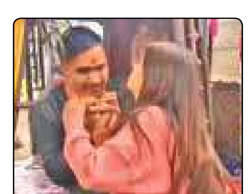

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের পথে দুই তরুণী ও এক অটোচালককে মারপিট-গালিগালাজের দৃশ্য ভাইরাল। তরুণীরা বলছেন, গালিগালাজ শুরু করেছে অটোচালক। আবার অন্য কথা বলছেন অটোচালক। নেটিজেনরা এখানেও দু’ভাগ।

জনমন জনমত

মরেও যেন শান্তি নেই

স্বাধীনতার পর থেকেই ঠিক যেন মরেও শান্তি নেই অবস্থা। কিন্তু কেন? কয়েক দশক ধরে খোলা আকাশের নীচে চলছে মৃতদেহ সৎকার। নেতা-মন্ত্রী সবাই আছেন, কিন্তু নেই স্থায়ী শ্মশান। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ ব্লকের তপসিখাতার কালজানি নদীর ঘাটই যেন একমাত্র ভরসা, তাও খোলা আকাশের নীচে। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি আজও পূরণ হয়নি। ফের স্থায়ী শ্মশানঘাটের দাবি উঠেছে। অভিযোগ, নদীর ধারে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে মৃত ব্যক্তির জামাকাপড়, সৎকারের যাবতীয় জিনিসপত্র, ছাই, কাঠ ইত্যাদি। ফলে পরিবেশ ও নদী দূষণের শিকার হচ্ছে।

স্থায়ী শ্মশানঘাট না থাকায় বর্ষাকালে সমস্যাটা যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সামান্য বৃষ্টিতেই নদীতে জল বাড়লে দেহ সংকারে যেন মাথায় হাত পড়ে পরিজনের। উপায় না পেয়ে কখনও বর্ষাকালে আধপোড়া দেহ ফেলে রেখে চলে যান তাঁরা। তীব্র রোদেও নেই কোনও বসার জায়গা, জলের ব্যবস্থা। শীতকালে সমস্যা একটু জটিল। যেহেতু পাশাপাশি চিলাপাতা ও নিমতির জঙ্গল রয়েছে সেক্ষেত্রে রাত হতেই হাতির আনাগোনা বাড়ে। আতঙ্কে অনেকে বাড়ির পাশে খেতের জমিতেই দেহ সৎকার করেন। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ ব্লকের তিনটি গ্রামেরই এক সমস্যা। তাই স্থায়ী শ্মশানঘাট অবিলম্বে চাই।

বিদ্যুৎ দাস
তপসিখাতা, আলিপুরদুয়ার।

লিটল ম্যাগাজিন মেলার খামতি

১০ থেকে ১২ জানুয়ারি শিলিগুড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। তিনদিনের এই মেলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, লেখক, ভাষাকর্মীদের উপস্থিতি একটা বড় পাওনা ছিল। তবে আমার মতে সবচেয়ে বড় খামতি ছিল বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে কোনও রকমের আলোচনা ছিল না। অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি।

মূল মঞ্চ থেকে একটু দূরে এ বিষয়ে একটা প্রদর্শনী করা হয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগই তা দেখেননি বলে জানি। অন্তত দশ মিনিটের সময় পেলে বিষয়টি উপস্থিত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা মানুষের নজরে আনা যেত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি সময় চেয়েও।

গত অক্টোবরে বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান পাওয়ার বিষয়টি যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলায় জায়গা পাবে না ভাবতে অবাক লাগে।

সব কবিকে কবিতা পাঠে সুযোগ দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র যাঁদের নাম আগে নথিভুক্ত ছিল তাঁরাই পাঠ করেছেন। শুনেছি তাঁরা কিছু আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। তাতে আপত্তি নেই। উত্তরবঙ্গের কবি যাঁদের নাম ছিল না, তাঁদের কেন সুযোগ দেওয়া হল না অনুদান ছাড়াই?

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

যদি বাঙালি শিল্পের বাজার ধরতে পারত!

স্রেফ উদ্যোগের অভাবে উত্তরবঙ্গে শিল্পের বাজার শুধু এপিটাফের লেখার মতোই পড়ে থাকে শিল্পের কফিন হয়ে।

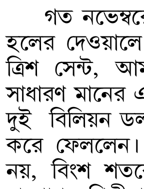

মৈনাক ভট্টাচার্য

বছর শেষ হলে, সালতামামি নিয়ে বসা আমাদের অভ্যেস। এটা এক অর্থে বছরের অনুরণন, তাই অচিরে থেমেও যায়। ইতালীয় শিল্পী মাউরিজিয়ো ক্যাতেলনের কনসেপচুয়াল আর্ট ‘কমেডিয়ান’-এর কলার গল্পটাকে কিন্তু কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না।

গত নভেম্বরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্ট বাসেলের প্রদর্শনী হলের দেওয়ালে ক্যাতেলন নালি টেপ দিয়ে সেঁটে দিলেন ত্রিশ সেন্ট, আমাদের এক টাকার আশপাশ দরে কেনা সাধারণ মানের একটা কলা, ব্যাস- কেল্লা ফতে। ছয় দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকায় বিক্রি করে ফেললেন। শিল্পের ইতিহাসে এই ধারণা নতুন কিছু নয়, বিংশ শতকের শুরুর ডাডাইজমেরই প্রতিরূপ মাত্র। ধারণাগত শিল্পীরা মূলত ঐতিহ্যগত শৈল্পিক ধারণাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই পরিচিত। তবু কলা কেনার কারণ বিশ্লেষণে প্রতিদিনই নিত্যনতুন গল্প বাজারে আসছে। মূল গল্প কিন্তু শিল্পী ক্যাতেলনের বাজার তৈরির মজ্জাগত ক্যারিশমা, সেটা তাঁর ইতিহাস ঘাটলেই বোঝা যায়।

‘কমেডিয়ান’কে ক্যাতেলন অবশ্য প্রতিস্থাপন করলেন বিশ্ব বাণিজ্যের ইঙ্গিতবাহী উদ্যোগের পাশাপাশি হাস্যরসের এক ধ্রুপদি প্রতীক হিসেবে। শিল্প ভাস্কর্যের দরটাই যে এই সত্য ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। পালটায় তার আখ্যানভঙ্গি, তার কথনবয়ন। এভাবে বাজার তৈরির কথা আমাদের কেউ ভাবতেই শেখায় না যে, আসল সত্য হল ওই শিল্পমিথস্ক্রিয়ার মেটামরফোসিস। যা মূলত দুটি বস্তু বা ব্যক্তির পারস্পরিক

প্রতিক্রিয়া বিনিময়ের মাধ্যম এটিকে শিল্পে পরিণত করতে পারে।

এখানকার শিল্পীদের ছবির রং রশদে এবং ভাস্কর্যে প্রকৃতির আবহ এক আলাদা পরিমণ্ডলের ব্যাপ্তি বহু চর্তিত। আমাদের তাই কনসেপচুয়াল আর্টের কাছে না গেলেও চলে। শুধু দরকার শিল্পকে বাজারজাতকরণের নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের কত কিছু আছে ভাবুন তো। তিস্তা রঙ্গিতের প্রেমের গল্প এখনও আদি অকৃত্রিম। এখানে মৌন জ্যোৎস্নার মাঝরাতে, ফিনের তাঁতি, পাইড হর্নবিলের মতো অনেক পাখিকে সাক্ষী রেখে পুরোনো পাহাড় প্রায়শই গলে নতুন করে জন্ম নেয়। উত্তরের ক্যানভাসে তাই রঙের প্রাঞ্জলতার কাছে হার মানে কৃত্রিম রঙের টোন। এমন পরিমণ্ডলই তো শিল্পী তৈরির জন্য আদর্শ। ঘরে ঘরে শিশু-কিশোরের দলের ছবির চর্চার প্রবণতা। শনি, রবিবারের আঁকার স্কুলগুলির উপচে পড়া ভিড় দেখলেই টের পাওয়া যায়। ওয়ার্ড উৎসবগুলি এই পড়ে পাওয়া বাজার ধরতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে প্রাধান্য দেয় কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পীরা জানেন প্রতিনিয়ত ক্যানভাস, কাগজ, রংতুলির দাম বাড়ছে, বিক্রির বাজার প্রায় না থাকায় ভেঙে যাচ্ছে চাহিদা জোগানের সংযোগসূত্র। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো চেপে বসেছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দাপট। পেটের দায়ে কত সম্ভাবনাময় শিল্পী তাই মাঝপথে ছবি আঁকাকে বিদায় জানিয়ে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন।

শিল্পী তো তাঁর স্বভাব নিয়মেই ভাবুক বাউল, বাজার ভাবনা ভেবে শিল্প করার কথা ভাবতে বসলে, সব সময় শিল্প হয় না। বিশ্বায়নের যুগ, ঠেকে শেখার যুগ থেকে, দেখে শেখার যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্যাতেলনের এই ‘কলা’ আমাদের আর একবার মনে করিয়ে দিল- কেবল উদ্যোগের অভাবে উত্তরের শিল্পের বাজার শুধু এপিটাফের লেখার মতোই পড়ে থাকে শিল্পের কফিন হয়ে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। জন্মকাল, নবি বা পয়গম্বরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ধর্মসভা ৩। হাঁড়ি কলসি, বাসনপত্র ৪। হলুদ রংয়ের এক রকমের দাহ্য মৌলিক পদার্থ ৫। দুর্দান্ত, দুরন্ত, দুঃসাহসিক ৭। আমার, মোর ১০। নতুন, ৯ (নয়) সংখ্যা ১২। মনের ইচ্ছা, মনোবাসনা ১৪। জলচর পাখিবিশেষ, ডাকপাখি ১৫। বাচালতা, অনর্গল অর্থহীন কথা বলা ১৬। তরল পদার্থের পরিমাপ বিশেষ।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। যে বাদ্যযন্ত্র যুদ্ধে বাজানো হয় ৩। ডাকাডাকি, আস্ফালন ৬। ঢিলে জামা বা কামিজ ৮। চিন্তন, ভাবনাচিন্তা ৯। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ১১। জমি যে ভাগে চাষ করে, ভাগচাষি ১৩। সুতো কাটবার যন্ত্র, টেকো।

সমাধান ■ ৪০৪০

পাশাপাশি : ২। মায়াকান্না ৫। জবর ৬। আমজনতা ৮। ফাগ ৯। মান ১১। মানিকজোড় ১৩। দাম্ভিক ১৪। বরবাদ।

উপর-নীচ : ১। এজলাস ২। মার ৩। কায়েম ৪। বিধাতা ৬। আগ ৭। জহিন ৮। ফারাক ৯। মাড় ১০। শশীকর ১১। মাতঙ্গ ১২। জোকার ১৩। দাদ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আত্মনির্ভরতার পথে সেনাবাহিনী

তিনটি রণতরীর উদ্বোধন ■ সেনার অবদানকে শ্রদ্ধা মোদির

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি: ভারত এখন আত্মনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর। ৭৭তম সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে বুধবার এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুম্বইয়ে নৌসেনার তিনটি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করেছেন এদিন মোদি। এর মধ্যে রয়েছে একটি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ। আইএনএস সুরাট (গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার), আইএনএস নীলগিরি (স্টেল্থ ফ্রিগেট) এবং আইএনএস ভাগশির ওরফে 'হান্টার কিলার' সাবমেরিনকে দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এগুলি দেশের জলসীমা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রণতরী উদ্বোধনের পর মোদি বলেন, 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ভারতীয় নৌবাহিনীকে নতুন শক্তি ও নতুন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আজ তাঁর পবিত্রভূমিতে আমরা একুশ শতকের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক বড় পদক্ষেপ করছি। এই প্রথম একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন একসঙ্গে কাজ করবে।'

ভারতীয় নৌসেনার তিনটি রণতরীর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে।

বুধবার সকালে সমাজমাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী দৃঢ়সংকল্প, পেশাদারিত্ব ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতীক। আমাদের সীমান্তরক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা বরাবর স্মরণীয়।'

মোদি জোর দিয়ে বলেন, 'ভারত সরকার সশস্ত্র বাহিনী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বছরের পর বছর ধরে আমরা বেশ কয়েকটি সংস্কার এনেছি এবং আধুনিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছি। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।' অন্য একটি এক্স-পোস্টে মোদি জানান, 'সেনা দিবসে আমরা ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর অদম্য সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানাই। এঁরা আমাদের দেশের নিরাপত্তার প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু তা-ই নয়, স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রয়েছে সেনাবাহিনীর। আত্মনির্ভর এবং বিকশিত ভারতের নির্মাণে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

৭৭তম সেনা দিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনাবাহিনীর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, 'সীমান্তরক্ষা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শান্তিরক্ষা এবং মানবিক সহায়তায় ভারতীয় সেনাবাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশ্বের দরবারেও ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে সেনাবাহিনী।'

> ভারতীয় সেনাবাহিনী দৃঢ়সংকল্প, পেশাদারিত্ব ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতীক। আমাদের সীমান্তরক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা বরাবর স্মরণীয়।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি সেনা দিবস পালিত হয়। এই দিনটি ভারতের সামরিক স্বাধীনতার প্রতীক। ১৯৪৯ সালে জেনারেল স্যর ফ্রান্সিস বুচার থেকে ফিল্ড মার্শাল কেএম কারিয়াপ্পা ভারতের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে পালিত হয় এই দিবস।

মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারি

রাহুলের নিশানায় এবার ভারত রাষ্ট্র

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের দ্বারোদঘাটনের দিনই বিতর্কের জুতোয় পা গলালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিজেপি-আরএসএসের পাশাপাশি তাঁদের ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে বলে বুধবার তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে রে-রে করে উঠেছে গেরুয়া শিবির। যদিও বিতর্কের জেরে নিজের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। উলটে ইন্ডিয়া জোটের যাবতীয় শরিকি অশান্তিকে উপেক্ষা করে নতুন বছরে নতুন দপ্তর থেকে আরএসএস-বিজেপি বিরোধী সুর আরও চড়া করেছেন রাহুল গান্ধি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভাববেন না যে আমরা একটি ন্যায়সংগত লড়াই লড়ছি। এর মধ্যে একবিন্দুও নিরপেক্ষতা নেই। আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে আমরা বিজেপি অথবা আরএসএস নামধারী কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে লড়াই করছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারছে না কী চলছে। বিজেপি এবং আরএসএস আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে দখল করেছে। আমরা এখন বিজেপি, আরএসএস এবং ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছি।'

কংগ্রেসের নতুন সদর দপ্তরের উদ্বোধনে সোনিয়া-রাহুল-খাড়গে। বুধবার।

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'আর লুকোচুরি নয়। কংগ্রেসের কুৎসিত সত্যিটা তাদের নিজেদের নেতাই এবার বেআব্রু করে দিয়েছেন। উনি যে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছেন, এই সত্যিটা দেশ জানে। এবার সেটা স্পষ্ট করে বলার জন্য আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বারবার উনি একই কাজ করে এই ধারণাকে আরও মজবুত করেছেন। উনি যা কিছু করেছেন কিংবা বলেছেন, সেইসবই ভারতকে ভাঙার এবং আমাদের সমাজকে বিভাজিত করার দিশায় করা হয়েছে।' রাহুলকে এদিনও শহুরে নকশাল বলে আক্রমণ করেছে বিজেপি। রাহুল গান্ধি ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বলে তোপ দাগেন আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য।

> বিজেপি এবং আরএসএস আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে দখল করেছে। আমরা এখন বিজেপি, আরএসএস এবং ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

সম্প্রতি সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট নয়, ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে গতবছর অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন। ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে রাহুল বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংবিধান সম্পর্কে মোহন ভাগবত কী ভাবেন, সেটা দেশকে বলার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন। উনি গতকাল যেটা বলেছেন, সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অন্য কোনও দেশ হলে ওঁকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হত। ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়নি এই কথাটি বলে প্রত্যেক ভারতীয়কে অপমান করেছেন উনি।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। বলেন, 'আরএসএস প্রধান কী বলেছেন সেটা আমি পড়েছি। উনি মনে করেন, রাম মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের সঙ্গেই ভারত সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে। নরেন্দ্র মোদি মনে করেন, ২০১৪ সালে উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটা খুবই লজ্জাজনক।'

বুধবার ৯এ, কোটলা মার্গে কংগ্রেসের নতুন সদরদপ্তর 'ইন্দিরা ভবন'-এর দ্বারোদঘাটন করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও।

নেপালি গোর্খাদের পক্ষে সওয়াল সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি ১৫ জানুয়ারি : ভারতীয় সেনায় নেপালি গোর্খাদের নিয়োগ ফের শুরু করতে উদ্যোগী হয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। নেপালের সেনাপ্রধানকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই কথা জানান জেনারেল দ্বিবেদী স্বয়ং। তিনি বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে নেপালের সেনাপ্রধানকে ভারতীয় বাহিনীতে গোর্খা সম্প্রদায়ের নিয়োগ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অনুরোধ করেছি। আমি খুব আশাবাদী যে এটি দ্রুত শুরু হবে।'

২০২০-তে করোনা মহামারির কারণে এবং ২০২২-এ অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে নেপাল সরকারের আপত্তির জেরে ভারতীয় সেনায় নেপালি গোর্খাদের নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। নেপালের দাবি, প্রকল্পটি ভারত-নেপাল- ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৯৪৭-এর ত্রিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করছে। অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় অগ্নিবীর হিসাবে যেসব গোর্খা সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন, তাঁদের ৭৫ শতাংশকে নিয়োগের ৪ বছরের মধ্যে চাকরি হারাতে হবে। অগ্নিবীররা সেনার পেনশন প্রকল্পের আওতাতেও আসেন না। ফলে নেপালে ফিরে তরুণ গোর্খারা আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বেন।

মকর সংক্রান্তিতে গোমাতাকে প্রণাম অমিত ও জয় শা'র। আহমেদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। ছবিটি ভাইরাল।

গেরুয়া ছোঁয়া এড়াতে প্রবেশপথ বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : এখন থেকে আর ২৪, আকবর রোড নয়। ৯এ, কোটলা রোড হল কংগ্রেসের নতুন সদরদপ্তর। বুধবার সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হাত ধরে উদ্বোধন হল কংগ্রেসের নতুন দপ্তর 'ইন্দিরা ভবন'-এর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ। কোটলা রোডের ঢিলছোড়া দূরত্বে দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির প্রাসাদোপম সদরদপ্তর রয়েছে। প্রথমে ইন্দিরা ভবনের প্রবেশপথ ছিল ওই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু বিজেপি তথা গেরুয়া শিবিরের ছোঁয়া এড়াতে কোটলা মার্গে ইন্দিরা ভবনের পিছনের দিকের দরজাকেই সিংহদুয়ারে রূপান্তরিত করেছে কংগ্রেস।

সূত্রের খবর, প্রয়াত দুই কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল এবং মোতিলাল ভোরার তত্ত্বাবধানে নতুন ভবনের প্রবেশপথ বদলে ফেলা

হয়। ২০০৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেসের ১২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ইন্দিরা ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। ভবনটি নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় ২৫২ কোটি টাকা। কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের নীচের তলায় বামদিকে থাকছে সংবাদমাধ্যমের জন্য আলাদা জায়গা। রয়েছে একটি ক্যান্টিন।

ভবনের বাম পাশে থাকবে কংগ্রেসের মিডিয়া ইনচার্জের কার্যালয়। এর পাশাপাশি টিভি ডিবেটের জন্য তৈরি করা হয়েছে শব্দনিরোধক কক্ষ।

এর পাশে সাংবাদিক ও ক্যামেরাপার্সনদের বসার ঘরও করা হয়েছে। ঠিকানা বদল প্রসঙ্গে খাড়গে এদিন বলেন, 'এই পরিবর্তন শুধুই একটি ঠিকানার পরিবর্তন নয়, বরং এটি কংগ্রেসের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এক পদক্ষেপ।'

অনিচ্ছাকৃত ভুল, ক্ষমা চাইল মেটা

জুকেরবার্গের মন্তব্যের জের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ভারতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন নিয়ে মেটা-ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এক সাক্ষাৎকারে জুকেরবার্গ দাবি করেছিলেন, ওই ভোটে নাকি বিজেপি-এনডিএ ধরাশায়ী হয়েছে। এই ধরনের ভুল বয়ানের জেরে মেটা কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সামনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এরপরেই তড়িঘড়ি ভারতবাসীর কাছে ক্ষমা চাইল মেটা ইন্ডিয়া। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট শিবনাথ ঠুকরাল বলেন, 'এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি। মেটার কাছে ভারতের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আগামী দিনে এই বন্ধনকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' ঠুকরাল জানান, '২৪-এ বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। সেকথা বলতে গিয়েই ভারতের উল্লেখ করেন জুকেরবার্গ। তাঁর পর্যবেক্ষণ অন্যান্য দেশগুলির ক্ষেত্রে ঠিক হলেও তা ভারতের প্রেক্ষাপটে খাটে না।

মেটা ইন্ডিয়ার ক্ষমাপ্রার্থনায় দৃশ্যতই সন্তুষ্ট নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জয়।' ক্ষমা চাওয়ার পরেও মেটা কর্তৃপক্ষকে তলব করা হবে কি না সেই বিষয়ে মন্তব্য করেননি তিনি। তবে কমিটির সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলে প্রস্তাব দিয়েছেন, মেটাকে তলব করার সময় কিছু বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সামাজিক মাধ্যমে সাকেত জানিয়েছেন, মেটার ফ্যাক্ট-চেকিং ব্যবস্থা বন্ধ করা, নতুন কনটেন্ট গাইডলাইন, যেখানে ঘৃণাসূচক বক্তব্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য নিয়ে তুলনামূলকভাবে নরম মনোভাব নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। ভারতের কিছু রাজনৈতিক দলের প্রতি মেটার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং নির্বাচনে এর প্রভাব নিয়েও বিস্তারিত কথা বলতে হবে।

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে ঘৃণাসূচক বক্তব্য, বিভ্রান্তি ছড়ানো ও মানুষকে হয়রানি করার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মেটার নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত বলে জানিয়েছেন সাকেত।

তাঁর মতে, সংসদীয় কমিটিগুলির মূল দায়িত্ব রাজনীতি থেকে উর্ধ্বে উঠে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তাই সংস্থাগুলিকে জবাবদিহির আওতায় আনা জরুরি, যাতে তাদের মঞ্চ অপপ্রচার, ঘৃণা ছড়ানো এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারের হাতিয়ার হয়ে না ওঠে।

গ্রেপ্তার ইউন

সিওল, ১৫ জানুয়ারি : দেশে সামরিক আইন চালু করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। কিন্তু গ্রেপ্তার করতে গিয়ে প্রথম দফায় পুলিশ বাধার সম্মুখীন হয়। অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বরখাস্ত হওয়া প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। বুধবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারের আগে তিনি এক ভিডিওবার্তায় তাঁর গ্রেপ্তারিকে 'অবৈধ' উল্লেখ করে বলেন, 'রক্তপাত এড়ানোর জন্যই আমি সিআইও-র তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সামনে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি তদন্তকারীদের তদন্ত করার অনুমতি দিয়েছি।'

রিপোর্ট চাইল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, কৃষিঋণ মকুব সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেড় মাস অনশনে রয়েছেন কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল। তাঁর স্বাস্থ্য রিপোর্ট পাঞ্জাব সরকারকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিমকোর্ট।

দাল্লেওয়াল ২৬ নভেম্বর থেকে টানা অনশন করছেন। কৃষকনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদবেগ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সূর্যকান্ত ও এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ। জানা গিয়েছে, লাগাতার অনশনে কৃষক নেতার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়েছে। তাঁর ওজন অনেকটা কমে গিয়েছে।

বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মেয়ে

ভোপাল, ১৫ জানুয়ারি : পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু তার পরিণতি হল মারাত্মক। জেদের কারণে নিজের মেয়েকে গুলি করল বাবা।

প্রথমে মেয়ের পছন্দের পাত্রকে মেনে নিলেও পরে আপত্তি জানান পরিজনেরা। শুধু আপত্তিতে থেমে থাকলেন না কনের বাবা। অভিযোগ, বিয়ের চারদিন আগে তিনি গুলি করে মারলেন মেয়েকে। বাবাকে সাহায্য করেছে মেয়ের এক তুতো ভাই। মৃত্যু নিশ্চিত করতে সে-ও গুলি চালায়।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে পুলিশ ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। কনের নাম তনু গুর্জর (২০)। বিয়ের তারিখ ঠিক হয় ১৮ জানুয়ারি। তনুর বাবা মহেশ গুর্জর গ্রেপ্তার হয়েছেন। তুতো ভাই পলাতক।

তনু ছ'বছর ধরে সম্পর্ক গড়েছিলেন আগ্রার বাসিন্দা বিক্রম ওরফে ভিকির সঙ্গে। তনু তাঁকে বিয়ে করতে চান শুনে প্রথমে পরিজনেরা মেনে নেন।

পরে বাদ সাধেন। বিয়ে অন্যত্র ঠিক হলে তনু মানতে পারেননি। নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ৫২ সেকেন্ডের ভিডিওবার্তায় তনুকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি ভিকিকে বিয়ে করতে চাই। আপত্তি

করলে আমাকে মেরে ফেলা হবে।' সামাজিক মাধ্যমের বার্তা পুলিশের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ, পঞ্চায়েত সদস্যরা তনুদের বাড়িতে চলে আসেন। তাঁদের সামনে তনু হোমে চলে যেতে চান বলার সঙ্গে সঙ্গে তনুকে গুলি করেন তাঁর বাবা। তনুর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করছে পুলিশ।

সন্ত্রাসী রাষ্ট্র থেকে নাম বাদ কিউবার!

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি : আর ক'দিন পরেই মার্কিন মসনদ ছাড়তে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। বিদায়বেলায় এক জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বর্ষীয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা। সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে তিনি কিউবার নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি মার্কিন কংগ্রেসকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুর ন'বছর পর কিউবা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত হতে চলেছে।

মার্কিন প্রশাসনের একাধিক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, কিউবার কয়েক ডজন রাজনৈতিক নেতা অন্যায়ভাবে বন্দি রয়েছেন। বাইডেনের সিদ্ধান্ত মার্কিন আইনসভা অনুমোদন করলে ২০ জানুয়ারির মধ্যে মার্কিন জেল থেকে মুক্তি পাবেন বন্দি নেতারা। কিউবা জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্দিদের মুক্তি দিলে কিউবাও ৫৫৩ জন বন্দিকে ছেড়ে দেবে। এর ফলে কিউবার ওপর আর্থিক চাপ কমে যাবে। সংশোধিত হবে ২০১৭ সালে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা স্মারকলিপিও। তবে হবু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি করবেন, তা সময়ই বলবে।

খালেদা বেকসুর খালাস

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : একটি দুর্নীতির মামলায় বিএনপি-র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে বেকসুর খালাস দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে অসুস্থ নেত্রীর পক্ষে আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আর কোনও বাধা রইল না। খালেদা বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন। বুধবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ খালেদা, তাঁর ছেলে তারিক রহমান এবং অন্যদের ২০০৮ সালের দুর্নীতির মামলা থেকে রেহাই দেয়। এর আগে নভেম্বরে খালেদাকে অপর একটি মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সংকটে কেজরিরা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই অস্বস্তি বাড়ছে শাসক আপ এবং তাদের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। প্রথমে ক্যাগ রিপোর্ট। আর এবার আবগারি দুর্নীতির মামলায় কেজরির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইডিকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মন্ত্রক। সম্প্রতি উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা এই সংক্রান্ত অনুমোদন দিয়েছিলেন।

এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফেও সবুজ সংকেত চলে আসায় ভোটের আগে শিরঃপীড়া বাড়ল দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালের পাশাপাশি দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার ক্ষেত্রেও আইনি প্রক্রিয়ায় সবুজ সংকেত দিয়েছে শা-র মন্ত্রক।

৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। ক্যাগ ও ইডি নামক জোড়া অস্বস্তি সঙ্গে নিয়েই বুধবার নয়াদিল্লি বিধানসভা আসনে মনোনয়ন জমা দেন কেজরি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল।

তাঁকে ঘিরে আপের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় এদিন। মনোনয়ন দাখিলের আগে বাল্মীকি এবং হনুমান মন্দিরে পুজো দেন তিনি। মনোনয়ন জমা দিয়ে আপ সুপ্রিমো বলেন, 'দিল্লির উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের কাছে একটি ভিশন রয়েছে। কিন্তু বিজেপির কাছে কোনও ভিশন নেই। শুধু গালিগালাজ দিচ্ছে।' কেজরির বিরুদ্ধে বিজেপি পরবেশ বর্মাকে এবং কংগ্রেস সন্দীপ দীক্ষিতকে প্রার্থী করেছে।

২০১৫ থেকে নয়াদিল্লি আসনে জিতছেন আপ সুপ্রিমো। অপরদিকে জংপুরা আসনে এদিন মনোনয়ন জমা দেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। ১৭ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

গত বছর নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট কেজরি মামলায় বলেছিল, কোনও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না।

পদত্যাগী টিউলিপের পাশেই স্টারমার

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ব্রিটেনের সিটি মিনিস্টারের (ইকনমিক সেক্রেটারি টু দ্য ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার) পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক। তিনি সম্পর্কে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনঝি। যদিও পদত্যাগী মন্ত্রীর পাশে খোলাখুলিভাবে দাঁড়িয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। মঙ্গলবার রাতেই টিউলিপকে লেখা চিঠিতে সহকর্মী মন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিয়ে তিনি লেখেন, 'আমাদের তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে কোনও ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি। আপনার পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি বলে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছি। তবে আপনার জন্য মন্ত্রীসভার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে।'

এদিকে টিউলিপের ইস্তফার পর অর্থমন্ত্রকের অর্থসচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এমা রেনল্ডসকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস টিউলিপের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমেও টিউলিপের

দুর্নীতি বিতর্ক

'দুর্নীতি' নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়। কিন্তু খাস স্টারমার সরকার অভিযুক্ত মন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোয় এবং তাঁকে ক্লিনচিট দেওয়ায় অস্বস্তি বেড়েছে ইউনূস সরকারের।

স্টারমারকে লেখা পদত্যাগপত্রে টিউলিপ লেখেন, 'স্যর লরি ম্যাগনাস জানিয়েছেন, আমি মন্ত্রীত্বের নীতিমালা ভঙ্গ করিনি। আমার মালিকানাধীন বা ব্যবহৃত

সম্পত্তি এবং আমার সম্পদের উৎস নিয়ে কোনও অনিয়মের প্রমাণ নেই।' তিনি এও লেখেন, 'আমি জানি, আমি নির্দোষ হলেও মন্ত্রিত্বে থাকা আমার ও সরকারের ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আমি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

জবাবে টিউলিপের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিয়ে স্টারমার লেখেন, 'স্বাধীন উপদেষ্টা স্যর লরি নিশ্চিত করেছেন, আপনার বিরুদ্ধে মন্ত্রিত্বের নীতিমালা ভঙ্গের কোনও প্রমাণ মেলেনি। তবে চলমান বিতর্ক ব্রিটেনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার কাজে বাধা হতে পারে। আপনার পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি।' লেবার পার্টির নির্বাহী পরিষদের সদস্য ড. নীরজ পাতিল বলেন, 'তদন্ত শেষে টিউলিপ আবার ফিরে আসবেন। তিনি শুধু ভালো সাংসদই নন, তাঁর সততা ও জনপ্রিয়তাও প্রশ্নাতীত।'

মাধ্যমিক ভূগোলের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা 'মাধ্যমিক' একেবারে দোরগোড়ায় চলে এসেছে। আশা করি তোমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে। তোমাদের সুবিধের জন্য আজ ভূগোল বিষয়ের ওপর ৩ ও ৫ নম্বরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হল। তোমরা পাঠ্যপুস্তক ভালো করে পড়ার পাশাপাশি এই প্রশ্নগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারো।

হীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর, *শিক্ষক*
ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়
ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

প্রথম অধ্যায় :- বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ।

প্রশ্নের মান- ৫

১। নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

২। নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৩। হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৪। হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৫। হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে গড়ে ওঠা ভূমিরূপগুলির ব্যাখ্যা দাও।

৬। বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৭। বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের ব্যাখ্যা দাও।

প্রশ্নের মান -৩

১। গিরিখাত ও ক্যানিয়নের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২। জলপ্রপাতের পশ্চাৎ প্রসারণ বলতে কী বোঝো?

৩। সব নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় না কেন ?

৪। রসে মোতানে এবং ড্রামলিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৫। নদী উপত্যকা এবং হিমবাহ উপত্যকার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৬। মরু অঞ্চলে বায়ুর কাজ বেশি দেখা যায় কেন?

৭। জিউগেন এবং ইয়ারদাঙের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৮। বার্খান ও সিফ বালিয়াড়ির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯। গ্রেট গ্রিন ওয়াল কী?

দ্বিতীয় অধ্যায় : বায়ুমণ্ডল

প্রশ্নের মান : ৫

১। উষ্ণতার তারতম্যের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস করো।

২। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের কারণগুলি লেখো।

৩। বায়ুর চাপের তারতম্যের কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪। চিত্রসহ সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় বায়ুর ব্যাখ্যা দাও।

৬। জেট বায়ু কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৭। ওজোন স্তরের গুরুত্ব এবং বিনাশের কারণ লেখো।

প্রশ্নের মান-৩

১। ওজোন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা কেন বলা হয়?

২। বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

৩। এল নিনোর প্রভাব উল্লেখ করো।

৪। সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। ক্যাটাবেটিক এবং অ্যানাবেটিক বায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৬। মৌসুমিবায়ুকে স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ কেন বলা হয়?

৭। কুয়াশা ও ধোঁয়াশার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ-বারিমণ্ডল

প্রশ্নের মান- ৫

১। সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণগুলি উল্লেখ করো।

২। চিত্রসহ জোয়ার-ভাটা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্নের মান- ৩

১। সমুদ্র তরঙ্গ এবং সমুদ্র স্রোতের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২। শৈবাল সাগর কী?

৩। ভরা কোটাল এবং মরা কোটালের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪। দিনে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা কেন হয়?

৫। জোয়ার-ভাটার সুফল ও কুফলগুলি উল্লেখ করো।

চতুর্থ অধ্যায় :-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্নের মান- ৩

১। প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ করো।

২। ই-বর্জ্য কী? পরিবেশে এর প্রভাব উল্লেখ করো।

৩। উৎস অনুযায়ী বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ করো।

৪। বিষহীন বর্জ্য এবং বিষাক্ত বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

৬। 4R কী?

৭ ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের প্রভাব লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়:- ভারত

প্রশ্নের মান-৫

১। পশ্চিম হিমালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

২। প্রস্থ বরাবর হিমালয় পর্বতের শ্রেণিবিভাগ করে ব্যাখ্যা দাও।

৩। গাঙ্গেয় সমভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। ভারতের জলসেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।

৬। ভারতের জলবায়ুর মুখ্য নিয়ন্ত্রকগুলি উল্লেখ করো।

৭। ভারতের জলবায়ুর ওপর মৌসুমিবায়ুর প্রভাব আলোচনা করো।

৮। ভারতের দুই প্রকার মৃত্তিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯। মৃত্তিকা ক্ষয়ের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করো।

১০। মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ ও সংরক্ষণের উপায়গুলি লেখো।

১১। অরণ্য সংরক্ষণের উপায়গুলি আলোচনা করো।

১২। ভারতের কৃষির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

১৩। গম চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৪। কার্পাস চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৫। চা চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৬। পঞ্জাব, হরিয়ানায় কৃষির উন্নতির কারণগুলি লেখো।

১৭। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পেট্রোরসায়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি লেখো।

১৮। পূর্ব ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি লেখো।

১৯। সাম্প্রতিককালে ভারতে অটোমোবাইল শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো।

২০। ভারতে অসম জনবণ্টনের কারণগুলি আলোচনা করো।

২১। ভারতে নগরায়ণের সমস্যাগুলি আলোচনা করো।

প্রশ্নের মান- ৩

১। টীকা লেখো -পূর্বাচল

২। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী হলেও নর্মদা ও তাপ্তি পশ্চিমবাহিনী কেন হয়েছে?

৩। টীকা লিখ- DVC

৪। অতিরিক্ত জলসেচের বা ভৌমজল ব্যবহারের কুফল উল্লেখ করো।

৫। মৌসুমিবায়ুর ওপর জেট বায়ুর প্রভাব লেখো।

৬। সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৭। শিল্পের অবস্থানের ওপর কাঁচামালের প্রভাব উল্লেখ করো।

৮। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ভারতের উন্নতির কারণ লেখো।

৯। কাকে কেন ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয়?

১০। ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ লেখো।

১১। বাজারকেন্দ্রিক উদ্যান কৃষি কাকে বলে? এর শ্রেণিবিভাগ করো।

১২। পরিবহণ ও যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

ষষ্ঠ অধ্যায়:- উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র

প্রশ্নের মান- ৩

১। উপগ্রহ চিত্র সংগ্রহের উপাদানগুলি উল্লেখ করো।

২। ভূসমলয় এবং সূর্য সমলয় উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩। উপগ্রহ চিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪। TCC এবং FCC-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। দূর সংবেদন ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধা উল্লেখ করো।

৬। উপগ্রহ চিত্রের ব্যবহারগুলি লেখো।

৭। ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের তিনটি গুরুত্ব উল্লেখ করো।

৮ ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য লেখো।

৯। ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র এবং বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

প্রতিটি অধ্যায়ে স্পষ্ট ধারণা রেখো

টপার্স টিপস

২০২৪ মাধ্যমিকে কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র অনিদীপ সরকার ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ছেলেদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ভৌতবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর ৯৬। বর্তমানে সে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল **অনিদীপ সরকার**।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, যারা ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছ, তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও তৎসহ অভিনন্দন।

আজ আমি আমার ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে নিয়েছিলাম সেই অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি যা তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারে। ভৌতবিজ্ঞান বিষয়টি পড়তে আমার ভালোই লাগত। এবার আসি দশম শ্রেণির ভৌতবিজ্ঞানে যে যে অধ্যায়গুলো রয়েছে যেমন- আলো, চলতড়িৎ, জৈব রসায়ন, চুম্বক ও তার ক্রিয়াকৌশল ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে। আমি এসব বিষয় যত্ন করে পড়েছিলাম এবং এগুলো থেকে পরীক্ষায় আগত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করেছিলাম। সারাবছরের অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই এগুলো অধ্যয়ন করতে পেরেছিলাম। টেস্ট পরীক্ষায় মোটামুটি ভালোই ফল করেছিলাম। তবে পরিশ্রমের মাত্রা টেস্ট পরীক্ষার পরে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি মূলত দু-তিনটে পাঠ্যবই পড়তাম ভৌতবিজ্ঞানের জন্য। এছাড়া কিছু রেফারেন্স বইও অধ্যয়ন করতাম। রীতিমতো বাড়িতে বসে তিন ঘণ্টার আসল মাধ্যমিক পরীক্ষার মতোই প্র্যাকটিস করতাম।

এছাড়া আরেকটি কথা বলে রাখি, ভৌতবিজ্ঞানে ভালো ফলাফল পেতে হলে প্রতিটি অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞানের বিষয়, সুতরাং শুধু মুখস্থ করলে চলবে না।

আমি বিগত কয়েক বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান করে MCQ ও SAQ-এর উপর জোর দিয়েছিলাম। এছাড়াও বিভিন্ন টেস্ট পেপার ও প্রশ্নবিচিত্রা সমাধান করে অনেক অজানা প্রশ্নের সন্ধান করে সেগুলোকে এক আলাদা খাতায় লিখে পড়তাম। আলো, চলতড়িৎ- এই দুটো বিষয় থেকে বিভিন্নরকম numerical সমাধান করেছিলাম। জৈব রসায়ন অধ্যায় থেকে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বিক্রিয়াসমূহ খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। পরীক্ষার খাতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লেখার চেষ্টা করতে হবে যাতে পরীক্ষকের খাতা দেখতে সুবিধা হয়। আমিও পরিষ্কার করে লিখে শেষ ঘণ্টা বাজার ১০ মিনিট আগেই পরীক্ষার লেখা শেষ করেছিলাম। ফলে আমি খাতা চেক করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রশ্নে প্রয়োজন মতো ছবি বা Diagram পাশে ছোট বক্স করে অঙ্কন করেছিলাম এবং Marks Distribution ও Time Management -এর কথা মাথায় রেখে প্রতিটি প্রশ্নের To the Point উত্তর লিখেছিলাম।

অবশেষে আমি মনে করি, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর পড়ার পদ্ধতি বা কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হয়। আশা করি তোমরা এসব কৌশল অনুশীলন করলে তোমাদের পরীক্ষার ফল অবশ্যই ভালো হবে। সবাই ভালো করে পড়, প্রস্তুতি নাও। প্রত্যেকের জন্য অনেক শুভকামনা রইল।

বিষয় জীবনবিজ্ঞান

পৌলমী সরকার, *শিক্ষক*
চকচকা উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

পূর্ব প্রকাশের পর

অধ্যায় ৪ : অভিব্যক্তি ও অভিযোজন-

১) তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব কীভাবে বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে- ব্যাখ্যা করো।(৫)

অথবা, উটের অতিরিক্ত জলক্ষয় সহন ক্ষমতার সঙ্গে এদের লোহিত রক্তকণিকার (RBC) বিশেষ চরিত্রটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? (৩)

২) খাদ্য সংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তার উদাহরণ দাও। (৩)

ক্যাকটাসের তিনটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (৩)

৩) কোয়াসারভেট ও হট ডাইলিউট সুপ কী? (২) মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব বর্ণনা করো। (২)

৪) ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করো। (২)

৫) সমবৃত্তীয় অঙ্গ কী ধরনের বিবর্তনকে সমর্থন করে তা উদাহরণ সহ লেখো। (২)

৬) 'হৃদপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যার পরিবর্তন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিব্যক্তির পথ সুগম করেছে'- বক্তব্যটি যুক্তি সহ প্রমাণ করো (৫)

জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষা থেকে আদিম পরিবেশ সম্পর্কে কী কী ধারণা পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ করো। (৫)

৭) সুন্দরী গাছের লবণ সহনের জন্য যে কোনও দুটি অভিযোজন উল্লেখ করো। (২)

৮) মানুষের দুটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম লেখো। জীবন্ত জীবাশ্ম কী? (১+১)

৯) শব্দচিত্রের সাহায্যে ঘোড়ার বিবর্তন বিবৃত করো। (৩)

১০) দুটি জীবের মধ্যে ভিন্নতাই হল প্রকরণ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো। (২)

বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিস কী জন্য বিখ্যাত?(১)

১১) যোগ্যতমের উদ্বর্তন কীভাবে ঘটেছে তার দুটি উদাহরণ দাও। (২)

১২) উটের পাকস্থলীর অভিযোজনগত গুরুত্ব কী? (২)

অধ্যায় ৫ : পরিবেশ ও তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ-

১) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইন সিটু ও এক্স সিটু সংরক্ষণের পার্থক্য লেখো : (১+১)

সংরক্ষণ স্থান, বিবর্তনের সম্ভাবনা।

২) কোনও একটি দেশে একাধিক হটস্পট আছে, কিন্তু অপর কোনও একটি দেশে একটিও হটস্পট নেই-- এর থেকে তুমি কী কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো? (২)

৩) মিষ্টি জলের উৎসগুলি কীভাবে দূষিত হয় তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত জানাও। (৩)

৪) বিরল প্রজাতিগুলি জিনগতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত-- এর অর্থ কী? (২)

৫) ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দুটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ প্রস্তাব করো। (২)

৬) 'জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অকল্পনীয়'- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বরূপে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করো-(১+১+১)

মাধ্যমিক ২০২৫

ড্রাগ ও ওষুধ প্রস্তুতিতে জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে জীববৈচিত্র্য। জলের আবর্জনা কীভাবে জলাশয় ইউট্রিফিকেশন ঘটায়? (২)

৭) পপুলেশনের উপর একটি সমীক্ষা করে তার বৈশিষ্ট্য রূপে জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পপুলেশন ঘনত্ব এরকম বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা লিপিবদ্ধ করো।

বিপন্ন প্রজাতি কী? (১)

৮) প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো : (১+১)

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা,
সংরক্ষিত জীবের প্রকৃতি।

৯) মানব জীবনের ওপর শব্দ দূষণের কুফলগুলি আলোচনা করো। অ্যালগাল ব্লুম কী? (৩+১)

১০) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রায়ো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো : (১+১)

বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি
বিপন্ন প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি

১১) প্রদত্ত উদাহরণগুলি কী ধরনের ইন সিটু সংরক্ষণ? (০.৫x৬)

a) পশ্চিমবঙ্গের গরুমারা b)অসমের মানস c) গুজরাটের গির d) মধ্যপ্রদেশের কানহা e) কর্ণাটকের বন্দিপুর f) পশ্চিমবঙ্গের বেথুয়াডহরি।

১২) লোমস চামড়া ও ঝালরের মতো সুন্দর লেজের লোভে চোরাশিকারের ফলে বিপন্ন হচ্ছে প্রাণীটি। এখানে যে প্রাণীটি সম্পর্কে বক্তব্যটি মনে হচ্ছে তার সংরক্ষণ সম্পর্কে নিজের মতামত দাও (৩)

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় গন্ডার প্রকল্প রয়েছে? (১)

১৩) নাইট্রোজেন চক্রের ধাপসমূহ একটি পর্যায়চিত্রের সাহায্যে দেখাও। (৫)

১৪) বাঘের সংখ্যা বাড়াতে গেলে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে তার তালিকা তৈরি করো। (৩)

অথবা, কুমিরের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দুটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ লেখো। (৩) পরিবেশগত কী কী কারণে মানুষের ক্যানসার হতে পারে? (২)

১৫) দুটি ভেষজ উদ্ভিদ যাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে অতি ব্যবহারের জন্য, তাদের নাম লেখো। (২)

PBR -এ কী কী তথ্য মজুত থাকে? (২)

১৬) 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একটি বহুমুখী সংরক্ষণ ব্যবস্থা' -এর সপক্ষে যুক্তি দাও। (২)

১৭) অ্যাসিড বৃষ্টি কীভাবে জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতি করে তার সপক্ষে উদাহরণ দাও। SPM কী? (২+১)

১৮) তোমার আশপাশে জলের উৎসগুলি কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। (৩)

ওজোন গহ্বর বলতে কী বোঝো? (১)

১৯) প্রদত্ত ঘটনাগুলির সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে তা লেখো : (০.৫x৪)

a) হাঁপানি b) ক্যানসার c) চর্মরোগ d) বধিরতা

দূষণের সঙ্গে মাছ ও পাখির সংখ্যা হ্রাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো। (২)

২০) জলাভূমিকে প্রকৃতির বৃক্ক বলে কেন? (১)

প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করো- (১x৩)

a/অরণ্য b/কৃষিজমি c/ জলাভূমি।

২১) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- অঙ্কোজিন ও মেটাস্ট্যাসিস। (১+১)

২২) 'পুকুর থেকে তোলা টাটকা মাছ কি দূষণের প্রভাবমুক্ত'- বক্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও। (২)

বন্যপ্রাণী আইন অনুসারে অভয়ারণ্যে যে যে কাজ নিষিদ্ধ তার যে কোনও চারটি তালিকাভুক্ত করো। (২)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

ত্রয়োদশ অধ্যায় :
জৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2

1. কার্বন পরমাণুর ক্যাটিনেশন ধর্ম বলতে কী বোঝায়?

2. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ বলতে কী বোঝায়?

3. কার্যকরী মূলক কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ফেনলে উপস্থিত কার্যকরী মূলকের সংকেত লেখো।

4. সমগণীয় শ্রেণির যে কোনও দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

5. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

6. গঠনগত সমাবয়বতা ও অবস্থানঘটিত সমাবয়বতার উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

7. কীভাবে রূপান্তরিত করবে? --- ইথিলিন থেকে অ্যাসিটিলিন।

8. সমাবয়বতা কাকে বলে? উদাহরণ দাও। LPG-এর প্রধান উপাদান কী?

9. তরল বা গ্যাসীয় ব্রোমিনের সঙ্গে অ্যাসিটিলিনের বিক্রিয়ায় কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো।

10. Na দ্বারা ইথানল শুষ্ক করা যায় না কিন্তু ডাইমিথাইল ইথার শুষ্ক করা যায় কেন?

প্রশ্নমান 3

1. জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের ধর্মের পার্থক্যগুলি লেখো।

2. কার্বনের চতুস্তলকীয় মডেল অনুসারে মিথেন অণুর গঠন ব্যাখ্যা করো।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

3. মিথেনের শিল্প উৎস ও এর প্রধান ব্যবহার লেখো।

4. রেকটিফায়েড স্পিরিট বলতে কী বোঝো? দুটি জৈব ভঙ্গুর পলিমারের উদাহরণ দাও। জৈব ভঙ্গুর পলিমারের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

5. মিথেনের সঙ্গে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার প্রথম ধাপ শর্ত সহ লেখো। টেফলনের মনোমারের নাম ও একটি ব্যবহার লেখো।

6. অ্যালকেন কাকে বলে? এর সাধারণ সংকেত লেখো। সরলতম অ্যালকেনের নাম লেখো।

7. এস্টারিফিকেশন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

8. ইথেনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কিন্তু ইথিলিনকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন?

9. CNG-এর শিল্প উৎস কী? জ্বালানিরূপে CNG ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

10. ইথিলিনের পলিমারিজেশন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? শর্ত সহ সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার সমীকরণটি উল্লেখ করো। LPG সিলিন্ডারে ব্যবহৃত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটির নাম লেখো।

উপরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো ছাড়াও জৈব রসায়ন অধ্যায়ের বিভিন্ন জৈব যৌগের IUPAC নামগুলো খুব ভালো মতো পড়ে নেবে। নীচে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম কয়েকটি জৈব যৌগের IUPAC নামগুলো শিখে নেবে।

IUPAC নাম লেখো :

(i) CH_3COOH, (ii) $CH_3CH(OH)CH_3$, (iii) CH_3-CO-CH_3, (iv) CH_3CH_2CHO, (v) $CH_3CH_2CH_2OH$, (vi) CH_3CHO, (vii) CH_3-O-CH_3, (viii) $CH_3CH(Cl)CH_3$, (ix) $(CH_3)_3CCHO$, (x) $(CH_3)_3COH$

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়

হারিয়ে যাচ্ছে নদী! তোমার এলাকায় নদীর প্রবাহমানতা ঠিক রাখতে কীভাবে সবার চেষ্টা করা উচিত বলে তুমি মনে করো?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ছোট্ট তারা

মাল শহরের উত্তর কলোনির ৬ বছর বয়সি উপাংশ বিশ্বাস রাজ্যস্তরের আইটিএফ তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ সিলভার মেডেল পেয়েছে।

নতুন স্কুলে ভয় কাটাতে অভিনব উদ্যোগ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : প্রথম দিনের স্কুল মানেই কান্নাকাটি, মাকে খোঁজা। ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে মায়ের কাছে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু বুধবার এর ঠিক উলটো ছবি ধরা পড়ল জলপাইগুড়ির ফণীন্দ্রদেব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নাচে-গানে খুদে পড়ুয়ারা মেতে উঠল শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ নতুন বন্ধুদের সঙ্গে। অজান্তেই তৈরি হল এক গভীর সম্পর্ক।

প্রাক প্রাইমারি পড়ুয়াদের স্কুল জীবনে প্রথম পা রাখার দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল ফণীন্দ্রদেব প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, মিড-ডে মিলের সঙ্গে পাতে পড়ল পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে নলেন গুড়ের পায়েসও।

প্রাক প্রাইমারির পড়ুয়াদের স্কুলে প্রথম পা রাখার উৎসবটির নামকরণ করা হয়েছে নবীনবরণ। বিদ্যালয়ের গেট থেকে শুরু করে ক্লাসরুম সাজানো হয়েছিল বেলুন দিয়ে। করিডরজুড়ে ছিল কার্টুন চরিত্রের কার্টআউট। এক উৎসবের মেজাজে শিশুরা। গোলাপ ফুল, মিষ্টিমুখ করে, চন্দনের তিলক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় পড়ুয়াদের। আসলে নবীনবরণ কথাটির সঙ্গে স্কুল পেরিয়ে কলেজের গণ্ডিতে পা দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত থাকলেও, ছোট্ট পড়ুয়ারা এ প্রসঙ্গে কিছুই জানে না। তবে, এদিন অজান্তেই নবীনবরণের অনেকটা আভাস পেল তারা। নতুন স্কুল, কলেজে গেলে কী হয়, কীভাবে তাদের বরণ করা হয়, নতুন বন্ধু পাওয়া যায় সবই বোঝার চেষ্টা করল তারা। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ কেন? প্রথম দিন স্কুলে পড়ুয়ারা এলেই কান্না জুড়ে দেয়। ফলে পরের দিন থেকে স্কুলে নিয়ে আসতে অভিভাবকদের অনেকটা সমস্যায় পড়তে হয়। পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার কমতে থাকে। স্কুলে এসে বিদ্যালাভের সঙ্গে খেলাধুলো সবই শিখবে তারা। তৈরি হবে বন্ধু, গড়ে উঠবে বিদ্যালয়ের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু বিদ্যালয়ে আসতে গিয়ে কোনওরকম ভয়ভীতি তৈরি না হয় সেজন্যই এই উদ্যোগ বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

প্রাক প্রাথমিকের বাচ্চাদের সঙ্গে মেতে উঠলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

এবিষয়ে ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম বলেন, 'ছোট ছোট পড়ুয়ারা বাড়ির পরিবেশ থেকে নতুন পরিবেশে এলে পড়ুয়াদের মনে অনেকরকম ভয়ভীতি তৈরি হয়। এই ভয়ভীতি কাটাতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। এতে স্কুলের পঠনপাঠনে কোনও ভীতি কাজ না করবে না বলে আশাবাদী আমরা। তাই বরণ করার পাশাপাশি গান চালিয়ে বেশ কিছুটা সময় ওদের সঙ্গে কাটালাম আমরা। ছুটির ক্যালেন্ডারও তুলে দেওয়া হয়।' প্রথম দিন স্কুলে এসেই জয়শ পাল, তৃষাণজিৎ বিশ্বাস, ধ্রুবজ্যোতি হাজরা খুব খুশি নতুন বন্ধু পেয়ে।

এদিন সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও নবীনবরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষিকারা ছাত্রীদের হাত ধরে বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে প্রবেশ করান।

মাত্র কয়েকজন কর্মী নিয়েই সামলাতে হচ্ছে ময়নাগুড়ি পুরসভার কাজকর্ম।

ময়নাগুড়ি পুরসভা

কর্মীসংকটে বাড়ছে চাপ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি পুরসভা চলছে মাত্র ১৪ জন কর্মী নিয়ে। ওই কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই ডেপুটেশন ও চুক্তিভিত্তিক। মাত্র ১ জন কর্মী স্থায়ী। ১৭ ওয়ার্ড বিশিষ্ট পুরসভার বিভিন্ন কাজ সামাল দিতে হিমসিম অবস্থা কর্মীদের। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে লিখিতভাবে বিভিন্ন পদের জন্য স্থায়ী কর্মীর দাবি জানিয়েছে পুরসভা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুরকর্মীর অভিযোগ, 'পুরসভায় ভয়ংকর কর্মীসংকট। এই কয়েকজন মিলে সব কাজ সামলে নেওয়া বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাইকে সব কাজ করতে হচ্ছে। এভাবে কাজ করতে গিয়ে আমাদের ওপর খুব চাপ পড়ছে।'

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় কর্মীসংকটের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে লিখিতভাবে ৩৮ জন কর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে।'

২০২১ সালে ময়নাগুড়ি পুরসভা এলকার তকমা পায়। তারপর ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোট্ট হলঘর ভাড়া নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু হয়। তিন বছরে কেবল ফিন্যান্স অফিসার পদে বিক্রম দাস স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এত বড় একটা পুরসভায় নেই কোনও স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার। মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি সাপ্তাহে একদিনের জন্য পুরসভার অফিসে যান। সেই সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আরও তিন কর্মী ও পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারও চুক্তিভিত্তিক।

ময়নাগুড়ি পুরসভায় অন্তত ষাট থেকে সত্তরজন কর্মী প্রয়োজন বলে মনে করছেন এক অস্থায়ী কর্মী। যার ধারেকাছেও নেই এই পুরসভা। যিনি পুরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছেন তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী। পুরসভা কর্তৃপক্ষই বলছে, এই ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে।

> আমরা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে লিখিতভাবে ৩৮ জন কর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে।
>
> **-মনোজ রায়**
> ভাইস চেয়ারম্যান

পুরসভার নিজস্ব অফিস বিল্ডিং তৈরি হয়নি এখনও। শহরে উদ্যানের পাশেই এক একরের সামান্য বেশি জমি রয়েছে পুরসভার। সেখানেই পুরসভার নিজস্ব অফিস বিল্ডিংয়ের জন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তার টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অফিস বিল্ডিং নির্মাণ শুরু হবে। সেই সঙ্গে কর্মীসংকটের সমস্যারও সমাধান হবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

কুমলাই নদীতে আবর্জনার স্তূপে অগ্নিকাণ্ড। -সংবাদচিত্র

ধূপগুড়ি পুরসভার ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন

আবর্জনায় আগুন, শহর ঢাকল ধোঁয়ায়

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : এবারে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তোলপাড় ধূপগুড়ি। বুধবার শহরের কুমলাই সেতুর নীচে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপে আগুনকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে আগুন নেভাতে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কুমলাই সেতুর নীচে আবর্জনা জমে রয়েছে। পুরসভার কোনও হেলদোল নেই আবর্জনা পরিষ্কার করার। মাঝেমধ্যে আবর্জনাতে লেগে যাচ্ছে আগুন। আর সেই আগুন ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। বর্তমানে ধূপগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে যাওয়া কুমলাই নদী দেখলে বোঝার উপায় নেই এটা নদী, নাকি ডাম্পিং গ্রাউন্ড! শহরের সব আবর্জনা এই নদীতে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। এদিন অগ্নিকাণ্ডের জেরে ওই এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল।

শুধু নদী নয়, এখন সেতুর ওপরও ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। দুর্গন্ধে পথচারীদের মুখে কাপড় দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়া সাহা বলেন, 'দুর্গন্ধে এই রাস্তা দিয়ে চলা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সেতুর ওপরে আবর্জনা জমে থাকছে। পুরসভার উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া।'

দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ আশপাশের ব্যবসায়ীরাও। তার ওপর এই আবর্জনায় মাঝেমধ্যেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। আর তাতেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। কারণ, এরকম অগ্নিকাণ্ড থেকে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া সেতুর নীচে আগুন লাগার ঘটনায় প্রভাব পড়তে পারে সেতুতে, এমনটাই মনে করছেন তাঁরা। এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, কুমলাই নদীতে আবর্জনায় কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া আগুন লাগার কোনও উপায় নেই। এর আগেও পুরসভাকে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা জানানো হয়েছে। তারপরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এভাবে বারবার আগুন লাগার ঘটনায় যথেষ্ট বিরক্ত দমকলকর্মীরা। যদিও প্রকাশ্যে তাঁরা কিছুই বলতে নারাজ।

সমস্যা যেখানে

- কুমলাই সেতুর নীচে জমে আবর্জনা
- পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেই পুরসভার
- মাঝেমধ্যে আবর্জনাতে লেগে যাচ্ছে আগুন
- আর সেই আগুন ভয়াবহ আকার নিচ্ছে
- কুমলাই দেখলে বোঝার উপায় নেই এটা নদী, নাকি ডাম্পিং গ্রাউন্ড

> পুরসভার নজর নেই এটা একদম ভুল। আর শুধু পুরসভার দোষ দিয়ে কী হবে! সবার প্রথমে সাধারণ মানুষকে সজাগ হতে হবে।
>
> **-রাজেশকুমার সিং**
> ভাইস চেয়ারম্যান

এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে। দিনের পর দিন আবর্জনা জমে থাকলেও পরিষ্কারের উদ্যোগ নেই। নদীও হারিয়ে যাচ্ছে আবর্জনার স্তূপে। যদিও পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংয়ের বক্তব্য, 'পুরসভার নজর নেই এটা একদম ভুল। আর শুধু পুরসভার দোষ দিয়ে কী হবে! সবার প্রথমে সাধারণ মানুষকে সজাগ হতে হবে। আমাদের বড় সমস্যা ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই ধূপগুড়ি শহরে। সেটা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। আশা করছি খুব দ্রুত সমস্যা সমাধান হবে। আর কারা আবর্জনাতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে তা পুলিশকে বলব তদন্ত করে দেখতে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	০

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৫
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

বায়না আসছে থিমের সরস্বতী প্রতিমার

ময়নাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : আর কয়েকদিন বাদেই বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠবে আট থেকে আশি। কুমোরটুলির প্রতিমা পৌঁছে যাবে বাড়ি বাড়ি, স্কুল-কলেজে। হাতে তাই সময় খুব কম মৃৎশিল্পীদের। কাঠামোয় খড় বেঁধে ও মাটির প্রলেপ দেওয়ার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ময়নাগুড়ির বেশিরভাগ কুমোরটুলিতেই। ইতিমধ্যে প্রতিমার জন্য বায়নাও আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। সাবেকি প্রতিমার পাশাপাশি থিমের প্রতিমার বায়নাও আসছে মৃৎশিল্পীদের কাছে।

ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এবছর সরস্বতীপুজো হবে ৩ ফেব্রুয়ারি। কুমোরটুলির শিল্পীরা জানাচ্ছেন, স্কুল, কলেজ সহ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ক্লাবে বড় প্রতিমার বায়না হয় ঠিকই। তবে, বাংলায় বাড়িতে বাড়িতে ছোট ছাঁচে তৈরি সরস্বতীমূর্তির কদর বেশি। সেকারণে মৃৎশিল্পীদের কারখানায় বড় প্রতিমার পাশাপাশি কয়েকশো ছোট সরস্বতীমূর্তিও তৈরি হচ্ছে। ময়নাগুড়ির শিল্পীদের কারখানা থেকে মূর্তিগুলি চলে যায় আশপাশের বিভিন্ন বাজারে। পাইকারি বিক্রি করার পাশাপাশি নিজেরা খুচরো বিক্রিও করেন । হাসপাতালপাড়ার মৃৎশিল্পী নির্মল পাল বলেন, 'একাধিক স্কুল থেকে প্রতিমার বায়না এসে গিয়েছে। বায়নার প্রতিমাগুলি আগে তৈরি হচ্ছে।' আরেক মৃৎশিল্পী বিকাশ রায়ের বক্তব্য, 'এখন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই থিমের সরস্বতী প্রতিমার বায়না করা হয়। তাই হরেক থিমের প্রতিমাও চিন্তাভাবনায় রয়েছে।'

প্রথমবার অধিবেশন

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : প্রসন্ন দেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস কংগ্রেসের ৪০তম বার্ষিক অধিবেশন হবে ১৭ থেকে ১৯ জানুয়ারি। এই অধিবেশনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৫০ জনের কাছাকাছি গবেষক, অধ্যাপক, শিক্ষক, কবি, প্রাবন্ধিক যোগ দেবেন। তিনদিনের এই অধিবেশনে বইপ্রেমীরাও অংশ নেবেন বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। প্রায় ২০ জনের মতো প্রকাশক এই অধিবেশনে হাজির থাকবেন। কলকাতা এবং স্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা তাদের বইয়ের স্টল দেবে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ জানান, জলপাইগুড়িতে এই প্রথম ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে।

বার্ষিক অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে ২৭ জানুয়ারি থেকে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তথা কালচারাল কমিটির কনভেনার ডঃ ভজন বসাক বিষয়টি জানিয়েছেন। ভজন বলেন, 'এবছর কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাজেট প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। ২৮ তারিখ সংগীতশিল্পী নাকাশ আজিজ আসবেন। অনুষ্ঠানে প্রবেশের জন্য কলেজ পড়ুয়াদের ২০-২২ জানুয়ারি পর্যন্ত পাস দেওয়া হবে। এছাড়া প্রাক্তনীদের জন্য ২৭ তারিখে পুনর্মিলন উৎসব থাকছে।' তাঁর সংযোজন, '১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সাতদিনব্যাপী জেনারেল কম্পিটিশন চলবে। সেখানে কলেজের ২৬টি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান ও খেলাধুলোয় অংশ নেবেন।'

আয়ুষমেলা শুরু

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগে বুধবার থেকে সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে শুরু হল আয়ুষমেলা। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শামা পারভিন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার প্রমুখ। এদিন মেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক। তিনদিনব্যাপী এই মেলায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের পাশাপাশি থাকছে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ভেষজ গাছের প্রদর্শনী এবং চারা বিতরণ।

যক্ষ্মা দূরীকরণ কর্মসূচি

মালবাজার, ১৫ জানুয়ারি : মাল পুরসভার সভাকক্ষে বুধবার দপ্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে যক্ষ্মা দূরীকরণের কর্মসূচি শুরু হল। এই কর্মসূচি চলবে আগামী ২৪ মার্চ পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুরসভার স্বাস্থ্য সচিব সুপ্রতিম দাস বলেন, 'সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সব নিয়ম মেনে টিবি দূরীকরণের সবরকম ব্যবস্থা করব আমরা।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার মেডিকেল অফিসার ডাঃ জেএন সরকার সহ অন্য আধিকারিকরা।

জলপাইগুড়িতে 'স্পেস অন হুইলস'

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির সোনাউল্লা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এরই একটি অংশ হিসেবে বুধবার স্কুল চত্বরে ইসরোর 'স্পেস অন হুইলস' এসে হাজির হয়। স্পেস অন হুইলস আদতে একটি বাস যেটিতে আছে ইসরো সম্বন্ধীয় নানা ধরনের মডেল, প্রোজেক্টর ইত্যাদি। বাসটিতে বসে শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা ইসরো কী এবং কীভাবে কাজ করে তা জানতে পারে। এছাড়াও ওই বাসটির মাধ্যমেই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, রকেট সহ মহাকাশের নানান বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেয় পড়ুয়ারা।

স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি গৌতম দাস বলেন, 'ইসরো আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে বলে আমরা খুবই খুশি। স্কুল পড়ুয়ারাও উপকৃত হল।' প্রধান শিক্ষক অনির্বাণ সেন বলেন, 'এদিন শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা একদিকে ইসরোর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারল। তারা স্যাটেলাইট, চন্দ্রযান সহ আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারল। আশা রাখছি এই জ্ঞান তাদের শিক্ষার গতিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।'

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

খুদেদের খেলার মাঠ বেহাল

মালবাজার, ১৫ জানুয়ারি : যে কোনও খেলাতেই মালবাজারের কলোনি ময়দানের গুরুত্ব সকলের কাছেই বেশি। তবে মাঠের সাম্প্রতিক অবস্থা একেবারেই খেলার উপযোগী নেই। বালি-পাথরে ভরে থাকে গোটা মাঠ। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠান চলে এই মাঠেই। তবুও ওই মাঠেই প্রতিদিন চলে ছোটদের ক্রিকেট। আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও বেশ ঝুঁকি নিয়েই খেলে সেখানে। আদর্শ বিদ্যাভবনের এক পড়ুয়া ঈশান মণ্ডলের কথায়, 'মাঝেমধ্যেই ক্রিকেট খেলতে মাঠে আসি। তবে মাঠের অবস্থা খুবই খারাপ তাই অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে খেলতে হয়।' মাঠটির সংস্কার করা হলে নির্বিঘ্নে খেলতে পারবে এলাকার খুদে খেলোয়াড়রা। যদিও মাঠটি নিয়ে আইনি জটিলতা থাকায় সংস্কার করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুরসভা।

খেলার অনুপযুক্ত কলোনি ময়দান।

একই পথে একাংশে ম্যাস্টিক আরেক অংশ বেহাল।

ধূপগুড়ি

ওয়ার্ড সীমায় সমস্যা

ধূপগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : শহরের দুই ওয়ার্ডের সীমায় যাঁদের বাড়ি তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়ন থেকে যেমন বঞ্চিত থাকছেন, তেমনই কাজ হলেও দেরি হচ্ছে অনেক। পুর এলাকার ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে একই রাস্তা দুই, তিন বা চারটি ওয়ার্ডের মাঝে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তাই দুই ওয়ার্ডের মধ্যে সীমার কাজ করছে। সেসব জায়গায় সমস্যা জটিল। সিনেমাহল মোড় থেকে যে রাস্তা ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ঋষি অরবিন্দপিল্ল হয়ে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের মধ্যে দিয়ে শেষে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর রেলগেট পর্যন্ত গিয়েছে তার মধ্যে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অংশে ম্যাস্টিক হয়ে গেলেও একই পথে বাকি দুই ওয়ার্ডের অংশ ভাঙাচোরা, ধুলোময়।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের জীবন নাগের কথায়, 'যেসব রাস্তার দু'দিকে দুই ওয়ার্ড, সেটা দেখভাল এমনকি দু'দিকের ড্রেন সাফাইও দুই রকম। কে কাজ করবে সেই ফয়সালা হতে দেরি হওয়ায় কাজও হয় ধীরে।' পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'ওয়ার্ড সীমার মাঝের রাস্তা, নিকাশিনালা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর একটা হিসেব আমরা করছি।'

তথ্য : অভিষেক ঘোষ এবং সপ্তর্ষি সরকার

গ্রামে নিজে স্কুল খুলে আকাশ ছোঁয়ার লক্ষ্য

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

একসময় চড়কডাঙ্গির গ্রামাঞ্চলের স্কুলে ইংরেজি পড়াতেন জলপাইগুড়ির মেয়ে সুদীপ্তা ঘোষ। পরবর্তীতে লকডাউন পেরিয়ে সদর ব্লকের ক্যাম্পেরহাটে নিজের স্কুল। গ্রামের পড়ুয়াদের ইংরেজি শেখানোই লক্ষ্য। এই উদ্যোগে আরও কয়েকজনকে শামিল করেছেন। সংসার-সন্তান সামলে এই স্বাবলম্বী হওয়ার গল্পকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। লিখেছেন **অনসূয়া চৌধুরী**

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : শিক্ষকতা দিয়েই একসময় শুরু হয়েছিল নিজের কর্মজীবন। তবে শহুরে নয়, গ্রামাঞ্চলের পড়ুয়াদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করাই ছিল জলপাইগুড়ির সুদীপ্তা ঘোষের একসময়ের পছন্দের কাজ। তারপর সময় বদলেছে। সুদীপ্তা নিজের জীবনে উপভোগ করেছেন মাতৃত্বের স্বাদ। তবে ভালো লাগার পেশা থেকে বেশিদিন দূরে থাকতে পারেননি। গ্রামে নিজেই খুলেছেন একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। নিজের সঙ্গেই তাঁর মতো আরও কয়েকজনকে স্বাবলম্বী করার দায়িত্বও এখন তাঁর।

শহরের ৪ নম্বর গুমটি সংলগ্ন মজসিদ এলাকার বাসিন্দা সুদীপ্তা । নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে তাঁর সফল হয়েছিল যখন তিনি একসময় গ্রামাঞ্চলের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। পড়ুয়াদের তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং ইংরেজি ভাষা শেখার প্রবল ইচ্ছে তাঁকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করত। আগে তিনি পড়াতেন শহর সংলগ্ন চড়কডাঙ্গি এলাকার একটি স্কুলে। পরবর্তীতে গ্রামের বাচ্চাদের ভালোবাসায় নিজেই একটি স্কুল খুলেছেন এখন।

শুধু তাই নয়, ওই এলাকার দুজন মহিলাকে নিজের স্কুলে চাকরিও দিয়েছেন সুদীপ্তা। তিনি বলেন, 'চাকরির সুবাদে ছোট শিশুদের ইংরেজি শেখার ও লেখার অদম্য জেদ আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সন্তান হওয়ার সময় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে ভেবেছিলাম কোনওদিন যদি স্কুল খোলার সুযোগ হয় তাহলে গ্রামেই খুলব। আজ ওদের জন্যই আমি প্রতিষ্ঠিত।' ২০২১ সালের মার্চ মাসে তাঁর সন্তান জন্ম নেয়। তারপরে যখন আবার নিজে কিছু একটা করার কথা সুদীপ্তার মাথায় আসে তখন বাধা হয় অতিমারি। লকডাউন পরিস্থিতিতে কিছু করা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই আগের স্কুলের এলাকার বাচ্চাদের আবদারে প্রতিদিন প্রায় ২৪ কিলোমিটার যাতায়াত করে টিউশন পড়ানো শুরু করেন। তারপরে ২০২৩ সালে সদর ব্লকের ক্যাম্পেরহাট এলাকায় একটি স্কুল চালু করেন সুদীপ্তা। মাত্র ৪০ জন পড়ুয়া ও তিনজন শিক্ষিকা প্রথমে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন। এখন সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১০০।

ক্লাস নিতে ব্যস্ত সুদীপ্তা ঘোষ।

চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত তাঁর স্কুলে পড়ে অনেকেই শহরের নামকরা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হয়। এতেই পরম তৃপ্তি পান বলে জানান সুদীপ্তা। তিনি বলেন, 'পড়ুয়াদের শিক্ষার দিকেই মূল লক্ষ্য দিয়ে একবারেই ন্যূনতম ফি রেখে স্কুল চালু করেছি। যাঁরা শিক্ষকতা করছেন তাঁদেরও বেতন দিতে হয়।' এইভাবে নিজের সন্তানকে বড় করার সঙ্গে সঙ্গেই সংসার সামলে সুদীপ্তা দিব্যি চালাচ্ছেন নিজের স্কুল।

‘দুর্নীতিমুক্ত পুরসভা তৈরি করতাম’

শেতাম যদি সিংহাসন

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি পুরসভায় একসময় বিরোধীরা যথেষ্টই শক্তিশালী ছিলেন। মতের অমিল হওয়ায় বোর্ড মিটিং ওয়াক-আউট থেকে শুরু করে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে শামিল হতে দেখা যেত বিরোধী শিবিরকে। তবে এখন সেসব অতীত। বর্তমান পুর বোর্ডে ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিরোধী আসনে রয়েছেন মাত্র তিন কাউন্সিলার। যার মধ্যে দুজন কংগ্রেসের এবং একজন সিপিএমের কাউন্সিলার। বিরোধী আসনে থেকে যাঁকে এখনও নিয়মিত বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদে সরব হতে দেখা যায় তিনি হলেন কংগ্রেসের টাউন ব্লক সভাপতি তথা ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার অম্লান মুন্সী। পুরসভার চেয়ারম্যান যদি তিনি হতেন তাহলে কী করতেন?

জলপাইগুড়ি পুরসভা। - সংবাদচিত্র

এমনই প্রশ্নের উত্তরে অম্লান মুন্সী জানালেন, তিনি যদি চেয়ারম্যান হতেন তাহলে সবার আগে দুর্নীতিমুক্ত পুরসভা তৈরি করতেন। তাঁর দাবি, পুরসভার দুর্নীতি প্রতিটি বিভাগে। হাউজিং ফর অল প্রকল্প থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, আম্রুত পানীয় জলপ্রকল্প সবেতেই দুর্নীতি ভরে রয়েছে। অম্লান বলেন, ‘শহরে একের পর এক বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণ হয়েছে। যার একটিও সঠিক প্ল্যানে হয়নি। ফলে পুরসভাকে এখন পেড পার্কিং জোন বানাতে হচ্ছে। আমি দায়িত্বে থাকলে প্রতিটি বিল্ডিংয়ে পার্কিং এলাকা রাখতে বাধ্য করতাম। তাতে শহরের বর্তমান যানজট সমস্য হত না। প্রতি বর্ষাতেই জলবন্দি হতে হয় শহরের মানুষকে। পুরসভা এখনও পর্যন্ত শহরের জলনিকাশির কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেনি। দায়িত্বে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের

অম্লান মুন্সী।

পরামর্শ নিয়ে জলনিকাশির একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতাম।’

তাঁর সংযোজন, ‘গত কয়েক বছর ধরে পুরসভা জলনিকাশির মাস্টার প্ল্যান তৈরি হবে বলে ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে আসছে। কিন্তু আজও কিছুই করতে পারেনি। পুরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নীতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতাম। শহরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়াতে দূরপাল্লার বাসগুলোকে শহরের নেতাজিপাড়া স্ট্যান্ডে ঢোকার ব্যবস্থা করতাম। সেইসঙ্গে রাজধানীর মতো দূরপাল্লার বেশ কিছু ট্রেনের স্টপ যাতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে হয়ে সেই বিষয়ে সচেষ্ট হতাম। বর্তমানে শহরের সব থেকে বড় সমস্যা যানজট পরিস্থিতি। যার নিরসনে সুস্পষ্ট ভাবনাচিন্তা নেই বর্তমান বোর্ডের। আমি দায়িত্বে থাকলে যানজটমুক্ত শহর গড়ার জন্য সবার আগে একটি নাগরিক কমিটি তৈরি করতাম। যে কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাও থাকতেন। সকলের মতামত নিয়ে একটি যানজটমুক্ত শহর গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হত।’

অম্লান বলেন, ‘এছাড়াও মডেল পুরসভা হাসপাতাল তৈরি করতাম। যেখানে সিসিইউ পরিষেবা থেকে শুরু করে ডায়ালিসিস এবং প্রসূতি বিভাগ থাকত। বর্তমানে পুরসভার যে লাবণ্য মাতৃসদন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি রয়েছে সেখানে মডেল হাসপাতাল তৈরি করার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। এক সময় ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম সেখানে ছিল। পুর বোর্ডের সদিচ্ছার অভাবে সব নষ্ট হয়েছে। আমি দায়িত্বে থাকলে এই পরিকাঠামোতেই মডেল হাসপাতাল তৈরি করতাম। জলপাইগুড়ি সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের শহর হিসেবেই পরিচিত। দায়িত্বে থাকলে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সংস্কৃতি এবং খেলাধুলোর প্রসারে উদ্যোগী হতাম।’

শহরের আবর্জনা একটা বড় সমস্যা। তিনি বলেন, ‘আমি দায়িত্বে থাকলে জঞ্জাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব মোটা টাকার বিনিময়ে কখনোই বেসরকারি সংস্থার হাতে দিতাম না। এক্ষেত্রে পুরসভার নিজস্ব পরিকাঠামোকেই কাজে লাগাতাম। তাতে অর্থের সাশ্রয় যেমন হত একইভাবে কর্মসংস্থান হত।’

আন্দোলনের হুমকি ঋতব্রতর

পিএফ নিয়ে ক্ষুব্ধ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস ঘুঘুর বাসা। চা শ্রমিকদের জমা না পড়া পিএফের সঠিক হিসাব দিতে নারাজ ওই দপ্তর। খুব শীঘ্রই চা শ্রমিকদের নিয়ে ওই আঞ্চলিক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হবে। চা বাগান ধরে ধরে বকেয়া পিএফ আদায়ে তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়ন ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনে চালাবে। সংগঠন থেকে পিএফ অফিসে শ্রমিকদের বকেয়ার অর্থের যে সঠিক হিসাব দেওয়া হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম টাকার হিসাব জানাচ্ছে পিএফ অফিস। দ্রুত মেটাতে হবে বকেয়া পিএফ। একইসঙ্গে পিএফ বকেয়া রাখার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট চা বাগানগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পিএফ অফিসকে বাধ্য করা হবে। বুধবার জলপাইগুড়ির রানিনগর

রানিনগরে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভায় বক্তব্য রাখছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভায় এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

চা শ্রমিকদের কত টাকা পিএফ বকেয়া তার হিসাব তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে আঞ্চলিক পিএফ অফিসে জমা দেওয়ার পর উলটে টাকার পরিমাণ কম জানানো হচ্ছে বলে শ্রমিকদের দাবি। এমন জোচ্চুরি মানা হবে না। চা বাগানগুলির সঙ্গে যোগসাজশেই পিএফ অফিস মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে চাইছে না।

এদিন জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ অফিসে তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রস্তাবিত ঘেরাও কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়। পরে তারিখ জানানো হবে বলে খবর।

এদিন ঋতব্রত বলেন, ‘ডুয়ার্সের ৪৮৩টি বুথের মধ্যে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল মাত্র ১৯টি বুথে লিড পেয়েছিল। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৪-এ। এতে স্পষ্ট, চা বলয়ে তৃণমূল মজবুত হয়েছে।’ তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, ‘গত কয়েক বছরে চা বলয়ে দলীয় ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়েছে। এজন্যই গত বিধানসভা উপনির্বাচন ও লোকসভায় তৃণমূল ভালো ফল করতে পেরেছে।’

রানিনগরে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ব্যানারে অতীতে কখনও এত বড় সমাবেশ হয়নি বলে জানান দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ জানান। এদিন অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি তপন দে, বিধায়ক খগেশ্বর রায় ও প্রদীপ বর্মা, সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জলপাইগুড়ির পুর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

চুরির চিংড়ি চালান পেটে

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : আসুন গরম খাবার, সস্তায় ভালো খাবার, এমন হাঁক কানে যায় বাসস্ট্যান্ড থেকে রেলওয়ে স্টেশনে। কিছু হোটেলের কর্মীরা আবার আওড়ে যান বিভিন্ন পদের নাম। কিন্তু চিৎকারের পরিবর্তে অন্য পন্থা নিয়েছিলেন শিলিগুড়ি জংশন লাগোয়া এলাকায় হোটেল চালানো রতন শা। প্লেটে ভাজা গলদা চিংড়ি সাজিয়ে রেখে তিনি ক্রেতা টানার আশায় ছিলেন। কিন্তু সকলের মতলব তো এক থাকে না! এই গলদা চিংড়ি দেখে তাই অন্য ফন্দি এঁটেছিল বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই এলাকায় ঘুরঘুর করা এক তরুণ। কানে হেডফোন, মাথায় টুপির তরুণটিকে দেখে ক্রেতা ভেবেছিলেন রান্নার কাজে ব্যস্ত রতন।

কিন্তু হঠাৎই চিলের মতো ছোঁ মেরে গলদা চিংড়ি হাতে তুলে দে দৌড় তরুণের। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। কিছুটা পথ যেতেই পাকড়াও হয়ে যায় সে। তবে ততক্ষণে সাফল্যের সঙ্গে নিজের পেটে চিংড়িকে চালান করে দিতে পেরেছে। উত্তমমধ্যমে কড়ায় গন্ডায় মেটাতে হয়েছে চিংড়ির মূল্য।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত বিবাদ থামার কোনও নামই নেই। এরইমধ্যে কাঁটাতারের বেড়ায় কাচের বোতল ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিএসএফের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, লালমণিরহাটের পাটগ্রামে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে দহগ্রাম সীমান্তে জিরো পয়েন্টে প্রায় ১ কিলোমিটার জুড়ে কাঁটাতারের বেড়ায় কাচের বোতল ঝুলিয়ে দিয়েছে বিএসএফ। বিজিবির বাধা উপেক্ষা করেই তারা এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ। সীমান্তে জোরদার টহলদারিও দিচ্ছে বিএসএফ। বুধবার বেলা ১২টার দিকে কোচবিহারের ৬ নম্বর রানিনগর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের করুণ ক্যাম্পের ১০-১২ জন সদস্য জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আসেন। এদিকে নদিয়ার চাপড়া সীমান্ত থেকে সোনা পাচারের অভিযোগে এক কৃষককে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে বিজিবির বিরুদ্ধে।

সংখ্যালঘু বিত্ত নিগমের দায়িত্বে মোশারফ

ইটাহার, ১৫ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

এতদিন ওই পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম। তাঁকে সরিয়েই নিগমের নতুন চেয়ারপার্সন করা হল তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর গুডবুকে নাম লিখিয়েছিলেন মোশারফ। দলনেত্রীও ভরসা রেখে তাঁকে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি করেন। এতদিন সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সাধারণ সদস্য ছিলেন মোশারফ হুসেন। এবার সেই মোশারফকেই আরও গুরুদায়িত্ব দিয়ে নিগমের চেয়ারপার্সনের পদে বসিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।নতুন পদ ও দায়িত্ব পেয়ে এদিন মোশারফ হুসেন বলেন, ‘আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংখ্যালঘুদের জন্য রাজ্য সরকারের অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু আছে। তিনি আমার উপর আস্থা রেখে একটা নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ নিয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে আরও কী কী কাজ করা যায় তা এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভেবে দেখব। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজ করে এই সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।’

হিলি সীমান্তে আটক বৃহন্নলা

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

হিলি, ১৫ জানুয়ারি : বৃহন্নলাদেরই কি চরবৃত্তি করতে ভারতে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ? গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ দিনাজপুরে বেশ কিছু বৃহন্নলার কর্মকাণ্ডই এখন ভাবাচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের। গত কয়েক বছর ধরে ওপার থেকে আসা বৃহন্নলাদের দলবদ্ধভাবে বিএসএফকে আক্রমণ করা, সীমান্তরক্ষীদের বোকা বানিয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এরই মধ্যে হিলির উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী এক বৃহন্নলার গ্রেপ্তারে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে সীমান্তপারে। হিলির ডুমরন সীমান্তে আটক ওই বৃহন্নলার নাম বিজলি মণ্ডল ওরফে আলিম মোহাম্মদ (৩৬)। তার বাড়ি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ থানার তেলপুখিয়া গ্রামে।

ওই বাংলাদেশি বৃহন্নলার কাছে ভারতীয় ভুয়ো আধার কার্ডও মিলেছে। বিএসএফ পাকড়াও করে তাকে হিলি থানার হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃতকে এদিন বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ।

তিনদিক সীমান্তবেষ্টিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২৫২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। এর মধ্যে প্রায় ৩০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। এর মধ্যে হিলিতেই কাঁটাতারবিহীন এলাকা বেশি। এছাড়াও তপন, কুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুরের বেশ কিছু এলাকায়ও কাঁটাতারের বেড়া নেই। কাঁটাতার না থাকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান সহ অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রায় লেগেই থাকে।

বিশেষ করে হিলির এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়েই ভুয়ো আধার কার্ড সহ অন্য নথি নিয়ে বিএসএফ বা পুলিশকে বোকা বানানোর কৌশল নেয় অনুপ্রবেশকারীরা। এমনভাবেই ভুয়ো নথি দিয়ে গত বছরে দুই বৃহন্নলা বিএসএফকে বোকা বানিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে। বৈশাখী হিজরানি ও সোনালি হিজড়ানি নামে দুই বৃহন্নলা ভুয়ো আধার কার্ড বিএসএফের কাছে জমা দিয়ে গোঁসাইপুর গ্রামে ভিক্ষে করতে যেতে চেয়েছিল। বিএসএফ তাতে সায় দেবার পর থেকেই ওই দুই বৃহন্নলার আর কোনও খোঁজ মেলেনি। ওই বৃহন্নলারা কী করতে ভারতে এসেছিল বা তারা কি বাংলাদেশে লুকিয়ে ফিরে গেল, তার তদন্ত এখনও করছে বিএসএফ গোয়েন্দারা।

আবার বছর তিনেক আগে ১০-১২ জনের একটি বাংলাদেশি দল বৃহন্নলাদের বেশে হিলি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। ওই সময় এলাকায় প্রহরারত কর্মীদের সাথেও তাদের ধস্তাধস্তি হয় এবং বিএসএফকে আক্রমণ করে। একজন বিএসএফ কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে গেলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। ওই পলাতক বাংলাদেশিদের দলটি, স্থানীয় একটি বাহনে চেপে বালুরঘাটে চলে আসে। বিএসএফ খবর পেয়ে তাদের পিছু নেয়। এরপর বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় শুরু হয় ধরপাকড়। পরে সকলকে পাকড়াও করে বিএসএফ।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের কর্মশালা

ময়নাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : ইংরেজি নতুন বছরে ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে হয়ে গেল কর্মশালা। বুধবার ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়িতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি ও ক্রপলাইফ ইন্ডিয়া। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টরা।

মূলত নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার না করা, শুধুমাত্র টি বোর্ড অনুমোদিত ৫৬টি রাসায়নিকের ব্যবহার, রাসায়নিকের ব্যবহারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ সহ নিরাপদ চা উৎপাদনের লক্ষ্যে এদিন কর্মশালা করা হয়। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন ময়নাগুড়ি ব্লকে। টি বোর্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী, সংখ্যাটি প্রায় পাঁচ হাজার। যাঁদের জমির পরিমাণ গড়ে চার বিঘা। চা চাষিরা স্থানীয় কীটনাশক বিক্রেতাদের কাছ থেকে কীটনাশক কিনে চা বাগানে চাষাবাদ করেন। সেখানে কোন কীটনাশক অনুমোদিত, কোনটা নয় সেটি তাঁদের অজ্ঞাত। তাঁদের সঠিকভাবে কীটনাশক ব্যবহারের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানান চা গবেষণাকেন্দ্রের উপদেষ্টা আধিকারিক বুদ্ধদেব দাস ও ক্রপলাইফ-এর সদস্য জয়দীপ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ২২৩ জন ক্ষুদ্র চা চাষি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, নিষিদ্ধ কীটনাশক প্রয়োগে কী কী সমস্যা হতে পারে তা জানলেন। চা পাতার গুণগত মান বাড়ানো সম্পর্কে জানানো হয়। বিজয়বাবু বলেন, ‘নিরাপদ চা উৎপাদনের লক্ষ্যে জেলায় আগেও এমন কর্মশালা হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে।’

পালাল বন্দি

প্রথম পাতার পর

আদালত থেকে রায়গঞ্জে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ভ্যানে চালক বাদে দুই মহিলা ও দুই পুরুষ সহ মোট চার পুলিশকর্মী ছিলেন।

সাজ্জাক ছাড়াও ভ্যানটিতে আরও দুই মহিলা আসামি ছিল বলে পুলিশের দাবি। পথে অভিযুক্ত সাজ্জাক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানায়। পুলিশ ইকরচলা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় প্রিজন ভ্যান দাঁড় করিয়ে অভিযুক্তের আর্জি মেটায়। সেই সময়ই সে দুই পুলিশকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনায় দেবেনের ডানদিকে পেটে ও বামদিকে বুকে এবং নীলকান্তের ডানদিকে বুক ও পেটের মাঝামাঝি জায়গায় গুলি লাগে।

সাজ্জাকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে এল, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। প্রথমে রটে যায়, পুলিশের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়েই গুলি করেছিল অভিযুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই দাবি মানতে চাননি। তাঁদের পালটা প্রশ্ন, একজনের পক্ষে এতজন পুলিশকে বোকা বানিয়ে সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার এবং তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আহতদের দেখতে আসেন। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় কেউই সেখানে মুখ খুলতে চাননি। তবে, ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তায় যে খামতি ছিল, তা প্রমাণিত।

উলটে গেল লরি

গয়েরকাটা, ১৫ জানুয়ারি : সামনে থেকে আসা লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উলটে পড়ল পলিমার বল ভর্তি লরি। প্রাণে বাঁচলেন চালক ও সহকারী। বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট থানার গয়েরকাটা চা বাগানের বাসলাইন সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর ওপর।

অসমের ডিব্রুগড় থেকে পলিমার বল বোঝাই করে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল উত্তরপ্রদেশ নম্বর প্লেট যুক্ত একটি লরি। এদিন গয়েরকাটা বাসলাইনের কাছে হঠাৎ ঘটে বিপত্তি। সামনের দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে লরির চাকা রাস্তার নীচে নেমে গিয়ে উলটে যায় লরিটি। লরির সামনের কেবিন দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন চালক ও সহকারী। সামান্য আহত হয়েছেন দুজনই।

বার্তা অভিষেকের

প্রথম পাতার পর

তাঁর ভাষায়, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীও। পুলিশকে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। যা নির্দেশ দেওয়ার দিয়েছেন।’ এরপরই তাঁর কড়া সতর্কবার্তা, ‘যদি কেউ দলকে দুর্বল করতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে অতীতেও দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ব্যবস্থা নিয়েছে, আগামী সময়েও তার ব্যতিক্রম হবে না।’

অভিষেকের স্পষ্ট বক্তব্য, ‘অপরাধের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে পুলিশ ও প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেই। তৃণমূলের বুথ স্তরের কর্মীকে যেমন শৃঙ্খলা মানতে হবে, তেমনই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও আমাকে মানতে হবে। মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছেন। আমরা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ। আমাদের সকলকে বিনয়ী হতে হবে। নম্র হতে হবে।’

জ্যোতিপ্রিয় জামিনে মুক্ত

প্রথম পাতার পর

‘মাথায় থাকলে দিদির হাত, খেতে হবে না জেলের ভাত। সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল।’

জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীরা দাবি করেন, প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। পালটা ইডি যুক্তি দেয়, জ্যোতিপ্রিয় প্রভাবশালী। তিনি মন্ত্রী পদে ছিলেন। তাঁর জামিন হলে তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে। বিচারক কিন্তু প্রভাবশালী তত্ত্ব গ্রাহ্য করেননি। জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীদের যুক্তি ছিল, ইডির তদন্ত যথাযথ পদ্ধতিতে এগোয়নি। এই মামলায় বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য, বাকিবুর রহমান সহ অন্য অভিযুক্তরা আগেই জামিন পেয়েছেন।

বিচারক ইডির উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, চার্জশিট দেওয়ার পরেও অভিযোগের গুরুত্ব কেন এমন পর্যায়ে পৌঁছাল না, যাতে অভিযুক্তকে জেলবন্দি রাখা যায়। ইডির তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। জামিন হলেও দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না জ্যোতিপ্রিয়। তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয়।

চাকরির শুনানি ফের স্থগিত

এসএসসি দুর্নীতি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : এসএসসি’র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করার কোনও রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল না বুধবারেও। ফলে ঝুলেই রইল প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যৎ। পরবর্তী শুনানি ২৭ জানুয়ারি। দীর্ঘ তদন্তের পরেও যোগ্য-অযোগ্যদের চিহ্নিত করতে না পারা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে প্রশ্ন তোলেন বিভিন্ন পক্ষের আইনজীবীরা। প্রশ্ন ওঠে কলকাতা হাইকোর্টের রায় নিয়েও।

নবম-দশম এবং গ্রুপ-ডি পদে চাকরিচ্যুতদের আইনজীবী মুকুল রোহতগি জানান, আসল ওএমআর শিটের খোঁজ মেলেনি। কয়েকটি শিট ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। যে ৩টি হার্ড ডিস্ক পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

অপর আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে বলেন, ‘দুর্নীতির মূলে পৌঁছাতে যেভাবে তদন্ত হওয়া দরকার, তা হয়নি। কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে, পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তার মূল্যায়নই করেননি তদন্তকারীরা। ঠিক পথে তদন্ত হলে যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করতে এত বেগ পেতে হত না।’ দাভের বক্তব্য, ‘হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারপতি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। রায়ে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিমত থাকতে পারে, কিন্তু তার ভিত্তিতে রায়দান অনুচিত।’ আইনজীবীর ইঙ্গিত হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলে মনে করা হচ্ছে। যিনি বিজেপি সাংসদ। সওয়াল-জবাবের পর প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ফের জানিয়েছে, যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব না হলে পুরো প্যানেল বাতিল করা ছাড়া অন্য পথ খোলা থাকবে না।

ভুগছে রোগীরা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এসব ওষুধ বাইরের দোকানগুলিতে কি মিলছে? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, জলপাইগুড়ি শহরের অধিকাংশ দোকানে এই বাতিল হওয়া ১৪টি পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই নেই। শহরে এক ওষুধ বিক্রেতা বলেন, ‘১৪টি পণ্যের মধ্যে রয়েছে স্যালাইন এবং ইনজেকশন। সেগুলি বরাবরই সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে রোগীদের দেওয়া হয়। আর বাকি থাকল নার্সিংহোম। তাদেরও প্রত্যেকের নিজস্ব ওষুধের দোকান রয়েছে। সেখানেই পাওয়া যায়। তাই এই স্যালাইন এবং ইনজেকশন বাইরে থেকে কেনার প্রয়োজন হয় না। ফলে অধিকাংশ ওষুধ ব্যবসায়ী এগুলি রাখেন না।

এদিন দুপুরে মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগের সামনে দেখা গেল পানবাড়ির বাসিন্দা কল্যাণ দাসকে চারটি রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইনের বোতল ক্যারিব্যাগে ঝুলিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকতে। প্রশ্ন করতেই কল্যাণ বলেন, ‘আমার মেয়ের জন্ম হয়েছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। সেখানে স্ত্রী ভর্তি থাকাকালীন একটি ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয়। এদিন দেখছি স্যালাইন এবং ইনজেকশন বাইরে থেকে কেনার জন্য হাতে কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হল।’

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক সুদীপন মিত্র বলেন, ‘সরকার থেকে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির যে ১৪টি স্যালাইন এবং ওষুধ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তার প্রতিটি অত্যন্ত জরুরি। আমরা চিকিৎসকরা সবসময় এগুলি রোগীকে দিয়ে থাকি। বিকল্প ব্যবস্থা না করে আচমকা বন্ধ করে দিলে সমস্যা হবে। আমরা চাইব, দ্রুত অন্য কোম্পানির এই ওষুধগুলি সরকার থেকে হাসপাতালে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।’

লড়াই ছাড়ছেন স্বপন

প্রথম পাতার পর

চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর শর্ত হিসাবে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ দাবি করতে পারেন স্বপনের অনুগামীরা। সেক্ষেত্রে বৈঠক উত্তপ্ত হতে পারে। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ডাক না পাওয়ার প্রসঙ্গ স্বপন কিছুটা এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘জেলা সভানেত্রী বৈঠক ডাকতেই পারেন। এ নিয়ে কিছু বলার নেই।’

গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে অচলাবস্থা চলছে মাল পুরসভায়। পুরসভার বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নজর পড়েছে পুরসভায়। ফলে মাল পুরসভা নিয়ে চরম অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল। এই অবস্থায় ২১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন। তার আগেই পুরসভার যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানোর উপর জোর দিচ্ছে দল।

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, ‘দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জে এক সপ্তাহের মধ্যে পুরসভার অচলাবস্থা কেটে গেল। সেটা চার মাসেও হল না মাল পুরসভায়। তৃণমূল শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান করুক।’ আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, ‘তৃণমূল দলটাই দুর্নীতিতে ডুবে আছে। নতুন চেয়ারম্যান যিনি হবেন তাঁকেও ঘিরে থাকবে এই দেশবিরোধী শক্তি। জনগণের কাছে আহ্বান করব এদের উৎখাত করতে।’

পরিদর্শনে বিক্ষোভের মুখে যুগ্ম বিডিও

বেহাল রাস্তা নিয়ে যুগ্ম বিডিও’র কাছে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৫ জানুয়ারি : বেহাল রাস্তা পরিদর্শনে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন যুগ্ম বিডিও। বুধবার ঘটনাটি ঘটে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুরে। স্থানীয় নর্থবেঙ্গল ফার্ম রোডের প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা গত ২৫ বছর ধরে বেহাল। সেখানে আজও পিচের প্রলেপ পড়েনি বলেই অভিযোগ।

সেই বেহাল কাঁচা রাস্তায় যাতায়াতে নাকাল হন স্থানীয়রা। বিশেষত বর্ষায় তাঁরা চরম ভোগান্তির শিকার হন। জরুরি পরিষেবা দিতে অ্যাম্বুল্যান্স একবার গ্রামে ঢুকলে বের হতে পারে না বলে স্থানীয় এবং চালকদের দাবি।

এ ব্যাপারে নানা দপ্তরে আবেদন জানিয়েও হাল ফেরেনি। প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধের তোড়জোড় শুরু করেন। খবর পেয়ে অবরোধের আগেই রাজগঞ্জের যুগ্ম বিডিও নাজিবুল শেখ সেখানে যান। সঙ্গে ছিলেন বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কেসাং টি লেপচা ও ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার। সেখানেই বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি নকুল দাস, সুমিত্রা রায়, দীপালি রায়, বিটন দাস, মঞ্জু দাস প্রমুখ।

নকুলবাবু বলেন, ‘রাজ্যে সর্বত্র রাস্তা পাকা হয়েছে বলে শাসকদল দাবি করে। কিন্তু এই রাস্তা দেখলেই বোঝা যায় কতটা উন্নয়ন হয়েছে। গুজরিমারি ও নর্থবেঙ্গল ফার্ম বুথ সীমানায় এই রাস্তা। জনসংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। অথচ রাস্তাটিতে আজও পিচের প্রলেপ পড়েনি।’ বেহাল রাস্তার কথা স্বীকার করে যুগ্ম বিডিও দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দেন। প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি।

টেস্ট ব্যর্থতায় কাঠগড়ায় আইপিএল

মাঠেই মরকেলকে ধমক গম্ভীরের

হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেলের।

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি অতীত।

সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চ্যালেঞ্জ। যদিও টেস্ট ফরম্যাটে ভারতের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে ময়নাতদন্ত জারি। ভুল দল নির্বাচন থেকে ব্যাটারদের দলগত ব্যর্থতা- উঠে এসেছে নানাবিধ কারণ।

গৌতম গম্ভীর জমানায় সাজঘরের পরিবেশ নিয়েও কেউ কেউ আঙুল তুলছেন। সূত্রের খবর, বোলিং কোচ মরনি মরকেলের সঙ্গেও নাকি সিরিজের মাঝে ঝামেলা বেধে যায় গম্ভীরের। ভারতীয় দলের ট্রেনিংয়ে মরকেল কিছুটা দেরিতে আসায়, সবার সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন। যা ভালোভাবে নিতে পারেননি মরকেল। থিংকট্যাংকের দুই সদস্যের সম্পর্কের শীতলতার প্রভাব পড়ে পুরো সিরিজেই।

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি বনাম গম্ভীর, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের বিতর্কে এতদিন বিষয়টি চাপা পড়ে ছিল। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এমনই সব চাঞ্চল্য ঘটনার কথা উঠে আসছে। ওই ঘটনার পর মরকেল নিজেকে গুটিয়ে নেন। বিসিসিআই প্রথম থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও নাক গলায়নি। এক বিসিসিআই কর্তার দাবি, 'শৃঙ্খলার ব্যাপারে গম্ভীর অত্যন্ত কড়া। প্র্যাকটিসে দেরিতে আসায় মাঠেই মরকেলকে ভর্ৎসনা করেন। বোর্ড জানলেও বিষয়টি দুইজনের ওপর ছেড়ে দেয়।'

> শৃঙ্খলার ব্যাপারে গম্ভীর অত্যন্ত কড়া। প্র্যাকটিসে দেরিতে আসায় মাঠেই মরকেলকে ভর্ৎসনা করেন। বোর্ড জানলেও বিষয়টি দুইজনের ওপর ছেড়ে দেয়।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের ভূমিকা নিয়েও কাটাছেঁড়া চলছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফর, টানা ৮টি টেস্টে ব্যাটিং ডুবিয়েছে। বারবার একই ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছেন বিরাট, রোহিতের মতো তারকারা। প্রশ্ন, ব্যাটিং কোচ কী করছিলেন? সূত্রের দাবি, 'ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার কড়া নজরে আছেন। গম্ভীরও প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার ছিলেন। অভিষেকের উপস্থিতিতে দল আদৌ উপকৃত কি না, প্লেয়ারদের থেকে জানতে চেয়েছে বোর্ড। পাশাপাশি সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেটের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ বাড়ছে।'

টেস্ট ফরম্যাটে প্লেয়ারদের দায়বদ্ধতাও প্রশ্নের মুখে। অভিযোগ, আইপিএলের লোভনীয় চুক্তির জন্যই টেস্টে নিজেদের একশো শতাংশ দিচ্ছেন না অনেকে! মুম্বইয়ের পাঁচতারা হোটেলে কয়েকদিন আগে হওয়া বোর্ডের রিভিউ মিটিংয়ে নাকি এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য। অবশ্য কোন ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তা জানা যায়নি। বৈঠকে টেস্ট অধিনায়ক রোহিত, হেডকোচ গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার, বোর্ড সভাপতি রজার বিনি ও নতুন সচিব দেবজিৎ সইকিয়া উপস্থিত ছিলেন। আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। সূত্রের খবর, রিভিউ মিটিংয়ে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনেন গম্ভীর। জানান, সরফরাজ নাকি ড্রেসিংরুমের আলোচনা মিডিয়ার সামনে ফাঁস করে দিচ্ছেন।

টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইলেও কপিল দেবের পালটা দাবি, কোচ তো আর মাঠে নেমে খেলবেন না। দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের যুক্তি, 'ভারতীয় দলকে নিয়ে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা থাকে সবসময়। কোচ মাঠে নেমে খেলবে না। পারফর্ম করার দায়িত্ব খেলোয়াড়দের। নতুন কোচ নতুন ভাবনা নিয়ে আসে। আশা করি, যা আগামীতে ফলপ্রসূ হবে। যদি না হয়, তখন আঙুল উঠবে। আর গম্ভীর কিছুটা মেজাজি চরিত্রের। রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়ের থেকে আলাদা।'

বেড রেস্টে বুমরাহ, নিষেধ তাড়াহুড়োয়

আরও অনিশ্চিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দ্রুত মাঠে ফেরা সম্ভবত হচ্ছে না জসপ্রীত বুমরাহর।

চিকিৎসকরা বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। গত সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর তাই ঘরবন্দি বুমরাহ। তাড়াহুড়োয় হিতে বিপরীত হবে বলে সতর্ক করেছেন ডাক্তাররা। পিঠের ফোলা ও ব্যথা কমার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তার আগে পূর্ণ বেড রেস্টে থাকতে হবে বুমরাহকে। শোনা গিয়েছিল, নিউজিল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানোর পর বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ক্রিকেট অফ এক্সেলেন্সিতে (সিওই) রিহ্যাব প্রক্রিয়া সারবেন বুমরাহ। কিন্তু আপাতত তা স্থগিত। কবে সিওই-তে পা রাখবেন, এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। খবর, ভারতীয় দলের মেডিকেল টিমও পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে ফেরার পর থেকে মাঠমুখো হওয়া তা দূর, পুরোপুরি ঘরবন্দি বুমরাহ।

চলতি যে খবরে সংশয় বেড়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহর খেলা নিয়ে। বুমরাহ-ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের দাবি, 'সম্ভবত আগামী সপ্তাহে সিওই-তে যাবে। তবে কবে, নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। বাড়িতেই পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাসল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে। ফোলা কমার পর পরবর্তী প্রক্রিয়া ঠিক করা হবে।' অতীতেও পিঠের সমস্যা ভুগিয়েছে বুমরাহকে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে বাড়তি ধকলে নতুন করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিঠে ফোলাও রয়েছে। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি, ফোলার কথা, বিশ্রামের কথা বলা হলেও বুমরাহর চোট নিয়ে এখনও ছবিটা পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার নয়, সেরে উঠতে ঠিক কতদিন সময় লাগবে। তবে বেড রেস্টের পরামর্শের মধ্যেই আশঙ্কার মেঘ দেখছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশন কোচ রামজি শ্রীনিবাসন। বলেছেন, 'বেড রেস্ট কথাটা শুনতে ঠিকঠাক লাগে না। আশা করব স্লিপ ডিস্ক, হাই গ্রেড মাসল-সোয়েলিংয়ের মতো কিছু হয়নি। বুমরাহ ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ। বাড়তি সতর্কতা জরুরি। নিশ্চিত হয়েই একমাত্র ওর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ভাবা উচিত।'

চোট চিকিৎসা

- আগামী সপ্তাহে সিওই-তে যেতে পারেন বুমরাহ।
- মাসল সমস্যা কাটাতে বাড়িতেই বিশ্রামের পরামর্শ ।
- পিঠের ফোলা কমার পরই পরবর্তী প্রক্রিয়া ঠিক করা হবে।

রনজিতে নামছেন ঋষভ-যশস্বী

দিল্লি চাইলেও খেলা নিয়ে নীরব বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দিল্লির হয়ে পরবর্তী রনজি ট্রফি ম্যাচে মাঠে নামছেন ঋষভ পন্থ। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে (ডিডিসিএ) ইতিমধ্যে খেলার ব্যাপারে সম্মতির কথা জানিয়েও দিয়েছেন। মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন যশস্বী জয়সওয়ালও। রোহিত শর্মাকেও একদশক পর সম্ভবত মুম্বইয়ের জার্সিতে দেখা যেতে পারে। গতকাল রনজি দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেন।

কিন্তু বিরাট কোহলিকে নিয়ে এরকম কোনও খবর এখনও পর্যন্ত নেই। ডিডিসিএ চাইছে বিরাট খেলুক গ্রুপ পর্বের শেষ দুই রনজি ম্যাচে। ঋষভের সঙ্গে বিরাটের নাম সম্ভাব্য দলেও রাখা হয়েছে। যদিও এখনও বিরাটের থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। রনজি খেলা নিয়ে মুখও খোলেননি।

ডিডিসিএ-র তরফে ইতিমধ্যে প্রকাশ্যেই জানানো হয়েছে, তারা বিরাটকে চাইছে। সংস্থার সচিব অশোক শর্মা অনুরোধও করেছেন। আশাবাদী, মত বদলাবে কিং কোহলি। ২০১২ সালের পর ফের রনজিতে নামবেন দিল্লির জার্সিতে। অশোক শর্মা বলেছেন, 'পরবর্তী দুই ম্যাচে সম্ভাব্য দলে বিরাট রয়েছে। আমি মনে করি, সময় পেলেই বিরাটের উচিত খেলা। অন্তত একটা ম্যাচ হলেও। মুম্বই ক্রিকেটাররা ঘরোয়া প্রতিযোগিতাকে সবসময় গুরুত্ব দেয়। দুর্ভাগ্য উত্তর ভারত, বিশেষত দিল্লিতে তা দেখা যায় না।'

মুম্বইয়ের প্র্যাকটিসে এদিন যোগ দিলেন যশস্বী। দলকে জানিয়েও দিয়েছেন, পরের ম্যাচে (২৩ জানুয়ারি, প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর) তিনি খেলবেন। তবে রোহিতের খেলা এখনও চূড়ান্ত নয়। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক আধিকারিক বলেছেন, '২০ জানুয়ারি পরবর্তী ম্যাচের দল ঘোষণা করা হবে। তার আগে কাদের পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত হয়েই পদক্ষেপ। রোহিতের সঙ্গেও দল নির্বাচনের আগে কথা বলা হবে।'

এদিকে রনজি খেলা নিয়ে যখন জল্পনা চরমে, তখন বিরাট পার্টি-মোডে। অনুষ্কা ও বিরাটকে 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া'-তে দেখা গিয়েছে। অনুষ্কা একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন এদিন, যেখানে গৃহপ্রবেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ দেখা গিয়েছে তাঁকে। খবর, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলিবাগ অঞ্চলে ২০০০ স্কোয়ার ফিটের নতুন ভিলার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান করবেন বীরুষ্কা। ফলে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। ২০২৩ সালে এই ভিলা কিনতেই নাকি ৩৬ লক্ষ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। এছাড়াও আলিবাগ অঞ্চলেই প্রায় ২০ কোটি টাকায় কেনা ফার্মহাউসও রয়েছে বিরাটের।

মুম্বই রনজি দলের সঙ্গে অনুশীলন ম্যাচে যশস্বী।

বোল্যান্ড-কাঁটাতেই হার, দাবি অশ্বীনের

'ফেয়ারওয়েল টেস্টেই যদি সুযোগ না পেতাম'

চেন্নাই, ১৫ জানুয়ারি : অপমানিত হয়েই কি সিরিজের মাঝপথে অবসর?

প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে রবিচন্দ্রন অশ্বীন ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর পর থেকে। কারও দাবি, অশ্বীনের মতো মহান ক্রিকেটারের বিদায়ি টেস্ট প্রাপ্য ছিল। এবার নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুললেন তারকা অফস্পিনার। ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেই। সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া, 'ফেয়ারওয়েল টেস্টেই যদি প্রথম এগারোয় সুযোগ না পেতাম?'

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বীন বলেছেন, 'প্রথম টেস্টে আমি খেলার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয় টেস্টে দলে ছিলাম। তৃতীয় টেস্টে ফের বাদ। পরের টেস্ট খেলার নিশ্চয়তা ছিল না। এমন হল ফেয়ারওয়েল টেস্টেই সুযোগ পেলাম না। তাছাড়া কেউ যখন জেনে যায়, তার কাজ শেষ। আর কিছু বাকি নেই। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়। মানুষ অনেক কিছু ভাবে, ভাবতেই পারে। তবে আমার কাছে এটা (অবসর) বিশাল কিছু নয়।'

সঠিক ফেয়ারওয়েল না পাওয়া প্রসঙ্গেও অশ্বীনের যুক্তি, 'ফেয়ারওয়েল টেস্টে নামলে আর কীই-বা তফাত হত? লোকে হাততালি দিত? কিন্তু কতদিন মানুষ মনে রাখত আমার বিদায় মুহূর্তকে? আগে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, লোকে আলোচনা করত, মনে রাখত। এখন বড়জোর সপ্তাহখানেক। ক্রিকেট আমাকে প্রচুর দিয়েছে। আনন্দের সঙ্গে খেলেছি। মন চাইছিল আরও খেলি। কিন্তু এমন সময় ছাড়া উচিত, যখন মানুষ বলবে, এখনই কেন? ক্রিকেটের প্রতি সবসময় সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। মনে করুন ফেয়ারওয়েল টেস্ট, অথচ প্রথম এগারোয় জায়গা পাওয়ার যোগ্য নই আমি! যা আমি চাইনি।'

> ফেয়ারওয়েল টেস্টে নামলে আর কীই-বা তফাত হত? লোকে হাততালি দিত? কিন্তু কতদিন মানুষ মনে রাখত আমার বিদায় মুহূর্তকে?
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

নিজের অবসর নিয়ে অকপট হলেও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়ে সতর্ক অশ্বীন। বলেছেন, 'এই নিয়ে কিছু বলা কঠিন। সবে অবসর নিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে ওদের জানি। রোহিত, বিরাট বা জাদেজার চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার পক্ষপাতী নই। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবনা থাকে। ওরাই বলতে পারবে। রোহিত সবসময় একটা কথা বলে, আজ রান পাইনি মানে, কাল পাব না এমন নয়। বিরাট উলটোদিকে পারথে শতরান করেছিল।'

সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটারদের সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলাও না-পসন্দ। শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়ের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'বরাবরই বলে এসেছি ক্রিকেটারদের মূল্যায়ন বাইশ গজের সাফল্য দিয়েই হওয়া উচিত, তার ব্র্যান্ড ভ্যালু দিয়ে নয়। আমি বরাবর শচীনের বিশাল ভক্ত। তার মানে এই নয়, দ্রাবিড়কে পছন্দ করি না। ওকেও ভালো লাগে। শচীনকে বেশি, এই যা। অনিলভাইকে আদর্শ মেনে বড় হয়েছি। হরভজন সিংকেও অনুসরণ করেছি। কাউকে ভালো লাগা মানে বাকিদের অপমান করা নয়।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির গেমচেঞ্জার হিসেবে স্কট বোল্যান্ডের প্রশংসায় অশ্বীন। দাবি, জোশ হ্যাজেলউডের 'বিকল্প' হিসেবে খেলতে নেমে বোল্যান্ড সিরিজের ফলাফল বদলে দিয়েছে। বলেছেন, 'সবাইকে বলতে দেখছি প্যাট কামিন্স দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে সিরিজে। তবে বাঁহাতি ব্যাটারদের সামনে ও অস্বস্তিতে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সৌভাগ্য বোল্যান্ডকে দলে নিয়েছিল। ও যদি না খেলত ভারত হয়তো সিরিজ জিতত।'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ।

ফেডেরারকে টপকে নজির জকোভিচের

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারি : প্রথম সেটে একপেশে জয়। দ্বিতীয় সেটেই হোঁচট। তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে প্রতিপক্ষকে কার্যত দুরমুশ করে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন নোভাক জকোভিচ। জিতলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, আরিয়ানা সাবালেঙ্কারাও।

বুধবার রড লেভার এরিনায় পর্তুগালের জাইমে ফারিয়াকে ৬-১, ৬-৭ (৪/৭), ৬-৩, ৬-২ গেমে হারালেন জকোভিচ। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী রজার ফেডেরারের আরও একটি নজির ভাঙলেন সার্বিয়ান তারকা। ওপেন যুগে গ্র্যান্ড স্ল্যামে সিঙ্গলসে সর্বাধিক ৪২৯টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড ছিল ফেডেক্সের দখলে। এদিন ৪৩০তম ম্যাচ জিতে সুইস কিংবদন্তিকে ছাপিয়ে গেলেন জোকার। ম্যাচ শেষে নোভাক বলেছেন, 'আরও একটা নজির গড়তে পেরে খুশি। আমি সবসময়ই কোর্টে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি। খেলাটা উপভোগ করি।'

এদিকে, জকোভিচ নামার আগেই এদিন মার্গারেট কোর্ট এরিনায় জাপানের ইওশিহিতো নিশিওকাকে উড়িয়ে তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করলেন আলকারাজ। ৬-০, ৬-১, ৬-৪ গেমে ম্যাচ জিতলেন স্প্যানিশ তরুণ। দ্বিতীয় রাউন্ডে জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ হারিয়েছেন স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজকে। ৬-১, ৬-৪, ৬-১ গেমে ম্যাচ জেতেন তিনি। তবে নরওয়ের তারকা ক্যাসপার রুড হেরে গিয়েছেন। ইয়াকুব মেনসিকের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও শেষরক্ষা হয়নি। চার সেটে হার মানেন রুড।

এদিকে, মহিলা সিঙ্গলসে জয়ের ধারা বজায় রাখলেন শীর্ষবাছাই সাবালেঙ্কা। রড লেভার এরিনায় জেসিকা বওজাসকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। সাবালেঙ্কা প্রথম সেট জেতেন ৬-৩ গেমে। দ্বিতীয় সেটে মরিয়া চেষ্টা চালালেও রুশ সাবালেঙ্কার অভিজ্ঞতার কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করেন জেসিকা। নির্ণায়ক সেটটি রুশ তারকা জেতেন ৭-৫ গেমে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্যারোলিনা মুচোভাকে হারিয়েছেন নাওমি ওসাকা। তবে বিদায় নিয়েছেন গতবারের ফাইনালিস্ট চিনের কুইনওয়েন ঝেং।

গোল করলেও ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে জেতাতে পারলেন না ফিল ফোডেন।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, লিভারপুলের ড্র

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচে জিটেক স্টেডিয়ামে ফিল ফোডেনের জোড়া গোলে ৭৮ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কিন্তু ম্যাচের রং বদলে যায় শেষ ১০ মিনিটে। ৮২ মিনিটে ইওয়ান ভিসা একটি গোলশোধ করেন। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ক্রিস্টিয়ান নরগার্ডের গোল সিটির জয়ের আশায় জল ঢেলে দেয়।

ম্যাচের পর পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আমরা ২-০ এগিয়ে থেকেও শেষরক্ষা করতে পারিনি। ডিফেন্ডারদের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। তাছাড়া আমাদের স্ট্রাইকাররা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে।' আপাতত ২১ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ম্যান সিটি।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগের অপর ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ড্র করেছে লিভারপুল। ৮ মিনিটে ক্রিস উডের গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ৬৬ মিনিটে পর্তুগিজ তারকা দিয়োগো জোটার গোলে ম্যাচে ফেরে তারা। ম্যাচের লিভারপুলের কোচ স্লট বলেছেন, 'নটিংহাম ভালো দল। কিন্তু আমাদের এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়া উচিত ছিল। এদিন অনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করেছি।' ম্যাচ ড্র হলেও ২০ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে থেকে গেল লিভারপুল। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নটিংহাম।

'প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে এখানে'

প্রিয় ওয়াংখেড়ে নিয়ে আবেগতাড়িত রোহিত

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : ২০১১ সালের ২ এপ্রিল। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় দিন।

আরব সাগরের কোলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইতিহাস গড়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্রিগেড। দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসেবে ওডিআই বিশ্বকাপ জিতে স্পর্শ করে ১৯৮৩ সালের কপিল ডেভিলসের নজির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ততদিনে বছর চারেক কাটিয়ে দিলেও ধোনির বিশ্বজয়ী দলে জায়গা হয়নি। আক্ষেপটা এখনও কুরে-কুরে খায় রোহিত শর্মাকে।

ঘরের মাঠ, ঘরের দর্শকদের সামনে ইতিহাসে নাম লেখানোর সুযোগ হাতছাড়া। তবে বিশ্বকাপের সেই রাত হাতছাড়া হলেও রোহিতের ওয়াংখেড়ে স্মৃতির তালিকা বেশ দীর্ঘ। নিজের ক্রিকেটীয় আঁতুড়ে ঘাম ঝরানোর ফল তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে সেই আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিটম্যানের গলায়।

১৯ জানুয়ারি পঞ্চাশে পা রাখছে ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে। এদিন যে উপলক্ষ্যে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার পোস্ট করা ভিডিওয় রোহিত বলেছেন, '১৯ জানুয়ারি, ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তিতে সবাইকে স্বাগত। প্রত্যেক মুম্বইকারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। যারা দীর্ঘদিন ধরে মুম্বই ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য স্পেশাল দিন। ব্যক্তিগতভাবে ওয়াংখেড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ রয়েছে। প্রচুর স্মৃতি ছড়িয়ে এই মাঠকে ঘিরে। সেই এজ-গ্রুপ থেকে এখানে ক্রিকেট খেলা শুরু। পরবর্তী জার্নিটাও দুর্দান্ত কেটেছে।'

রোহিতের বিশ্বাস, আগামীতে ওয়াংখেড়ে-স্মৃতির তালিকা আরও দীর্ঘ হবে। স্মৃতির সরণিতে ভেসে হিটম্যানের বক্তব্য, 'যখন প্রথমবার এখানে খেলতে নামি, পুরো স্টেডিয়ামের আলাদা আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ভারতীয় ক্রিকেট, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রচুর স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী এই স্টেডিয়াম। আশাবাদী, আগামীদিনে আরও ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হবে ওয়াংখেড়েতে।'

> ১৯ জানুয়ারি, ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তিতে সবাইকে স্বাগত। প্রত্যেক মুম্বইকারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। যারা দীর্ঘদিন ধরে মুম্বই ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য স্পেশাল দিন। ব্যক্তিগতভাবে ওয়াংখেড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ রয়েছে।

প্যারিস অলিম্পিকে জেতা মনু ভাকেরের এই পদকই ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ক্ষয়ে যাওয়া পদক বদলের আশায় মনুরা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : আজব ঘটনা বললেও বোধহয় ভুল হবে না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে ফেরত যাচ্ছে প্যারিস গেমসের একের পর এক পদক। বিশেষত ব্রোঞ্জ। সংখ্যাটা প্রায় একশোর কাছাকাছি। এই তালিকায় রয়েছেন ভারতের মনু ভাকের ও আমন শেহরাওয়াত।

প্যারিস অলিম্পিক শেষ হয়েছে এখনও ছয় মাসও হয়নি। এরই মধ্যে ক্ষয়ে যাচ্ছে পদক। অনেক অ্যাথলিট ক্ষতিগ্রস্ত পদকের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন। ভারতের পিস্তল শুটার মনু ভাকের ও কুস্তিগির আমন শেহরাওয়াতও জানিয়েছেন তাঁদের পদক ক্ষয়ে যাচ্ছে। এদিকে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বিষয়টি নিয়ে আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলেছে। পাশাপাশি ক্ষয়ে যাওয়া সমস্ত পদক পরিবর্তন করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আইওসি-র তরফে। শুধু তাই নয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে খবর। ফলে মনু, আমনরাও আশায়, ক্ষয়ে যাওয়া পদকের পরিবর্তে নতুন পদক হাতে পাবেন।

ছোটদের বড় ম্যাচেও দাপট মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বছরের শুরুতেই ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিক মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। অনূর্ধ্ব-১৫ ও সিনিয়ার দলের পর বড় ম্যাচে জয়ধ্বজা ওড়াল সবুজ-মেরুনের অনূর্ধ্ব-১৭ দলও। বুধবার যুব লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল বাগানের ছোটরা।

ঘরের মাঠে দলকে সমর্থন করতে সকাল সাড়ে দশটাতেও গ্যালারিতে ভিড় জমান সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। নিরাশ করেনি বাগানের জুনিয়ার ব্রিগেড। প্রথমার্ধে কিছুটা অগোছাল দেখালেও দ্বিতীয়ার্ধে খোলস ছেড়ে বেরোয় মোহনবাগান। আক্রমণে তীব্রতা বাড়াতেই ডেডলক খোলে। ৭৯ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেডারে নামিয়ে দিলে তা থেকে গোল করে আদিত্য মণ্ডল। রক্ষণভাগের ফুটবলার হলেও সিনিয়ার দলের দিমিত্রিস পেত্রাতোস তাঁর অনুপ্রেরণা। তাই গোলের পর দিমির কায়দাতেই সেলিব্রেশন আদিত্যর। উলটোদিকে প্রায় গোটা ম্যাচটাই রক্ষণ আগলে খেলে গেল ইস্টবেঙ্গল। তাদের শেখর সর্দার বেশ নজর কাড়লেও বক্সে বারবার একা হয়ে পড়ায় গোলমুখ খুলতে পারল না। ম্যাচের শেষে লাল-হলুদ যুব দলের কোচ বরুণ সেনগুপ্ত বলেছেন, 'ছেলেরা লড়েছে। হয়তো এই ম্যাচের চাপটা নিতে পারেনি।' এদিকে ডার্বি জিতলেও লিগের সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সবুজ-মেরুন কোচ দেগি কার্ডোজো। বলেছেন, '২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। একটা ম্যাচের পর কমপক্ষে দুইদিন বিরতি থাকা উচিত।' যুব লিগগুলিতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শিবাংশ রায় (হৃদ) :** আজ তোমার ১ম জন্মদিনে আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিও। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। **বাবা-(সুজয়), মা (কণিকা), ঠাকুর দা (জগদীশ), ঠাম্মি (সবিতা), দাদু (কানন), দিদুন (বন্দনা)। গোঁসাইপুর, বাগডোগরা।**

☺ **জয়দেব চন্দ্র বাড়ৈ :** দাদু তোমার ৮৫তম জন্মদিনে প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই। **–দীপন, দেবর্পিতা ও বাড়ৈ পরিবার। শিলিগুড়ি।**

দলের ওজনে জিতছি : কামিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : রেফারিং নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। তাতে আপত্তি নেই তাঁর। তবে শুধুই রেফারির দাক্ষিণ্যে তাঁরা জিতছেন, এই বক্তব্যে প্রবল আপত্তি জেসন কামিংসের। ফলে পালটা প্রশ্ন করতে ছাড়ছেন না, তাহলে কি এতগুলো ম্যাচে জয় এবং তাঁদের ক্লিনশিটও রেফারির দয়ায়?

বৃহস্পতিবার জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে ইস্পাতনগরীতে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বিমান বা ট্রেনে নয়, বাসে করে দল যাবে খালিদ জামিলের দলের বিপক্ষে খেলতে। দুপুর নাগাদ রওনা দেওয়ার কথা। এদিকে এদিনই আবার নিজেদের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৭ আরএফডিএল ডার্বিতে জয় পেল মোহনবাগান। চিরশত্রুর বিপক্ষে এই জয়ে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা থেকে কামিংস সকলেই। জামশেদপুর যাওয়ার আগে নিজেদের তরুণ প্রজন্মকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন তাঁরা। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ডার্বি ভুলে আপাতত তাঁদের যাবতীয় ফোকাস জামশেদপুর ম্যাচে। এই মুহূর্তে তাঁদের ডার্বি জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের কর্তা থেকে সমর্থক সকলেই। এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে কামিংসের প্রথমে পালটা প্রশ্ন, 'কারা প্রশ্ন তুলছে?' যেন ডার্বির পরে বলা তাঁর কোচের সুরেই বলতে চাইলেন, যারা হারে তারা এভাবেই অজুহাত খোঁজে। পরে তাঁর মন্তব্য, 'রেফারিরাও মানুষ। তাঁদেরও ভুল হয়। সব দেশেই রেফারিদের কাজটা সবসময় কঠিন। হ্যাঁ, হয়তো কিছু দেশে খানিকটা সহজ হয় ভিএআর থাকায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, খালি চোখে যতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব, রেফারিরা নিয়ে থাকেন। আমরা রেফারিংয়ের সাহায্যে জিতছি, এটা বলা অন্যায্য। বহু ম্যাচে আমরা একাধিক গোল করেছি, প্রচুর ক্লিনশিট রেখেছি। এসব কি রেফারি করে দিয়েছেন? আমরা জিতছি কারণ আমাদের দলটা দুর্দান্ত। আমরা অসাধারণ খেলছি বলে।' ডার্বি জয়ী দলের কাছে পরের ম্যাচ কঠিন হয়। ময়দানের চিরকালীন প্রবাদ অবশ্য সেই আই লিগের সময় থেকে সঞ্জয় সেনই ভেঙে দেন। আর কামিংসরা তো এসব শোনেনইনি বলে জানিয়ে দেন, 'না, আমার এমন প্রবাদের কথা জানা নেই। তবে ম্যাচটা কঠিন এটুকু বলতে পারি। আমাদের লম্বা সফর করে যেতে হবে। তাছাড়া জামশেদপুর এখন খুবই ভালো খেলছে। তাই অন্য কিছু নিয়ে না ভেবে নিজেদের খেলায় ফোকাস করছি।' ডার্বি ম্যাচে প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এটা কি চিন্তার কারণ হয়ে যাচ্ছে না? কামিংসের উত্তর, 'একেবারেই না। আমরা ম্যাচ জিতেছি। ক্লিনশিট রাখতে পেরেছি। এগুলো আমাদের কাছে সদর্থক দিক। যদি জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারি, তাহলে অবশ্যই আরও ভালো খেলতে পারব। আমরা আরও ভালো করতে পারি। এই মুহূর্তে আমরা পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে থেকে এক নম্বরে আছি। যা নিয়ে অন্য দলগুলো ভাবছে।'

এদিনও অনুশীলন করেননি অনিরুদ্ধ থাপা। তাঁর জন্মদিন থাকায় অবশ্য কেক নিয়ে এসেছিলেন কিছু ফ্যান ক্লাবের সদস্য। মোলিনা জানালেন, আরও চার সপ্তাহ নেই তিনি। গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস ফিট হয়ে গিয়েছেন। তবে এখনও সম্ভবত পুরো সময় খেলার মতো নন। তবু জামশেদপুর যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন শিবির।

অনুশীলনের আগে স্ট্রেচিংয়ে জেসন কামিংসরা। বুধবার। ছবি : ডি মণ্ডল

কেরিয়ারের প্রথম শতরানের পর প্রতিকা রাওয়াল। বুধবার রাজকোটে।

নজরে পরিসংখ্যান

৪৩৫/৫ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের স্কোর। মহিলাদের ওডিআইয়ে প্রথমবার ভারত ৪০০ রানের গণ্ডি টপকাল।

৩ নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর ভারত তৃতীয় দল যারা মহিলাদের ওডিআইয়ে ৪০০ প্লাস স্কোর করল।

৭০ শতরান করতে ৭০ বল নিলেন স্মৃতি মান্ধানা। যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরান। ভাঙলেন হরমনপ্রীত কাউরের (৮৭ বল) রেকর্ড।

৩ প্রতিকা রাওয়াল ভারতের তৃতীয় ব্যাটার যিনি মহিলাদের ওডিআইয়ে ১৫০ প্লাস রান করলেন।

২৩৩ মান্ধানা ও প্রতিকার এদিনের পার্টনারশিপ। যা ভারতের পক্ষে মহিলাদের ওডিআইয়ে তৃতীয় সর্বাধিক।

৭ এদিন ১৩৫ রানের পথে সাতটি ছক্কা মারেন মান্ধানা। যা ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে ওডিআইয়ে সর্বাধিক।

পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২
(মনবীর, রেমসাঙ্গা)
চেন্নাইয়ান এফসি-২
(লালদিনপুইয়া,ব্রামবিলা)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ঘরের মাঠে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। বুধবার চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে ০-২-এ পিছিয়ে থেকেও নয়া প্রত্যাবর্তনের চিত্রনাট্য লিখলেন কাশিমভ, মনবীররা। বেতন বকেয়া থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যেভাবে মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়ে ম্যাচটা ড্র করলেন তা প্রশংসনীয়। বুধবারও তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি বলেই খবর। ক্লাব কর্তা ও বিনিয়োগকারীরা তাদের দায়িত্ব পালন না করলেও ফুটবলাররা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকই পালন করছেন।

ম্যাচের ১০ মিনিটে কোনর শিল্ডের কর্নার থেকে হেডে চেন্নাইকে এগিয়ে দেন লালদিনপুইয়া। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি পায় মহমেডান। তবে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মহমেডানের উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভ। ৩৭ মিনিটে খেলা চলাকালীন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যায়। প্রায় আট মিনিট পরে অবশ্য আলো জ্বলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দ্বিতীয় গোল করে চেন্নাইয়ান। লুকাস ব্রামবিলা বিনা বাধায় গোল করে যান। মহমেডানের দুই ফুটবলার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও মহম্মদ ইরশাদ তাঁকে সেভাবে কোনও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। কিন্তু তারপরেও গোলশোধের জন্য মহমেডান মরিয়া লড়াই চালায়। সংযোজিত সময়ে মাকান চোটের সেন্টার থেকে গোল করেন মনবীর সিং।

রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর কয়েক সেকেন্ড আগে মনবীরকে ফাউল করে মহমেডানকে পেনাল্টি উপহার দেন লালদিনপুইয়া। এবারে অবশ্য পেনাল্টি থেকে গোল করেন রেমসাঙ্গা। তবে, এদিন ম্যাচ চলাকালীন হলুদ কার্ড দেখায় মোহনবাগান ম্যাচে ডাগআউটে নেই চেন্নাই কোচ ওয়েন কোয়েল। ম্যাচের পর দলের সিইও রজত মিশ্রকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা।

মহমেডান : পদম, জুইডিকা, ফ্লোরেন্ট, জোহেরলিয়ানা, আদিঙ্গা (জেসিম), অমরজিৎ (অ্যাডিসন), ইরশাদ, কাশিমভ (মাকান), রেমসাঙ্গা, বিকাশ (মনবীর) ও ফ্রাঙ্কা।

গোলের পর চেন্নাইয়ান এফসি-র লুকাস ব্রামবিলা। বুধবার।

বিরাট-রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেটে চান না কিরমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ডামাডোল চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সাফল্যের বদলে শুধুই ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবে ভারতীয় ক্রিকেট। সঙ্গে কাঠগড়ায় ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তাঁদের ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা, সব কিছু নিয়েই তুলকালাম বিতর্ক চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। রোহিত-বিরাটদের রনজি ট্রফি খেলা উচিত, সুনীল গাভাসকার থেকে শুরু করে তাবড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাই এমন রায় দিয়েছেন। এমন অবস্থায় আজ কলকাতায় মোহনবাগান ক্লাবে প্রয়াত চুনী গোস্বামীর জন্মদিন তথা ক্রিকেট দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জাতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটার সৈয়দ কিরমানি ভিন্ন পথে হাঁটলেন। জানিয়ে দিলেন, রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই। সারা বছর এত বেশি ক্রিকেট হয়, তারপর ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে বিরাটদের চোটের সম্ভাবনা বাড়বে। কিরমানি বলছেন, 'এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলা হয়। সারা বছর ক্রিকেট খেলার চাপ সামলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে যে কোনও ক্রিকেটারের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই আমার মনে হয়, ওদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে ওদের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।'

শুধু রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলাই নয়, সাম্প্রতিক ভারতীয় ক্রিকেটে আরও বড় বিতর্ক হল ক্রিকেটারদের স্ত্রী-পরিবার বিদেশ সফরে দলের সঙ্গে থাকা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে স্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাশ টানার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিরমানি এমন সিদ্ধান্তের সঙ্গেও একমত নন। বরং তিনি মনে করছেন, স্ত্রীদের উপস্থিতি ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা বাড়ায়। কিরমানির কথায়, 'সিদ্ধান্তটা বোর্ডের। তাই সবাইকে সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। স্ত্রীরা সঙ্গে থাকলে ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা বাড়ে বলেই আমার বিশ্বাস।' প্রয়াত কিংবদন্তি চুনী গোস্বামীর জন্মদিনের মঞ্চে আজ মোহনবাগানের তরফে সংবর্ধিত করা হল সবুজ-মেরুন জার্সিতে খেলে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা ক্রিকেটার ও অধিনায়কদের। যদিও লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মহম্মদ সামি, ঋদ্ধিমান সাহাদের কেউই হাজির ছিলেন না অনুষ্ঠানে। তার জন্য কিরমানির মনোভাব জানাতে সমস্যা হয়নি। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেট খেলাটা ক্রমশ বদলে চলেছে। সেই বদলের সঙ্গে তাল মেলানোই এখন একজন ক্রিকেটারের জীবনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সবাইকেই তাল মেলাতে হবে।'

রোহিতের পর টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়েও চলছে জোরদার আলোচনা। জসপ্রীত বুমরাহর নাম সামনে আসছে। কোচ গৌতম গম্ভীর আবার যশস্বী জয়সওয়ালের নাম প্রস্তাব করেছেন বলে খবর। কিরমানি অবশ্য সরাসরি মন্তব্য করছেন না। বলছেন, 'বুমরাহ হোক বা অন্য কেউ, আমি নিশ্চিত বিসিসিআই সময় মতো সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। এখনই নির্দিষ্টভাবে কারোর নাম করা সহজ কাজ নয়।'

বুধবার মোহনবাগান ক্লাবের অনুষ্ঠানে সৈয়দ কিরমানি। ছবি : ডি মণ্ডল।

> এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলা হয়। সেই চাপ সামলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে যে কোনও ক্রিকেটারের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। আমার মনে হয়, রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই।
>
> **সৈয়দ কিরমানি**

একঝাঁক নজিরে জয় ভারতের

স্মৃতি-প্রতিকার তাণ্ডব রাজকোটে

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৩০৪ রানের রেকর্ড ব্যবধানে হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল ভারতের মেয়েরা। একই সঙ্গে রেকর্ডের ফুলঝুরি ওড়ালেন স্মৃতি মান্ধানা (৮০ বলে ১৩৫ রান), প্রতিকা রাওয়ালরা (১২৯ বলে ১৫৪ রান)।

সিরিজ জিতে অস্থায়ী অধিনায়ক স্মৃতি বলেছেন, 'প্রায় নিখুঁত একটা ম্যাচ খেললাম । টসে জেতা থেকে ৪০০ রান তোলা, তারপর বোলাররা ৩১ ওভারে ম্যাচ শেষ করল। তবে ফিল্ডিং ও রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে আরও উন্নতি করতে হবে।' ম্যাচের সেরা প্রতিকার মন্তব্য, 'সেঞ্চুরি করে হেলমেটে চুমু খাওয়ার সেলিব্রেশনটা আগে থেকেই মাথায় ছিল। দেশের হয়ে রান পাওয়া অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

গত ম্যাচেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে নিজেদের সর্বাধিক (৩৭০/৫) স্কোর তুলেছিল ভারত। এদিন ৪৩৫/৫ স্কোরে ভাঙল সেই রেকর্ডও। মহিলাদের ওডিআইয়ে যা চতুর্থ সর্বাধিক রান। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগ মিলিয়ে ওডিআইয়ে এটাই ভারতের সর্বাধিক স্কোর। স্মৃতি ও প্রতিকার বিধ্বংসী ওপেনিং জুটিতেই আসে ২৩৩ রান। তার মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন স্মৃতি। মাত্র ৭০ বলে আসে তাঁর শতরান। অন্যদিকে, ১৫৪ রান করে প্রতিকা কেরিয়ারের প্রথম ৬ ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানের (৪৪৪) নজির গড়লেন। স্মৃতি-প্রতিকার গড়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও (৪২ বলে ৫৯)। রিচা ও প্রতীকা দ্বিতীয় উইকেটে ১২ ওভারে ১০৪ রান জোড়েন। বল হাতে আয়ারল্যান্ডকে ৩১.৪ ওভারে ১৩১ রানে গুটিয়ে দেন দীপ্তি শর্মা (২৭/৩) ও তনুজা কানওয়ার (৩১/২)।

ইউস্তের বদলি নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : হেক্টর ইউস্তের বদলি কে? শোনা যাচ্ছে ভিক্টর মোঙ্গিলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে ইস্টবেঙ্গলের। যদিও এই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এদিন বিকেলে অনুশীলনে এলেও শেষপর্যন্ত মাঠে না নেমেই ফিরে গেলেন ইউস্তে। তাঁকে সাউল ক্রেসপো ও মহম্মদ রাকিপের সঙ্গে চলে যেতে দেখা গেল। একইসঙ্গে বেরিয়ে যান প্রভাত লাকড়াও। আনোয়ার আলি এদিনও অনুশীলন করেননি। এঁরা এফসি গোয়া ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না তার কোনও নিশ্চয়তা এখনও নেই। বাকি চারজনেরই চোট থাকলেও ইউস্তের চোট আছে বলে জানা যায়নি। তাহলে এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার কেন অনুশীলন করছেন না? জানা গেল,

আদতে মৌখিকভাবে ইউস্তেকে বিদায় করেই দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর পরিবর্ত নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে বিষয়টি না জানিয়ে গোপন রাখার চেষ্টা চলছে। ভিক্টর মোঙ্গিলকে আদৌ শেষপর্যন্ত নেওয়া হবে কি না তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। তবে ২০২২-'২৩ মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলে যাওয়ার পরে আর কোথাও খেলেননি এই স্প্যানিশ সেন্টারব্যাক। তাই ইউস্তের বদলে আরও এক বাতিল ঘোড়াকে নেওয়া হবে কি না প্রশ্ন সেখানেই। এখন দেখার নতুন সেন্টার ব্যাক নেওয়া এবং ইউস্তেকে ছাঁটাইয়ের বিষয়টি কবে ঘোষণা হয়। অস্কার ব্রুঁজোর অপছন্দ হিজাজি মাহেরকেও। তবে তাঁর চুক্তি থাকায় বাড়তি অর্থ গুনাগার দিতে হতে পারে বলেই হয়তো বেঁচে যেতে পারেন হিজাজি।

এদিকে, অনুশীলনে নজর কাড়ছেন নতুন আসা স্ট্রাইকার রিচার্ড সেলিস। তাঁকে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। মোটামুটিভাবে তিনি ম্যাচ ফিট। তাই এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তাঁকে মাঠে নামিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

উত্তরের খেলা

বড় জয় দাদাভাইয়ের

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার দাদাভাই ক্লাব ৯ উইকেটে সুভাষ সংঘকে হারিয়েছে। সুভাষ প্রথমে ২৮ ওভারে ৭১ রানে গুটিয়ে যায়। সৌভিক দাস ১৯ ও রণবীর ভট্টাচার্য ১৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা শোয়েব শা ২ ও কুনাল তামাং ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ১ উইকেটে ৭৩ রান তুলে নেয়। অর্ণব চৌধুরী ২৯ ও সৌরভ রাউত ২১ রান করেন।

৫ উইকেট কিষানের

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে জেওয়াইসিসি ১৮ রানে পুরাতন মসজিদ ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে জেওয়াইসিসি ৩০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৫ রান তোলে। সিদ্ধার্থ রাউত ৬৮ রান করেন। তুষার রাউত ও আদর্শ রাউত ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে পুরাতন মসজিদ ২৩.৩ ওভারে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায়। শিব হেলা ৪৬ ও রোহিত রাউত ২৩ রান করেন। কিষান রাউত ৩৩ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

অ্যাথলিটদের সংবর্ধনা

মালবাজার ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স মিটে রানার্স হয়েছিল মালবাজার স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাথলেটিকস কোচিং ক্যাম্প। মিটে তারা ৩১টি পদক পেয়েছিল। যার মধ্যে সোনা ছিল ১০টি। বুধবার রানার্স দলের অ্যাথলিটদের ক্যাম্পের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সেমিতে ফ্রেন্ডস

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ষোড়শিবালা দত্ত ও বিমলেন্দু চন্দ ট্রফি মহিলা ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। জেওয়াইসিসি মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা নিশা মুন্ডা।

ফাইনাল কাল

জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়িতে আন্তঃসাই কোচিং সেন্টার ফুটবলের ফাইনাল শুক্রবার হবে। খেলবে ইম্ফল ও গুয়াহাটি। শুক্রবার মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ আন্তঃসাই ফুটবল হবে।

ফাইনালে প্লেয়ার্স

অলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল প্লেয়ার্স একাদশ। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১ উইকেটে সূর্যনগর ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে সূর্যনগর প্রথমে ৩২.৪ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়। জবাবে প্লেয়ার্স ৩০.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৬ রান তুলে নেয়।

আলিপুরদুয়ারের ৪

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : ষষ্ঠ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া যোগাসন ১৭-১৮ জানুয়ারি শিলিগুড়ির মাটিগাড়া সায়েন্স সেন্টারে হবে। সেখানে আলিপুরদুয়ারের ৪ জন অংশ নেবে। তারা হল জ্যোতিশ্মিতা রায়, বর্ণিতা বর্মন (মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগ), নবনীল রায় (ছেলেদের বিভাগ), ধনঞ্জয় রায় (পুরুষদের ২০-৩০ বছর বিভাগ)।

বিদায় লক্ষ্য, প্রণয়দের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় দিনে হেরে বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন এবং এইচএস প্রণয়। পুরুষদের সিঙ্গলসে পদকে অন্যতম দাবিদার লক্ষ্যকে ১৫-২১, ১০-২১ পয়েন্টে হারান চিন তাইপেইয়ের লিন চুন-ই। আর এক তারকা প্রণয় প্রথম গেম জিতলেও শেষ পর্যন্ত ২১-১৬, ১৮-২১, ১২-২১ পয়েন্টে হারেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মালবিকা বানসোদ হারেন ২২-২০, ১৬-২১, ১১-২১ পয়েন্টে। মহিলাদের ডাবলসে অশ্বিনী পোনাপ্পা-তানিশা কাস্ত্রো স্বদেশীয় কাব্য গুপ্ত-রাধিকা শর্মাকে হারিয়েছেন ২১-১১, ২১-১২ পয়েন্টে। মহিলাদের সিঙ্গলসে অনুপমা উপাধ্যায় ২১-১৭, ২১-১৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন স্বদেশীয় রক্ষিতা রামরাজকে। পুরুষদের ডাবলসে মায়াঙ্ক রানা-চয়নিথ যোশি ৮-২১, ১৪-২১ পয়েন্টে হেরেছেন বেন লেন এবং শন ভেন্ডির কাছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মধ্যমগ্রাম,কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা সুশান্ত বসু - কে 18.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83J 77310 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা প্রথম পুরস্কার জয়লাভের পর এটি আমাকে অনেক আনন্দ ও উদ্দীপনার যোগান দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র সম্ভপর হয়েছে স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। যে কোনও সাধারন মানুষ স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর যুব সংঘ দল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন যুব সংঘ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল যুব সংঘ। ফাইনালে তারা ১৭-২১, ২১-১৬, ২১-১১ পয়েন্টে কালচারাল ইউনিট আলিপুরদুয়ার জংশনকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে কালচারাল ২১-১২, ২১-১৬ পয়েন্টে মাদারিহাটের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যুব ২১-১৩,২১-১১ পয়েন্টে অণু এফসি-কে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা ইমরান হোসেন।